স্বর্ণবাই।

(উপন্যাস।)

"WOMAN, THY NAME IS FRAILTY."

Shakespeare.

১০৭ নং অপার চিৎপুর রোড বাল্মীকি পুস্তকালয় হইতে

শ্রীনবকুমার দত্ত কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ

কলিকাতা।

৪৪ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্—রামায়ণ যন্ত্রে

শ্রীক্ষীরোদনাথ ঘোষ দ্বারা

মুদ্রিত।

সন ১২৯৬ সাল।

মূল্য ৷৹ বার আনা।

বিজ্ঞাপন।

সংসারে দিন দিন পাপের বৃদ্ধি হইতেছে, ধর্ম্মপ্রচার, উপদেশ ইত্যাদিতে লোক পাপের প্রলোভন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিতেছে না। পাপীর মুখে পাপের পরিণাম ফল শুনিলে বা পাপীর অসহনীয় যন্ত্রণা দেখিলে নরনারীর যেরূপ চৈতন্য হয়, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না; এই ভাবিয়াই আমরা স্বর্ণবাইয়ের জীবনী প্রকাশ করিলাম। ইহার প্রতি পৃষ্ঠায় পাপের জ্বলন্ত চিত্র ও পাপীর অসহনীয় কষ্ট বর্ণিত হইয়াছে,—ইহা পাঠে একজন পাপীরও মন ধর্ম্মপথে আসিলে বা একজনকেও পাপপ্রলোভন হইতে দূরে রাখিতে পারিলে, আমরা সকল পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

স্বর্ণবাইয়ের প্রথম সংস্করণ যেরূপ অল্প সময়ের মধ্যে নিঃশেষিত হইয়াছে, তাহাতে আমরা আমাদিগের শ্রম ও অর্থ ব্যয় সার্থক মনে করিয়াছি। কিন্তু ইহা পাঠে যদি কাহার মন পাপ পথ হইতে ধর্ম্মপথে আসিয়া থাকে, তবে আমাদিগের উদ্দেশ্য যথার্থই সাধিত হইয়াছে। এবারে মুদ্রাঙ্কণ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে।

প্রকাশক

শ্রীনবকুমার দত্ত।

স্বর্ণবাই।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আমার প্রকৃত নাম স্বর্ণ নহে। আমার পিতামাতা আমার নাম কাত্যায়নী রাখিয়াছিলেন। আমরা জাতিতে ব্রাহ্মণ, বাড়ী বর্দ্ধমান জেলায় অন্তর্গত আনন্দপুর। আমার পিতা পুরোহিতের কার্য্য করিতেন,—তাঁহার অনেক যজমান ছিল, সুতরাং তিনি দরিদ্র ছিলেন না। আমাদের কোটাবাড়ী ছিল না বটে, কিন্তু বড় বড় চৌরীঘর ছিল,—এতদ্ব্যতীত রান্নাঘর দুইখানা, ঢেঁকীঘর একখান, গোয়ালঘর দুইখানা ছিল। বাড়ীতে আট নয়টা গরু ছিল, উঠানে তিনটা বড় বড় ধানের গোলা ছিল। আমি বাবার একই মেয়ে;—তাঁহার এ সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী আমিই হইতাম। কিন্তু যাহার যাহা অদৃষ্টে আছে, তাহার তাহা ঘটিবেই ঘটিবে, তাহার অন্যথা করে কে?

আমার নয় বৎসর বয়স হইতে না হইতে বাবা আমার বিবাহ দেন, কিন্তু বিবাহ তো আমার অদৃষ্টে ছিল না, এই বিবাহের এক বৎসরের মধ্যে আমার বালকস্বামী আমাকে চির জীবনের মত বিধবা করিয়া এ সংসার ত্যাগ করিয়া গেলেন। আমার পিতামাতা কত কাঁদিলেন, মা

আমার মুখের দিকে চাহিলেই কাঁদিয়া উঠিতেন, কিন্তু আমি বার কান্না দেখিয়া কাঁদিতাম,—স্বামীর জন্য কাঁদিতাম না, কারণ তখন স্বামী কাহাকে বলে, তাহা আমি জানিতাম না।

এইরূপে তিন চার বৎসর কাটিয়া গেল, আমি বিধবার মত থাকিতাম না, মৎস্যাদি খাইতাম, পেড়ে সাড়ী পরিতাম, কখন একাদশী করিতাম না, ইহাতে পাড়ার লোকে আমার নিন্দা করিত, বাপ মাকে কত কি বলিত; কিন্তু তাঁহাদের আমি একই মেয়ে, তাহাতে কতই আদরে লালিতা, তাঁহারা প্রাণ ধরিয়া আমাকে বিধবা করিতে পারিলেন না; কিন্তু আমার যত বয়স বাড়িতেছিল আমি ততই আমার অবস্থা বুঝিতেছিলাম এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে একে একে সধবার লক্ষণ সকল ত্যাগ করিতেছিলাম।

সকলে বলিত আমি কত রূপসী;—সকলে বলিত, আমার ন্যায় সুন্দরী বাঙ্গলাদেশে নাই। কিন্তু আমি যে সুন্দরী এ কথা আমি ঠিক বুঝিতাম না, কখন ভাবিতাম আমি খুব সুন্দরী, কখন ভাবিতাম কই আমিতো সুন্দরী নই,—আমার মত সুন্দরী কত আছে, কিন্তু যখন আমার বয়স প্রায় দ্বাদশ বৎসর হইল, যখন যৌবনবিভা শত প্রকারে আমার অঙ্গে প্রকাশ পাইল; যখন আমি বুঝিলাম, কি স্ত্রীলোক কি পুরুষ কি যুবা কি বৃদ্ধ সকলেই আমাকে দেখিলে আমার দিকে অনিমিষ নয়নে চাহিয়া থাকে; যখন দেখিলাম গ্রামস্থ অনেকেই আমাকে দেখিবার জন্য,—আমার সহিত কথা কহিবার জন্য ব্যাকুল;—তখন আমার কতক বিশ্বাস হইল যে আমি সত্য সত্যই সুন্দরী। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে একটু সৌন্দর্য্যগর্ব্ব দেখা দিল,—তখন কেমন আপনাআপনিই বেশ বিন্যাস করিয়া,

আমার রূপ অন্তকে দেখাইবার জন্য ইচ্ছা হইতে লাগিল। আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি বেশ বিন্যাসে যত্ন করিতে লাগিলাম। আমার পিতা মাতা আমার মনের ভাব বুঝিলেন,—তাঁহারা বোধ হয় ভাবিলেন, আর আমাকে এরূপ রাখা কর্ত্তব্য নয়। এরূপ ভাবে আর অধিক দিন আমি থাকিলে তাঁহাদের মুখে কালি পড়িবার সম্ভাবনা; কিন্তু কি বলিয়া তাঁহারা আমার হাতের অলঙ্কার খুলিবেন? একটা কোন ছুতা না পাইলে আমাকে কেমন করিয়া বিধবা সাজাইবেন? এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহারা আমাকে লইয়া একবার তীর্থভ্রমণে ইচ্ছা করিলেন। ভাবিলেন, তীর্থে আমার মস্তক মুণ্ডন করিয়া আমাকে "থান" পরাইবেন। যাহা হউক অগ্রহায়ণ মাসের এক দিবস অতি প্রত্যূষে আমরা নৌকা করিয়া তীর্থ যাত্রা করিলাম; তখন কাশী যেতে আর দুদিন লাগিত না,—তখন হাবড়ায় উপস্থিত হইয়া কেবল একখানা টিকিট কিনিয়া গাড়িতে উঠিলেই হইত, এরূপ নহে। তখন কাশী পৌঁছিতে এক মাসের অধিক লাগিত;—পথে চোর ডাকাতে কত যাত্রীকে মারিয়া ধরিয়া লইত। যাত্রীর নৌকা ৫০। ৬০ খানি একত্রে বহর বাঁধিয়া যাইত। আমরাও সেইরূপ চলিলাম।

আমরা প্রায় ৫০০ শত যাত্রী একত্রে যাইতেছিলাম,—দেখি সকলেই আমার দিকে চাহিয়া থাকে,—সকলেই বলে, "আহা এমন মেয়েটী বিধবা।" আমি বুঝিলাম যে ইহাদের মধ্যে আমিই সুন্দরী; স্বভাবতঃই আমার মনে বড়ই অহঙ্কার বোধ হইল,—আমি কাহারও সহিত বড় কথা কহি না,—সকলকেই যেন আমাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব মনে করি। যাত্রীর মধ্যে যুবক কেহ ছিল না, কিন্তু দে কয়জন বৃদ্ধ ও প্রৌঢ় ব্যক্তি ছিলেন,

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

স্নানের দিন এত ভিড় যে গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে যাওয়া একরূপ অসম্ভব হইল,—কিন্তু এতদূর এত কষ্ট করিয়া আসিয়া স্নান না করিয়া ফিরিয়া যাওয়া কি কখন সম্ভব? আমরা তিনজনে হাত ধরাধরি করিয়া চলিলাম। ভিড়ের মধ্যে আমরাই অধিক কষ্ট হইতে লাগিল,—আমি বুঝিলাম যে, তীর্থে কুলোকেরই জনতা অধিক হয়; আরও বুঝিলাম যে, অনেকের দৃষ্টিই আমার উপর আছে,—অনেকেই আমার উপর অত্যাচার করিতে প্রস্তুত। ভিড়ের মধ্যে আসিয়া আমি ফিরিয়া পলাইতে ইচ্ছা করিলাম, কিন্তু সে ভিড় হইতে বহির্গত হওয়া অসম্ভব। প্রায় ছয় সাত জন লোক একস্থানে আমারে চাপিয়া ধরিল,—বলিতে লজ্জা করে,—আমি নানা প্রকার উৎপীড়িত হইলাম। এমন কি, তাহারা আমাকে আমার পিতা মাতার নিকট হইতে বিচ্যুত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। শীঘ্রই তাহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবার সম্ভব হইল,—একস্থানে এমনই ঠেলাঠেলি আরম্ভ হইল যে, আমি আর মার হাত ধরিয়া থাকিতে পারিলাম না, হাত ছাড়িয়া দিলাম। দেখিতে দেখিতে আমি প্রায় দুইশত হাত দূরে গিয়া পড়িলাম,—চারিদিকস্থ লোক সকল আমার উপর অত্যাচার আরম্ভ করিল,—আমার চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল,—আমি ব্যাকুল ভাবে চারিদিকে চাহিতে লাগিলাম, হায় কে আমাকে রক্ষা করিবে!

আমার মঙ্গলের জন্যই হউক, আর অমঙ্গলের জন্যই হউক, এই সময়ে আমার চক্ষু আর দুইটী চক্ষুর প্রতি পড়িল,—আমি চিনিলাম। যিনি আমাকে কাশীতে রক্ষা করিয়াছিলেন—সেই যুবক। মুহূর্ত্তের মধ্যে তিনি আমার অবস্থা বুঝিলেন,—তিনি চারিদিকস্থ লোকদিগকে সবলে সরাইয়া দিয়া নিকটস্থ হইয়া হাত বাড়াইলেন, আমিও সবলে চরিদিকস্থ লোকদিগকে ঠেলিয়া লম্ফ দিয়া তাঁহার হাত ধরিলাম। পর মুহূর্ত্তে তিনি আমাকে একরূপ হৃদয়ে টানিয়া লইয়া দুই হস্তে অন্যান্য লোকদিগকে আমার নিকট হইতে সরাইয়া দিয়া আমাকে লইয়া অগ্রবর্ত্তী হইলেন। তখন আমি দেখিলাম তিনি একাকী নহেন,—তাঁহার সঙ্গে অনেক লোক জন আছে, ৫। ৬ জন দ্বারবানও আছে; সুতরাং আমাকে লইয়া ভিড়হইতে বাহির হওয়া তাঁহারা ক্লেশকর হইল না। আমরা সকলে একটী বৃহৎ অট্টালিকায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন আমি ভাব গতিক দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিলাম যে, যুবক কোন ধনীর সন্তান, লোক জন লইয়া তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। তিনি আমাকে এতই যত্ন ও সমাদর করিতে লাগিলেন যে, আমি বড়ই লজ্জিত হইতে লাগিলাম। তাঁহার সহিত থাকিলে যেন আমার হৃদয় নৃত্য করে, তাঁহার সুমিষ্ট কথা আমার কর্ণে প্রবেশ করিলে যেন আমার প্রাণে সুধা বর্ষণ হয়, কিন্তু তাঁহার নিকট থাকিতে যেন আমার আপাদমস্তক কম্পিত হয়। আমি অনেক কষ্টে তাঁহাকে জানাইলাম যে, আমাকে তিনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার বাপ মার নিকট পাঠাইয়া দেন, তবে আমি বড়ই অনুগৃহীত হই। তিনি তৎক্ষণাৎ আট দশজন লোককে তাঁহাদের অনুসন্ধানে পাঠাইলেন,

কিন্তু তাঁহাদের কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না;—তিনি সমস্ত সহর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেন, কিন্তু কোথায়ও তাঁহাদের কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না। তখন তিনি আমাকে বলিলেন, "আপনি ব্যস্ত হইবেন না, আমি আপনাকে আপনার বাড়ী রাখিয়া আসিব।" আমি অগত্যা তাহাতেই সম্মত হইলাম। আমরা সকলে দেশের দিকে ফিরিলাম। তাঁহার ভগ্নী তাঁহার সঙ্গে থাকিলে তিনি তাঁহাকে যেরূপ যত্ন করিতেন, আমাকে তাহার অপেক্ষা অল্প যত্ন করিলেন না।

আমরা নৌকাযোগে চলিলাম। ১৫ দিন কাটিয়া গেল; এ পর্য্যন্ত তিনি আমার বৃত্তান্ত কিছুই জিজ্ঞাসা করেন নাই,—আমিও তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করি নাই। কিন্তু এক দিন দুই প্রহরের সময় তিনি নানা কথার পর আমার পিতামাতার কথা পাড়িলেন; আমি একটী কথাও গোপন করিলাম না,—একে একে তাঁহাকে সকল কথা বলিলাম। তিনিও, আমার জিজ্ঞাস না করা সত্ত্বেও তিনি কে, তাহা বলিলেন।

আমি জানিলাম তিনি রাজসাহির অন্তর্গত বিষ্ণুপুরের রাজা নরেন্দ্রনাথের পুত্র, নাম প্রমোদনাথ; সম্প্রতি পিতৃবিয়োগ হওয়ায় অতুল সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন,—পিতার শ্রাদ্ধার্থে গয়ায় আসিয়াছেন, পরে অন্যান্য তীর্থ ভ্রমণে যাইবেন। বিবাহ হইয়াছে, একটী পুত্রও আছে। আমার বলা বাহুল্য, প্রমোদ নাথ সুপুরুষ এবং এখনও তাঁহার বয়স চতুর্বিংশ বৎসরও হয় নাই।

তিনি আমার পরিচয় পাইয়া যেন আমাকে পূর্ব্বাপেক্ষা

অধিক যত্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে রাজার ছেলে জানিয়া আমার প্রাণে যেন ভয় ভয় হইতে লাগিল। আমি আর তাঁহার সহিত সাহস করিয়া কথা কহিতে পারিতাম না। তিনি ইহা বুঝিয়া আমাকে আরও অধিক সমাদর করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আমরা কলিকাতায় আসিলাম। এই নৌকা যাত্রায় যেরূপ সুখে আমার সময় কাটিয়াছিল, এ জীবনে আমার তেমন কখন কাটে নাই। নৌকা হইতে যখন নামিবার প্রয়োজন হইত, তখন প্রায়ই প্রমোদ হাত বাড়াইয়া দিতেন। আমি তাঁহার হাতে ভর দিয়া নামিতাম, তাঁহার হস্ত স্পর্শ করিলে আমার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইত,—হৃদয়ে যে কত সুখানুভব করিতাম তাহা বর্ণনা করিয়া বলা যায় না। যখন তাঁহার উজ্জ্বল বিশাল নয়নদ্বয় আমার চক্ষের উপর পতিত হইয়া বিদ্যুতের ন্যায় চকিত, তখন আমার শিরায় শিরায় আগুন ছুটিত,—আমি ক্রমে আত্মবিস্মৃত হইতে লাগিলাম। যাহা হউক আমার সুখের দিনের অবসান হইল, আমরা কলিকাতায় উপস্থিত হইলাম। তথা হইতে তিনি স্বয়ং আমাকে সঙ্গে করিয়া আমাদের বাড়ী রাখিয়া গেলেন। আমার বাটী উপস্থিত হইবার ১৫ দিবস পরে পিতা [illegible] পৌঁছিলেন

ছিলেন, তাঁহারা আমাকে পাইয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়া প্রমোদ নাথের অনেক প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে কয়েকদিন আমাদের বাটী থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি থাকিলেন না,—কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

এতদিনে বুঝিলাম যে, প্রমোদ ভিন্ন আমার আর এ সংসারে কিছুই নাই। তিনি চলিয়া গেলে আমার প্রাণের ভিতর সহসা যেন সকল শূন্য হইয়া গেল, আমার প্রাণে যেন সর্ব্বদা আগুন জ্বলিতে লাগিল,—আর আমি সহ্য করিতে পারি না, কোন কাজ করিতে পারি না—সকল সময়েই যেন কি ভাবি, অথচ ঠিক বুঝিতে পারি না যে আমি কি ভাবি। এইরূপে ছয় মাস কাটিল, তখন আমার প্রমোদকে একবার দেখিবার জন্য মন এত ব্যাকুল হইল যে, আমি প্রায় উন্মত্তা হইলাম।

এই সময়ে একদিন দুই প্রহরের সময় আমাদের পাড়ার রামীর মা আমার নিকট আসিয়া বসিল, পরে নানা কথার পর বলিল, "দেখ কাত্তি, রাগ না করিস্ তো একটা কথা বলি।"

"কি বল না, আই, রাগ করবো কেন?"

"কদিন থেকে একজন বাবু তোর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্চে—তুই তাকে চিনিস্।"

আমার একথা শুনিয়া হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল, "তবে কি প্রমোদ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন?"

আমি কেবল বলিলাম, "কে, আই?"

"তার নাম প্রমোদ, নিশ্চয়ই খুব বড় লোক, তিনি আমাকে বলেছেন যে, তাঁর নাম কল্লেই তুই চিন্‌বি।"

আমি কোন উত্তর দিতে পারিলাম না, আমার হৃদয়

যেন পূর্ণ হইয়া বিদীর্ণ হইবার উদ্যম করিল,—আমাকে নীরব দেখিয়া আই কহিল, "তবে তাঁকে কি বলবো ?"

আমি হৃদয়ে সাহস বাঁধিয়া বলিলাম, "তিনি কি বলেছেন ?"

"আজ রাত্রে সন্ধ্যার পর পুকুর পাড়ে তাঁর সঙ্গে দেখা কর্ত্তে, তাঁকে বলবো কি ? তুই সেখানে যাবি ?"

"না, তাঁকে আমাদের বাড়ী আস্‌তে বলো,—তিনি তো আমাদের বাড়ী এসেছেন।"

"তুই বিধবা, তিনি যুবা পুরুষ,—কি বলে তিনি তোদের বাড়ী আস্‌বেন,—লোকে কি বল্‌বে ?"

আমি ভাবিলাম, আই ঠিক বলেছে—তিনি কি ছুতা করিয়া আর আসিবেন ? তবে তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চান কেন ? তিনি কি আমায় ভাল বাসেন ? হায় ! আমি যে বিধবা,—তিনি ভালবাসুন আর নাই বাসুন তাহাতে আমার আসে যায় কি ? এরূপে রাত্রে পরপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ কি ভাল ? আমি আইকে বলিলাম, "আই, তাঁকে আমায় ক্ষমা কর্ত্তে বলিও, আমি এরকমে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে পার্ব্বো না, আমার এ রকমে পরপুরুষের সঙ্গে দেখা করা উচিত নয়।"

বোধ হইল আই বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল ; কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়ে যেন আগুন জ্বলিল, আমি ছুটিয়া গিয়া আইকে ডাকিলাম,—কিন্তু বুড়ী চলিয়া গিয়াছে। আবার এইরূপে তিনমাস কাটিল,—আমার হৃদয়ের অগ্নি নিবিল না।

তখন এ যন্ত্রণা অসহ্য হইল,—এ যন্ত্রণা নিবাইবার জন্য আমি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিতাম—কিন্তু আর আমার কি করিবার আছে ? আমাদের পাড়ায় আমীর

অল্পবয়সী কুসুম নাম্নী একটী যুবতী ছিল,—তাহার স্বামী বিদেশে চাকরী করিতেন,—তাহার বাড়ীতে কেহ থাকিত না, কেবল মাত্র বৃদ্ধ শাশুড়ী,—তিনি চোকে দেখিতে পাইতেন না, কাণেও শুনিতে পাইতেন না,—সুতরাং কুসুম যাহা মনে আসিত তাহাই করিত। তবে পাড়ায় তাহার বড়ই খ্যাতি-ছিল,—সকলেই তাহাকে বলিত, "কুসুমের মত বউ সহজে হয় না।" আমি দুই প্রহরে অন্যকাজ না থাকিলে কুসুমের বাড়ী যাইতাম, কুসুমের সঙ্গে খেলা করিতাম,—অন্যে যাহাই বলুক, আমি শীঘ্রই জানিতে পারিলাম যে লোকে কুসুমকে যেরূপ ভাল ভাবে কুসুম সেরূপ নহে।

কুসুম আমাকে পাপ শিক্ষায় ব্রতী করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার নিকট গেলে প্রায়ই পাপের কথারই আলো-চনা হইত। প্রথম প্রথম ইহাতে আমার ঘৃণার উদ্রেক হইত, কুসুমের নিকট যাইতে ইচ্ছা হইত না,—কিন্তু বাটীতে থাকিলে হৃদয় জ্বলিয়া যায়, হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইতে যাই কোথা? বরং পাপ কথার আলোচনাও ভাল, কারণ তাহাতে হৃদয়ের জ্বালা কতক নিবৃত্ত হয়। এইরূপে কুসুমের সহিত থাকিয়া থাকিয়া পাপের প্রতি ঘৃণা আমার মন হইতে দূর হইল,—ক্রমে পাপে প্রলোভন জন্মিল, যৌবন লালসা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল,—পুরুষের দিকে কেমন একরূপ টান হইল।

একদিন দুই প্রহরে কুসুমের বাড়ী গিয়া দেখি, তাহার গৃহে আমাদের গ্রামের জমিদারের ছেলে নরেশ বাবু আছেন। আমি তাঁহাকে দেখিয়া লজ্জায় পলাইতেছিলাম, কিন্তু কুসুম ছুটিয়া আসিয়া আমার হাত ধরিল,—নরেশবাবু উঠিয়া

নিকটে আসিয়া বলিলেন, "আমি কি এমনই ভয়ানক যে, আমাকে দেখিলে ভয়ে পলাইতে ইচ্ছা হয়?" আমি লজ্জায় তাঁহার কোন কথারই উত্তর দিতে পারিলাম না। কুসুম আমার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া বসাইল, আমিও বসিলাম। যাহা হউক সেদিন আমরা তিনজনে তাস খেলিলাম।

বাড়ী আসিয়া সে দিন অনেক ভাবিলাম। তাস খেলিলে কি অন্যায় কাজ হয়? বোধ হয়, হয়;—এতে দোষ কি, যাতে আমার প্রাণে সন্তোষ হয়, তাহা আমি করিব না কেন? যাহা হউক আমি পরদিবস কুসুমের বাড়ী গেলাম, সেদিনও নরেশ বাবু আসিলেন, সে দিনও তাস খেলা হইল। এইরূপ ১৫ দিবস নরেশ বাবুর সঙ্গে তাস খেলা হইল,—তখন ধীরে ধীরে আমার লজ্জা দূর হইল,—তখন আর নরেশ বাবুর সহিত হাস্য কৌতুক করিতে আমার কোনই লজ্জা বোধ হইত না।

বালস্বভাবসুলভ চপলতার জন্য ভাবিলাম কুল ত্যাগ করিয়া গেলে প্রমোদ লাভ সম্ভব, নতুবা আর কিছুতেই সম্ভব নাই। আর কলঙ্কের কথা বলিব না। আর কি বলিব? নানা কারণে কু-সঙ্গে পড়িয়া বাল্য-বিধবার যাহা হয় আমার তাহাই হইল। তখন জানিলাম নরেশ বাবু বহুদিবস হইতেই আমার সর্ব্বনাশের চেষ্টায় ছিলেন; তিনিই প্রমোদের নাম করিয়া আঁইকে আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন শুনিয়া তখন আর তাঁহার উপর তত রাগ হইল না। তখন যৌবনের অসহনীয় তৃষ্ণায় ও লালসার তৃপ্তিতে আমি এতই অন্ধ হইয়াছিলাম, এবং সেই আপাতমনোরম পাপরঙ্গে এতই মাতিয়া ছিলাম, যে এমন কি যেন প্রমোদকেও ভুলিয়া গেলাম।

পাপ কথা কয় দিন গোপন থাকে? শীঘ্রই আমাদের

কলঙ্কের কথা চারিদিকে রটিল। পিতা মাতা আমাকে নিষ্ঠুর রূপে প্রহার করিলেন। তখন আমার মনে ঘৃণা ও অনুতাপের উদয় হইল। কি করিতে কি করিলাম! তখন ভাবিলাম, "যদি কলিকাতায় যাইতে পারি, তবে কখনও না কখন তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতে পারে,—তিনি কি এখন আর আমার সঙ্গে কথা কহিবেন? কেন কহিবেন না? না কহেন, আমি কহাইব। আমার রূপ আছে, যৌবন আছে,—আমার যাহাতে সুখ হয়, তাহা আমি করিব না কেন?"

যদি ভাসিয়াছি তবে একেবারেই ভাসি না কেন, এই ভাবিয়া তখন বাটী ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু একলা যাইতে ভয় হয়,—একলা কেমন করিয়া যাইব,—না তাহা পারিব না। তখন কোন লোকের সন্ধান করিতে লাগিলাম। গ্রামে এমন অনেক লোক ছিল, যে আমার অনুগ্রহ লাভের জন্য প্রাণ দিতে পারিত,—আমার সঙ্গে কলিকাতায় যাওয়া ত সামান্য কথা! কিন্তু কাহাকেও আমার বিশ্বাস হয় না!

আমাদের পাড়ায় আমার জ্ঞাতি সম্পর্কে ঠাকুরদাদা হয়েন, এমন একটী যুবক ছিলেন, ইহার নাম রমেশ। রমেশের বয়স ১৬।১৭ এর অধিক নহে, অতি নিরীহ সচ্চরিত্র, ভালমানুষ। আমি দেখিলাম রমেশই আমার মনের মত মানুষ,—রমেশের সঙ্গে গেলে বিপদের কোন শঙ্কা নাই। তখন রমেশের সর্ব্বনাশের আয়োজন করিতে লাগিলাম। এতদিন পরে নানা কারণে অন্য আর একজনকে পাপসাগরে মগ্ন করিতে কৃতনিশ্চিত হইলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

এ দিকে পিতামাতার দৌরাত্ম্য যত বাড়ীতে লাগিল, লোকের টিটকারি বিদ্রূপ যত অধিক হইতে লাগিল, পাড়ার অন্যান্য অধম প্রকৃতির লোকের অনুরোধ, অনুনয়, ভয়, ভৎর্সনা যতই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল; আমি রমেশের সর্ব্ব-নাশের ততই জাল বিস্তৃত করিতে লাগিলাম। আর গৃহে থাকা যায় না, গৃহে থাকা অসম্ভব হইয়াছে, সতীত্ব রত্ন নষ্ট করিয়াছি বলিয়া যেন পুরুষ মাত্রেরই আমার উপর এক্ষণে অধিকার হইয়াছে; লোকে প্রকাশ্যভাবে আমাকে উপহাস করে,—একাকী পাইলে অত্যাচারে উদ্যত হয়—আর গৃহে থাকা যায় না,—দিন নাই রাত নাই পিতামাতার ভৎর্সনা,—সে কটুকাটব্য আর শোনা যায় না, কেন শুনিব? একবার তাঁহার নিকট যাইতে পারিলে নিশ্চয়ই তিনি আমাকে রক্ষা করিবেন। কিন্তু রমেশ এমনই নির্ব্বোধ, এমনই ভালমানুষ, যে তাহাকে আমার মনোবাঞ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিতে সাহস হয় না।

সুন্দরী যুবতীর কতকগুলি শাণিত অস্ত্র আছে; আমি একে একে সমস্তগুলি রমেশের প্রতি প্রয়োগ করিতে লাগিলাম,—কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তখন আমি ক্রমে হতাশ হইতে আরম্ভ করিলাম। আমি স্ত্রীলোক—আমি সতীত্ব হারাইয়া কাঙ্গালিনী হইলাম, আর একটা বালক সে আমার মত সুন্দ-রীর হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া নিজ চরিত্র রক্ষা করিল, আমার

অভিমান দ্বিগুণিত হইল। সিংহিনীর মুখ হইতে শিকার পালাইলে সে যেরূপ হয়, সর্পের মুখ হইতে ভেক পলায়ন করিলে সে যেরূপ হয়,—আমার অবস্থাও ঠিক সেইরূপ হইল। আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম তিন দিবসের মধ্যে কলিকাতায় যাইতে যদি না পারি, তবে আত্মহত্যা করিয়া সকল যন্ত্রণার শেষ করিব।

দুই প্রহর, পল্লিগ্রাম রৌদ্রে ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। গরুগুলি বৃক্ষের নিম্নে বসিয়া হাঁপাইতেছে, বৃক্ষপত্রের মধ্যে লুক্কায়িত হইয়া পক্ষীগণ কোলাহল করিতেছে,—পথে একটীও লোক নাই। আমি জানিতাম দুই প্রহরের সময় রমেশ দূর গ্রাম হইতে খাজনাপত্র আদায় করিয়া বাড়ী ফিরিত, কোন্ পথ দিয়া আসিত তাহাও জানিতাম, আজ তাহার সহিত একবার একাকী দেখা করিব প্রতিজ্ঞা করিয়া আমি সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। এক্ষণে পিতা মাতা আমাকে বাড়ী হইতে আর এক পা বাহির হইতে দেন না,—সুতরাং কেমন করিয়াই বা যাই।

যেই তাহারা নিদ্রিত হইলেন, আমিও অমনি গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া নিঃশব্দে বাড়ীর পশ্চাতস্থ আম্র বাগানের মধ্যে লুক্কায়িত থাকিলাম, আমি তথায় যাইতে না যাইতে, আমি দেখিলাম—রমেশ আসিতেছে। পাছে আমায় পূর্ব্বে দেখিয়া সে পালায় এই ভাবিয়া আমি বৃক্ষান্তরালে লুকায়িত রহিলাম; যেই সে নিকটস্থ হইয়াছে অমনি বলিয়া উঠিলাম, "উঃ উঃ উঃ উঃ!" রমেশ চমকিত হইয়া ফিরিল, বলিল "কি হয়েছে?"

"আমায় কিসে কামড়ালে?"

"এমন সময় কি বাগানে আস্‌তে হয়।" রমেশ নিকটে

আসিবা মাত্র আমি বলিলাম, "আমি আর দাঁড়াতে পাচ্চিনা আমায় ধর।" রমেশ—হায়! সরল চিত্ত রমেশ আসিয়া আমায় ধরিল, বলিল, "কোথায় কাম্‌ড়াইয়াছে শীঘ্র আমায় দেখাও, সেই যায়গা আমি বেঁধে ফেলি। তার পর রোজা ডাক্‌লে সেরে যাবে ভয় নেই,—তুমি ভয় পেও না।"

আমি হৃদয়স্থ বস্ত্র অপসারিত করিয়া হস্ত সঞ্চালনে জানাইলাম যে যন্ত্রণা হৃদয়ে। সে অপরূপ যৌবন শোভা দেখিয়া রমেশ যেন স্তম্ভিত হইল,—যেন আমার কথা, সকল কথা ভুলিয়া গেল, আমি সময় বুঝিয়া আমার সহস্র অস্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিলাম—স্বয়ং ঋষিগণ রমণী-মায়া কাটাইতে পারেন নাই,—রমেশ কোন্ ছার!

আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল। একবার রমণীসৌন্দর্য্যাস্বাদ যাহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল, তাহাকে তো সেই রমণী ক্রীতদাসের ন্যায় করিতে পারে,—একদিনেই রমেশের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া গেল; সে আমার দাসানুদাস হইল,—আমার অনুগ্রহের প্রত্যাশায় লজ্জা, মান, সম্ভ্রম জলাঞ্জলি দিয়া আমার সঙ্গে কলিকাতায় চলিল। একদিন গভীর রাত্রে আমরা দুই জনে বাটী ত্যাগ করিয়া আসিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

-**-

কলিকাতায় জোড়াবাগান নামক স্থানে আসিয়া আমরা একখানি খোলার ঘরের একটী কুঠারি ভাড়া লইলাম। রমেশের কাছে ১০ টা টাকা ছিল,—আমার কাছে এক পয়সাও ছিল না,—একখানি গহনা বা কাপড়ও ছিল না। যে থানের কাঁপড় পরা ছিল, আমি সেই কাপড়েই বাটী ত্যাগ করিয়াছিলাম। পরদিবস রমেশ গুটীকতক টাকা ব্যয় করিয়া আমাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় কাপড়াদি ক্রয় করিয়া আনিল,—আমি রন্ধন করিলাম। পরে দুই জনে আহারাদি করিয়া এক্ষণে ভবিষ্যতে কি করা কর্ত্তব্য, তাহারই পরামর্শ করিতে লাগিলাম। রমেশ বলিল, "আর ৬টা টাকা মোটে আছে, এ খরচ হয়ে গেলে তার পর?" আমি একটু ভাবিয়া বলিলাম, "রাজসাহীর রাজার ছেলে প্রমোদ কোথায় আছে সন্ধান করতে পার?—তার দেখা পেলে বোধ হয় তিনি আমাদের উপায় কর্ত্তে পারেন।"

"তিনি কোথায় থাকেন?"

"তা জানিনা।"

"তবে কলকাতায় তাঁর কেমন করে সন্ধান পাব?"

"তিনি বড় লোক,—সকলেই তাঁকে চিনে।"

"আচ্ছা তবে আমি তাই যাই।"

রমেশ চলিয়া গেল, তিন দিন এইরূপ সে সহরে প্রমোদের

অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কোনই সন্ধান পাইল না। এদিকে আমাদের টাকা কয়টী ফুরাইয়া গেল, রমেশ ভাবনায় প্রায় উন্মত্তের মত হইল।

ক্রমে যে বাটীতে আমরা ছিলাম, সেই বাটীর লোকেরা আমাদের অবস্থা বুঝিল। তাহাদের মধ্যস্থ একটী প্রৌঢ়া আমাকে বড়ই আদর যত্ন করিয়াছিল, সে আমাদের অবস্থা বুঝিয়া আমাকে না চাওয়া সত্ত্বেও ৫টা টাকা ধার দিল। ঐ টাকায় আরও পাঁচ সাত দিন চলিল। তখন রমেশ বলিল, "দেখ, কাতু, এ রকমে আর কদিন চলিবে। শেষে কি আমরা না খেয়ে মারা যাব? যদি তুমি ২। ৩ দিন এখানে থাকতে পার, তবে আমি একবার যা থাকে কপালে বাড়ী যাই। বাড়ী গেলে গোটাকতক টাকা আনতে পার্ব্বোই পার্ব্বো।

আমি প্রথম সম্মত হইলাম না; একলা আমি কেমন করিয়া থাকিব? না তা হবে না। শেষ সেই প্রৌঢ়া রমণী আমাকে যত্নে রাখিবে বলায় ও রমেশের বাড়ী যাইয়া টাকা আনা উচিত পরামর্শ দেওয়ায়, তাহাই ঠিক হইল। আমরা দুই জনেই তখন বালক বালিকা বইতো নয়,—আমার বয়স ১৬, আর রমেশের ১৭,—আমরা ধূর্ত্তার চাতুরী বুঝিলাম না।

রমেশ চলিয়া গেল। প্রৌঢ়া আমাকে আরও যত্ন ও আদর করিতে লাগিল। আমরা প্রথম এখানে আসিয়া কাহাকেও নাম ধাম বলি নাই, কিন্তু ধূর্ত্তা প্রৌঢ়া একে একে আমার সমস্ত কথা জানিয়া লইল। এমন কি আমি প্রমোদের কথাও তাহাকে বলিয়া ফেলিলাম, তখন সে বলিল, "এখানে থাকলে কেমন করে তার দেখা পাবে? তিনি বড় লোক, আমি

তাঁকে চিনি। আমার কথামত কাজ কর তো তাঁর সঙ্গে দেখা হয়।”

“কি বল?”

“তা হলে এ বাড়ী ছেড়ে দাও,—আমি একটা বেশ ভাল ঘর তোমার জন্যে ভাড়া করি। সেই পাড়ায় তিনি প্রায়ই আসেন, তখন চেষ্টা কল্লে অবশ্যই তুমি তার চক্ষে পড়্‌বে।”

আজি প্রৌঢ়ার কতকটা উদ্দেশ্যই বুঝিতে পারিয়া বলিলাম, দেখ, আমি রাস্তায় বসে রূপ বেচিতে পার্ব্বো না—বরং আবার কালামুখ নিয়ে ঘরে ফিরে গিয়ে বাপ মার গালাগালি খাব, তাও সহিব, কিন্তু ও পার্ব্বো না।”

“ছি! আমি কি তোমায় সে কথা বল্‌ছি, তাঁর চোখে পড়্‌লে তোমার আর কোনই কষ্ট থাক্‌বে না, তাই ও কথা বলচি। তোমায় দেখে পর্য্যন্ত তোমার উপর কেমন আমার মায়া হয়েছে! তাই তোমার যাতে ভাল হয় তাই বল্‌চি। যদি রাগ কর তো আর বলব না।”

“না, রাগ কর্ব্বো কেন? তুমি আমাকে এত ভালবাস, আর আমি তোমার উপর রাগ কর্ব্বো? তা নয়, তুমি আমাকে ওটা ছাড়া আর যা বল্‌বে তাই কর্‌বো।”

“আচ্ছা, ও কথা এখন থাক্‌, তোমার বাবু আসুন তবে, তারপর তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে সব কথা পাকা করা যাবে।”

“তোমার বাবু” কথা দুইটি আমার হৃদয়ের ভিতরে যেন অগ্নিশিখার ন্যায় প্রবেশ করিল, আমি কলিকাতায় আসিয়া সুখী হইলাম না,—দেখিলাম, সম্মুখে গভীর গহ্বর মুখব্যাদান করিয়া যেন আমাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে; আমি কোথায় যাই; আর কূলে ফিরিবার যো নাই,—জল খেলা ভাবিয়া গভীর

জলে আসিয়া পড়িয়াছি,—ভাবিয়াছিলাম সুখে হাসিতে হাসিতে জীবন সাগরে ভাসিয়া যাইব, কিন্তু তাহা হইল কই। চারিদিক হইতে যেন জ্বলন্ত অগ্নি আসিয়া আমাকে বেষ্টন করিতে লাগিল, আর ফিরিবার যো নাই।

"কূলেতে কণ্টক তরু বেষ্টিত ভুজঙ্গে।"

এই বৃহৎ পাপ পূর্ণ,--লালসা পূর্ণ, ভয়ানক সহরে আমি একাকিনী, ক্ষুদ্র বালিকা; হায়! আমার অদৃষ্টে কি আছে তাহা কে বলিবে?

এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল, তবুও রমেশ ফিরিল না; তখন আমি ভাবিলাম সে আমাকে অসহায়া নিরাশ্রয়া করিয়া পলাইয়াছে; আর আমাকে কেহ রক্ষা করিবার নাই, কোথায় যাইব,—কে আহার দিবে। এতদিনে বুঝিলাম বারবনিতা বৃত্তি অবলম্বনের জন্যই আমার জন্ম হইয়াছিল।

দুই সপ্তাহ কাটিয়া গেল,—প্রৌঢ়ার ঋণ জালে আমি জড়িত হইলাম,—কেমন করিয়া তাহার অর্থ শোধ দিব? শেষ কি জন্মেরমত ভিখারিণী--হইলাম!

অবশেষে একদিন প্রৌঢ়া মুখ গম্ভীর করিয়া, "বাছা, আর তোমাকে কতদিন খাওয়াইব? আমি গরিব মানুষ,—এই দেখ, তোমায় [illegible] টাকা ধার দিয়েছি,—সে টাকা কটা শোধ দেও,—আমি গরিব মানুষ, টাকা কটী আমার রক্ত!" আমার চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল,—হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল,—আমি কাঁদিয়া উঠিলাম। তখন রমণী আবার আমাকে আদর করিয়া নিকটে বসাইল; কত আদর, কত যত্ন করিল, অবশেষে নিজ মনের অভিসন্ধি প্রকাশ করিয়া বলিল, কলিকাতার একজন বিখ্যাত ধনী আমাকে মাহিনা দিয়া রাখিতে চাহেন.

আমি যেরূপ সুন্দরী, তাহাতে আমার অন্ততঃ একশ টাকা মাহিনা হইবে। তিনি ভাল বাড়ী দিবেন, দাসদাসী দিবেন,—গাড়ী ঘোড়া দিবেন, কত অলঙ্কার দিবেন;—মায়াবিনী এইরূপে প্রলোভন দেখাইল, আমি নীরবে বসিয়া সকল শুনিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সে উঠিয়া গেলে আমি সে দিবস কত কি ভাবিলাম। ভাবিলাম, "কেন কষ্ট পাই,—ইচ্ছা করিয়া কষ্ট পাই কেন? যখন আমার রূপ আছে, যৌবন আছে,—যখন লোকে আমার জন্য পাগল হয়, আমার দাসানুদাস হইবার জন্য চেষ্টা করে, তখন আমি হাবির মত কেন এখানে একাকিনী অনাহারে এত কষ্ট পাই! সতীত্ব তো হারাইয়াছি, তবে আর তাহার জন্য এত কেন? না, আর কষ্ট সহ্য হয় না। পাপে তো ডুবিয়াছি, দেখি পাপে কতদূর ডুবাইতে পারে।"

বলা বাহুল্য, পরদিবস আমি প্রৌঢ়াকে আমার সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম। সেই দিনই সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আমি প্রৌঢ়ার সহিত সেই বাটী ত্যাগ করিয়া একখানি গাড়ী করিয়া একটা সুন্দর বাড়ীতে প্রবিষ্ট হইলাম। বাড়ীর উপরের সমস্ত ঘর গুলি কারপেটে মোড়া, প্রাচীরে ভাল ভাল ছবি, কত

আর্শী, কত আসবাব, কত ঝাড় লণ্ঠন, দ্যালগিরি,—সে সকল আমি কখনও দেখি নাই। বারান্দায় ভাল ভাল ফুলের গাছ, উপরে শ্যামা, বউ কথা কও, ময়না ইত্যাদি ভাল ভাল দশ পনেরটী পাখী—আমি কি এই বাড়ীতে আজ হইতে থাকিব? বাল্যকালে বাবার পর্ণকুটিরের দ্বারে বসিয়া যে সকল আকাশ কুসুম মনে মনে রচনা করিয়া সুখানুভব করিতাম, এতদিনে আমার অদৃষ্টে কি সেই সকল ঘটিল! আমার বড়ই আনন্দ হইতে লাগিল,—আমি এটা ওটা সেটা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিলাম। দুই জন দাসী আমাকে সকল দেখাইতে লাগিল।

তখন প্রৌঢ়া আমাকে একটী কামরা মধ্যে আনিল, তথায় জল পূর্ণ তিন চারিটী টব, ভাল ভাল সৌগন্ধযুক্ত সাবান, উত্তম উত্তম বস্ত্র ও তোয়ালে। প্রৌঢ়া আমাকে সাবান মাখাইতে বসিল,—প্রায় অর্দ্ধ ঘটিকা ধরিয়া আমি গাত্র মার্জ্জনা ও স্নান করিয়া বহির্গত হইলাম। তখন রাত্রি হইয়াছে, ঘরে ঘরে শত শত বাতি জ্বলিতেছে। আমাকে একটা ঘরে আনিয়া প্রৌঢ়া একটা বাক্স হইতে বহুমূল্যবান নানা অলঙ্কার বাহির করাইয়া আমাকে পরাইল, পরে একখানি অতি সুন্দর বাসন্তিরং-এর রেশমী কাপড় আমাকে পরিতে দিল। যখন আমার বেশ বিন্যাস শেষ হইল, তখন সে আমাকে এক খানি বৃহৎ দর্পণের সম্মুখে আনিয়া দাঁড় করাইল।

দর্পণে চারিদিকস্থ ঝাড় লণ্ঠনের আলোক পড়িয়াছে, সেই আলোকে বিভাসিত হইয়া যখন আমার প্রতিবিম্ব সেই দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইল, তখন আমি চমকিত হইয়া উঠিলাম। এত প্রতিমা, এত রাণী মূর্ত্তি,—এই কি আমি? আমি যে এককালে

সুন্দরী তাহা আজ আমার স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল,—আমি আমার নিজের রূপ দেখিয়া বিমোহিত হইলাম। আমার কৃষ্ণকেশরাশি আলুলায়িত হইয়া সমুহ পৃষ্ঠ দেশ আচ্ছাদন করিয়া জানুপর্য্যন্ত গড়াইতেছে। আমার বিমল রূপের ভাতি যেন শত প্রকারে বিভাসিত হইয়াছে, বাসন্তিরংএর ভিতর দিয়া আমার সৌন্দর্য্যের জ্যোতিঃ প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। আমার অহঙ্কারে হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল,—আমি ভাবিলাম, এ রূপ কি জঙ্গলে নষ্ট হইবার জন্য হইয়াছিল? এ তো রাণীর সৌন্দর্য্য;—এ রূপের সম্মুখে তো শত শত রাজা মস্তক অবনত করিয়া থাকিবে,—আমি রমেশের বা নরেশের বা রামশ্যামের জন্য ত সৃষ্ট হই নাই।"

কতক্ষণ আমি দর্পণের সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলাম, তাহা আমি জানি না; কিন্তু সহসা গাড়ীর শব্দ কর্ণে প্রবিষ্ট হওয়ায় আমি গবাক্ষের নিকট আসিলাম। দেখিলাম বৃহৎ দুই লোহিত অশ্ব সংযোজিত একখানি সুন্দর গাড়ী আসিয়া দ্বারে লাগিয়াছে,— গাড়ী হইতে কে নামিলেন তাহা দেখিতে পাইলাম।

তখন বংশ পত্রের ন্যায় আমার হৃদয় কম্পিত হইতে আরম্ভ করিল? কেমন করিয়া পরপুরুষের সম্মুখে দাঁড়াইব,—মুখ তুলিয়া চাহিব:

আবার কৌতূহল খরবেগে হৃদয়ে প্রবাহিত হইল, ইনি কে? ইনি কি কোন রাজা, না রাজকুমার? নিশ্চয়ই খুব ধনী; তাহার আর কোনই সন্দেহ নাই। যুবা না প্রৌঢ়, দেখিতে সুন্দর না কাল,—কত কি মনে হইতে লাগিল, তাহা এখন আর সকল মনে নাই।

যাহা হউক ক্রমে পদশব্দ শ্রুত হইল, আমার বুকের দপ দপ শব্দও আমি স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছিলাম। ক্রমে দ্বার উন্মুক্ত হইল। আমাকে যে রমণী এখানে আনিয়াছিল, সে গৃহে প্রবিষ্ট হইল; তাহাকে দেখিয়া যেন আমার মনে কতক সাহস আসিল, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আর একজনও প্রবেশ করিলেন,—দেখিয়া আমি চক্ষু মুদিলাম। কর্ণে প্রৌঢ়ার এই কয়েকটী কথা মাত্র প্রবেশ করিল, "ইনি তোমায় খুব ভাল বাস্‌বেন, যত্নে রাখ্‌বেন। কলিকাতায় এর মত বড় লোক আর কেউ নাই।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আমি চক্ষু মেলিলাম,—একটী প্রায় অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধ, মস্তকে যে কয়েকটীমাত্র কেশ আছে, তাহা সমস্তই শ্বেত; দাড়ী গোঁপ কিছুই নাই। অতি ক্ষীণ, লম্বা, কিন্তু বেশভূষা বৃদ্ধের ন্যায় নহে। ভাল কালাপেড়ে কাপড় উৎকৃষ্টরূপে কোঁচান, একটী সদ্য ধৌত সার্ট পরিধান, তাহার উপর একটী লালরঙ্গের রেসমী ফতুয়া,—স্কন্ধে কালাপেড়ে কোঁচান চাদর ফেলা,—গলায় একটা বড় গার্ডচেন,—আরও একটা আলবার্ট চেন ও ঘড়ি, হস্তে তিন চারিটা হীরক অঙ্গুরী, তাহাদের মধ্য হইতে আভা বাহির হইয়া চারিদিকে পড়িয়াছে।

ধন থাকিলে কি হইবে? চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া যৌবনলাবণ্যে

অসমানা বালিকা কখন কি অশীতি বর্ষীয় বৃদ্ধের সহিত বসবাসে সুখী হইতে পারে? আমার হৃদয়ের মধ্যে যেন কি এক তরঙ্গ উত্থিত হইয়া আমাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল,—আমার চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল,—আমি কেমন আপনা আপনিই দুই চারি পা পশ্চাৎপদ হইলাম।

তখন তিনি অগ্রসর হইলেন, প্রৌঢ়াও তখন গৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। অপরিচিত পুরুষের সম্মুখে আমি একাকী! আমার হৃদয় অধিকতর স্পন্দিত হইতে লাগিল,—আমি আরও দুই চারি পদ পশ্চাতে সরিলাম। তখন তিনি কথা কহিলেন, বলিলেন, "পলাও কেন? এসো, কাছে এসে ব'সো, তোমায় দেখ্‌বার জন্যে আমি পাগলের হাল হয়েচি। আমি কি বুড়া? বুড়া বলে ভেবোনা, আমার প্রাণে ভালবাসা নাই? এ বুকখানা ভালবাসায় পোরা। হা! হা! হা!"

আমি হাসিব কি কাঁদিব, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। কেমন করিয়া এই বৃদ্ধ অসভ্য বাঙ্গালটার সহিত বসবাস করিব? হায়, আমার অদৃষ্টে শেষে এই ছিল? আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। তখন তিনি আসিয়া আমার হাত ধরিলেন, বলিলেন "মরি, মরি, ননীর নাহাল নরম। কাঁদো কেন, মণি?" তাঁহার হাত হইতে মুক্ত হইয়া আমার পলাইবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু পারিলাম না,—যেন কেমন করিয়া সেই স্থানে আমার পা বদ্ধ রহিল,—আমি আরও কাঁদিয়া উঠিলাম; এবার একেবারে ফুকারিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। তিনি যেন অপ্রস্তুত হইয়া আমার হাত ছাড়িয়া দিলেন,—বলিলেন, "আচ্ছা, আজ তবে আমি চল্লাম। বুড়োকে ঐ রাঙ্গা চরণের এক কোণে একটু স্থান দেবা না মণি?—আমার লক্ষ্মীটী!

কাল আবার আস্‌বার পাব তো? হুকুম হ’ক, তা হলে গোলাম যায়।”

আমি কোন উত্তর দিলাম না দেখিয়া তিনি ধীরে ধীরে গৃহ ত্যাগ করিয়া গেলেন। আমি এক মনে কি ভাবিতে লাগিলাম। যখন সহসা পথে গাড়ীর ঘোর শব্দ উত্থিত হইয়া আমার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল, তখন আমি চমকিত হইয়া চারিদিকে চাহিলাম,—দেখিলাম গৃহে কেহ নাই। আমি ধীরে ধীরে আবার সেই বৃহৎ দর্পণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম। আবার আমার অপরূপ শোভা দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইল।—আমি একমনে তাহাই দেখিতে লাগিলাম,—আমি কি ভাবিতেছিলাম তাহা জানি না,—অবশেষে আমার হৃদয়ের অন্তস্তম প্রদেশ হইতে যেন একটী দীর্ঘ নিশ্বাস উত্থিত হইল, আমার মন বলিল, “তুমি সামান্য লোকের ভোগের দ্রব্য নও, তুমি কেবল প্রমোদেরই উপযুক্ত!” হায়, প্রমোদ কোথায়? এখনও তিনি আসিয়া আমাকে উদ্ধার করিলে একবারে পাপসাগরে মগ্ন হইয়া পাপকীট হইতাম না। আমার হৃদয়ের জ্বালা নিবিল কই? বাটীতে থাকিয়া হৃদয় যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহা নিবাইতে যাইয়া, সতীত্ব বিসর্জ্জন দিয়া, লালসাসাগরে সাঁতার দিলাম, তাহাতে যন্ত্রণা কেবল বাড়িল,—কমিল না! গৃহত্যাগ করিয়া ভাবিলাম যে এবার যন্ত্রণা কমিবে, কিন্তু তাহাতে কমিল না,—আরও বাড়িল;—শেষ অনাহারের যে কি কষ্ট তাহাও বুঝিলাম। বাল্যকালে একমনে বসিয়া যাহা যাহা পাইবার জন্য মনে মনে আশা করিতাম,—তাহা পাইলে ভাবিতাম আমার সুখের আর সীমা থাকিবে না,—আজ সে সমস্তই পাইয়াছি, কিন্তু তাহাতে

হৃদয়ের জ্বালা নিবৃত্ত হইল কই? এখন যে সে সব পাইয়াও পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইতেছে! হৃদয়ের শান্তি নষ্ট হইয়াছে, তাহা কোথায় গেলে আবার পাই?

আহারাদি করিলাম। আমার কিসের অভাব? দুইজন দাসী আমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত,—আজ্ঞা করিবার অগ্রে তাহারা সমস্ত দ্রব্য যোগাইয়া দিতেছে। আহারই বা কত প্রকার?—সে সকল আহার দ্রব্যের নামও আমি কখনও শুনি নাই। আগে ভাবিতাম, এ সকল দ্রব্য পাইলে এবং এসকল আহারীয় আহার করিলে মানুষের আর কোনই দুঃখ থাকে না, কিন্তু এতদিনে বুঝিলাম সুখ হৃদয়ে,—বাহ্যিক শত শত দ্রব্যেও মানুষকে সুখী করিতে পারে না।

রাতে দুগ্ধফেণনিভ কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, "এঁকে অসন্তুষ্ট করা উচিত নয়,—এ সকল দ্রব্য,—এসকল অলঙ্কার ত্যাগ করিয়া কেমন করিয়া যাইব? কোথায় গিয়া না খাইয়া মরিব? এ সহরে কত কষ্ট পাইব, না জানি কাহার হাতে পড়িয়া কত যন্ত্রণা, কত অত্যাচার, সহ্য করিতে হইবে? না তা আমি পারিব না। একটু মনের অসন্তোষ,—লোকটার উপর ঘৃণা! তাহা হউক, আমার আরও যেমন দশটা চাকর খাটিতেছে ও তেমনি একটা আমার চাকর থাকিবে। অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইতেছে, এতে আমার দোষ কি?"

দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় শয়ন করিয়া বিলাসিতাপূর্ণ গৃহের কোমল সমীরণ অঙ্গে লাগিয়া আমার হৃদয় ধীরে ধীরে পাপের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। হৃদয় অধীর না হইলে এত কষ্ট পাইব কেন? হৃদয়ে বল থাকিলে পাপসাগরে মগ্ন হইব কেন?

আর কি বলিব? বৃদ্ধের ক্রোড়ে আত্মোৎসর্গ করিলাম। কিন্তু তাহাতে হৃদয়ের জ্বালা দ্বিগুণ বাড়িল। কিছুতেই হৃদয় শান্ত হয় না,—সর্ব্বদাই প্রাণের ভিতর হুহু করে,—কি করি, কোথায় যাই—কিছুই ভাবিয়া পাই না।

পাপ মায়াময়,—পাপ কোথা হইতে আসিয়া কেমন করিয়া মানুষকে অধঃপাতে লইয়া যায়; তাহা মানুষ বুঝিতে পারিলে পাপে মগ্ন হইবে কেন? আমারও ঠিক তাহাই হইল,—দিবারাত্তি আমি বিলাসদ্রব্যে বেষ্টিত,—বলিতে গেলে একরূপ বিলাসসাগরে ভাসমান,—সহস্র প্রকারে আমার হৃদয়ে অহরহ লালসাবৃত্তি প্রখরতা লাভ করিতেছে; কিন্তু সে তৃষ্ণার শান্তি নাই। অবশেষে এরূপ হইল যে, আমার সে যন্ত্রণা অসহ্য হইল। আমার অধঃপতনের পথ আরও প্রশস্ত হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বাটীতে আমার একটী যুবা ভৃত্য ছিল।—কখন কখনও লালসায় উৎপীড়িত হইলে আমার পাপ মন অন্যের অভাবে তাহার দিকে আকৃষ্ট হইত,—কিন্তু যাহা কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই, একদিন দৈব দুর্ব্বিপাকে আমার তাহাই ঘটিল।

সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধ কৃষ্ণবাবু আসিলেন,—বহুক্ষণ ধরিয়া তাঁহার সহিত আমোদ আহ্লাদ চলিল; একণে আমি বেশ

গাহিতে ও নাচিতে শিখিয়াছি। তিনি আমার জন্য মাহিনা করিয়া দুই জন ওস্তাদ রাখিয়াছেন। আমার অন্য কাজ আর কিছুই ছিল না, বিশেষতঃ আমার মন সর্ব্বদাই জ্বলিত। গান বাজনা করিলে মনটা সেই সময় কতকটা আনন্দে থাকিত,—সুতরাং আমি বিশেষ যত্নসহকারে গাইতে ও নাচিতে শিখিয়াছিলাম। এই জন্য অল্পসময়ের মধ্যে আমি এমনই সুন্দর গায়িকা ও নর্ত্তকী হইয়াছিলাম, যে আমার ওস্তাদগণ বলিত, যে সহরে আমার মত আর কেহই নাই। যাহাহউক, যাহা বলিতেছিলাম, আমোদে মত্ত হইয়া কৃষ্ণ বাবু অতিশয় সুরাপান করিয়াছিলেন,—কিয়ৎক্ষণ পরে বৃদ্ধ নাক ডাকাইয়া নিদ্রা যাইতে আরম্ভ করিল। আমি ক্ষুধার্ত্ত সিংহিনীর ন্যায় গৃহ মধ্যে পদচারণ করিতে লাগিলাম।

কুক্ষণে এই কাল সময়ে সেই ভৃত্যকে দেখিলাম,—তখন আমি জ্ঞানশূন্যা রাক্ষসী,—বাহ্যজ্ঞান বিরহিতা উন্মাদিনী,—আত্মবিস্মৃত হইলাম। বৃদ্ধের বুকে বসিয়া আমার বিশ্বাসঘাতকতা চলিল;—অবশেষে লালসায় এত মুগ্ধ হইলাম যে, নির্ব্বিঘ্নে সেই সুখ ভোগ করিবার প্রত্যাশায় আমি বৃদ্ধ কৃষ্ণবসুর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া সেই ভৃত্যের সহিত অন্যত্র আসিলাম। ছয় মাস যাইতে না যাইতে আমি পাপের নিম্নতম স্তরে অবতীর্ণ হইলাম।

পাপীয়সীদিগের যাহা হয়, আমারও তাহাই হইয়াছিল,—আমি কৃষ্ণ বসু প্রদত্ত বহুমূল্যবান অলঙ্কার গুলি সঙ্গে আনিতে দ্বিধা করি নাই। কিন্তু আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতে অধিক বিলম্ব হইল না।

সেই রাত্রেই আমাকে সুরাপান করাইয়া অজ্ঞান করিয়া

ভৃত্য, আমার অঙ্গের সমস্ত অলঙ্কার গুলি খুলিয়া লইয়া পলাইল। সেই পর্য্যন্ত আমি আর তাহার কোন সন্ধান পাইলাম না। আর কোন্ মুখ লইয়াই বা কৃষ্ণ বসুর নিকট ফিরিয়া যাইব! আমরা মেছুয়াবাজারস্থ একটা বাড়ীর একটী কুঠারি ভাড়া লইয়াছিলাম। আমি তথায়ই থাকিলাম। তখন ক্রোধে, ঘৃণায়, অভিমানে আমার হৃদয় শতধা হইতে লাগিল; আমি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া গত রজনীর পরিত্যক্ত যে সুরা অবশিষ্ট ছিল, তাহা সমস্ত পান করিয়া ফেলিলাম,—তবুও সে আগুণ নিবিল না, তবুও সে যন্ত্রণার শেষ হইল না। সে যন্ত্রণা বর্ণনা করিয়া বুঝান যায় না।

তখন ক্রোধে—কাহার উপর ক্রোধ তাহা জানি না, বোধ হয় অদৃষ্টের উপর ক্রোধে,—আমি সুরার মত্ততাবস্থায় বেশবিন্যাস করিতে বসিলাম,—সন্ধ্যার পর মত্ততাবস্থায়ই রূপের বাজার খুলিয়া বারান্দায় বসিলাম,—এতদিন পরে আমার পাপের মাত্রা পূর্ণ হইল,—এতদিন পরে অদৃষ্টদেব বোধ হয় সন্তুষ্ট হইলেন,—আমায় তিনি রাজপথে না বসাইয়া ছাড়িবেন না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন।

এই রূপে ছয় মাস কাটিল! সংসারে আমি তখন যেরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলাম, তাহাপেক্ষা কষ্টের জীবন আর নাই;—প্রত্যহ সমস্ত রাত্রি জাগরণ; শরীরের উপর অসহনীয় অত্যাচার; অনিচ্ছা সত্ত্বেও মনের ঘৃণা মনে লুকাইয়া, পর পুরুষের সহিত আমোদ প্রমোদ; হৃদয়ের জ্বালা লুকাইয়া মুখে হাঁসির উচ্ছ্বাস,—জীবনে আর স্বভাবসুলভ কিছুই নাই,—সমস্তই কাল্পনিক, সমস্তই মিথ্যা। সে যন্ত্রণার বর্ণনা হয় না।

এরূপ জীবনের যে পরিণাম তাহাই ফলিল,—আমি পীড়িতা

হইলাম। যে পীড়ার ন্যায় ভয়ানক পীড়া, যে পীড়ার যন্ত্রণার ন্যায় ভয়ানক যন্ত্রণা, সংসারে আর কিছুই নাই,—সেই পীড়া আসিয়া আমাকে ধীরে ধীরে আক্রমণ করিল। তখন যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া শয্যায় ছটফট করিতাম। হায়, দেখিবার একজন লোক নাই। আহা! 'আমার' বলিবার পর্য্যন্ত, আমার কেহ নাই। আমার যন্ত্রণা আমি সহ্য করি—কেহ আমার দিকে আর চাহিয়া দেখে না! হাতে একটা টাকাও নাই, যে বাড়ীতে ছিলাম সেই বাড়ীর একটী স্ত্রীলোক আমাকে আদর যত্ন করিয়া আমার "মা," হইয়া বসিয়াছিলেন,—যা কিছু টাকা পাইতাম তাহারই নিকট থাকিত, এখন সে রাক্ষসী একবার ফিরিয়াও দেখে না। তখন উদরের জন্য সেই অসহ্য যন্ত্রণা লুকাইয়া, পীড়াকে লুকাইত রাখিয়া রূপ বিক্রয় করিতে বাধ্য হইলাম,—যখন প্রাণ ফাটিয়া যাইত, তখন বালিশে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতাম; বলিতাম "মা, তুমি আমার এখন কোথায়? হায় হায়, কি করেছি,—এ যন্ত্রণা কি বাড়িবে ছাড়া কমিবে না?"

এই রূপ অত্যাচারে পীড়া কখন আরোগ্য হয় না, ইহাতে দিন দিন পীড়া বৃদ্ধিই হইয়া থাকে, আমারও তাহাই হইল। আমি উত্থানশক্তি রহিত হইলাম; আমার শরীর ক্ষীণ হইয়া কঙ্কালসার হইল, আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল খসিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া পচিয়া পড়িতে লাগিল। ঘৃণায় আর কেহই আমার নিকট আসে না,—দুর্গন্ধে আমার নিকট দিয়া যে যায় সেই নাকে কাপড় দেয়? হায়, হায়, এই ক্ষণভঙ্গুর রূপের জন্য একদিন অহঙ্কারে স্ফীত হইয়াছিলাম।

ক্রমে আমি অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলাম। ক্রমে

আমার সংজ্ঞা লোপ হইয়া আসিতে লাগিল। মনে ভাবিলাম, আমার মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব নাই, কিন্তু মরিতে আমার সাহস কই। চক্ষু খুলিলেই যে চারিদিকে যেন জ্বলন্ত অগ্নি দেখিতে পাই! নরকের দ্বার যে আমার জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে। আমি মা মা করিয়া কত কাঁদি,—হায়, মা কোথায়? সে রত্ন যে আমি নিজেই পরিত্যাগ করিয়া আগুণে ঝাঁপ দিয়াছিলাম।

অবশেষে আমার যন্ত্রণা এত বাড়িল যে, আমি চীৎকার করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলাম, আমার ক্রন্দনে সকলে বিরক্ত হইয়া আমাকে ভৎর্সনা করিত,—অবশেষে আমার যন্ত্রণা এত বৃদ্ধি হইল যে, আমি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম, "প্রমোদ, প্রমোদ,—আমায় বাঁচাও।" তাহার পর কি হইল তাহা আর আমি জানি না।

নবম পরিচ্ছেদ।

আমার সংজ্ঞা লাভ হইলে আমি দেখিলাম, আমি একখানি লৌহ নির্ম্মিত খাটে শায়িতা আছি, পর মুহূর্ত্তেই আমার কর্ণে চারিদিক হইতে অর্দ্ধোত্থিত আর্ত্তনাদ প্রবেশ করিল, আমি মস্তক তুলিয়া দেখিলাম, আমার চারিদিকে আমারই মত অনেক স্ত্রীলোক খাটে খাটে শয়ন করিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। প্রথম আমি ভাবিলাম, আমি নরকে আসিয়াছি, কিন্তু এ ভ্রম

শীঘ্রই আমার দূর হইল। আমি হাঁসপাতালের নাম শুনিয়াছিলাম,—হাঁসপাতাল যে সংসারে নরক, ইহা বলিয়াই আমি জানিতাম; এত অল্প বয়সে এমন রূপ যৌবন থাকিতে আমাকে যে এইখানে আসিতে হইবে তাহা কে জানিত? আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল, আমার দুই চক্ষু দিয়া জলধারা বহিয়া আমার বালিশ ভিজিয়া গেল, আর চীৎকার করিয়া কাঁদিবার আমার ক্ষমতা নাই।

দেখিলাম এক জন সাহেব আসিয়া আমার বাম পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। স্ত্রীলোকের যাহা অসহ্য, যাহাপেক্ষা মরণই ভাল, তিনি তাহাই করিলেন,—সকলের সম্মুখে আমাকে উলঙ্গ প্রায় করিয়া তিনি কি যন্ত্রাদি ব্যবহার করিতে লাগিলেন। হায়,—আমার আর যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিবারও ক্ষমতা নাই,—আমার বাক্শক্তি রোধ হইয়াছে! তিনি চলিয়া গেলেন, তখন দুইটী যুবক কি ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, এক জন আমার মাথার নিকট আসিয়া কি খানিকটা ঔষধ আমাকে খাওয়াইয়া দিলেন,—আমি খাইলাম মাত্র। তখন উৎকট ঔষধ ব্যবহারে আমার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইয়া যাইতেছিল। কোন কীটকে অগ্নি শিখায় নিক্ষেপ করিলে সে যেমন আর্ত্তনাদ করিতে পারে না,—কিন্তু তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শত প্রকারে একিতে বেঁকিতে থাকে,—শয্যার উপর পড়িয়া আমারও ঠিক সেইরূপ অবস্থা হইল,—কিন্তু আমার এই অসহনীয় যন্ত্রণায় কাহারও সহানুভূতি হইল না। যুবক দ্বয় হাসিতে লাগিলেন, এক জন বলিলেন, "মাগী কি কচ্ছে দেখ।" অপর বলিলেন, "সুখের ফল হোচ্ছে।"

তার পর শেষ যন্ত্রণায় আমি মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম, কতক-

ক্ষণ এরূপ অবস্থায় ছিলাম, তাহা জানি না। যখন জ্ঞান হইল তখন দেখিলাম,আমি আর তথায় নাই। আমি ভূমে একখানা কম্বলের উপর পড়িয়াছি,—চারিদিক হইতে একটা বিকট দুর্গন্ধ উঠিতেছে,—চারিদিকে যেন নানা লোকে আর্ত্তনাদ করিতেছে, যেন তাহাদের মৃত্যু যন্ত্রণা হইতেছে,—হায় আমি কোথায় আসিলাম, নরক হইতেও নিকৃষ্ট কোনস্থান আছে কি?

অতি কষ্টে মস্তক তুলিয়া দেখিলাম, আমার দক্ষিণ পার্শ্বে একটী স্ত্রীলোক; তাহার চক্ষু বিস্ফারিত, তাহার চক্ষে পলক নাই, তেজ নাই, তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাট হইয়া গিয়াছে,—স্পষ্ট বুঝিলাম সে মরিয়া গিয়াছে। যে মৃত্যুকে আমার এত ভয়,সেই মৃত্যু যেন আমাকে চারিদিক হইতে বেষ্টন করিয়াছে; ভয়ে আমার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল,—আমি সে দিক হইতে মুখ ফিরাইলাম। আমার বামে আর একজন,—সে খাবি খাইতেছে, তাহার আর অধিক বিলম্ব নাই। দেখিলে বোধ হয়, তাহার কষ্টের এক শেষ হইতেছে,—তবে তো আমারও ঠিক ঐরূপ কষ্ট হইবে,—কোথায় যাইব? কি করিব? আমি সেই অসহ্য যন্ত্রণা ও লোমহর্ষণ দৃশ্য দর্শনে অক্ষম হইয়া চক্ষু মুদিলাম। এতদিন পরে যাঁহাকে কখনও জানিতাম না, বুঝিতাম না, কখনও ভুলিয়াও যাঁহার নাম এপর্য্যন্ত লই নাই,—একবার আকুল হইয়া মনে মনে তাঁহাকে ডাকিলাম; বলিলাম, "বিধাতঃ, আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না,—না বুঝিয়া অবোধ বালিকা যাহা করিয়াছে তাহার উপযুক্ত দণ্ড পাইয়াছে, এখন চরণে আশ্রয় দিয়া দাসীকে রক্ষা কর।"

সমস্ত রাত্রি সেই স্থানে সেই মৃত্যু কর্ত্তৃক বেষ্টিত গৃহে বাস করিলাম। রাত্রে আরও, কত জন মরিল,—আর কত জন

মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিল। অতি প্রত্যূষে দুই ভীমাকার পুরুষ সেই স্থানে আসিয়া যাহারা যাহারা মরিয়াছিল, তাহাদের পায় দড়ি বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া গেল। তাহাদের অবস্থা দেখিয়া আমারও ঐ অবস্থা হইবার বিলম্ব নাই ভাবিয়া, আমার শিরায় শিরায় যেন জ্বলন্ত অগ্নি ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

বেলা হইলে কয়েক জন লোকে বেষ্টিত হইয়া সাহেব আসিলেন। তিনি আমার পার্শ্ব দিয়া যাইবার সময় আমার দিকে চাহিয়া একটু দাঁড়াইলেন, পরে আমার পার্শ্বে বসিয়া আমার শরীর পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি উঠিয়া পার্শ্ববর্ত্তী লোকদিগকে কি বলিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

আরও দুইঘণ্টা কাটিয়া গেল। তখন সেই ভীমাকার ব্যক্তি আমার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল, আমার মৃত্যু সন্নিকট ভাবিয়া আমার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইল,—হায়, এত যন্ত্রণার পরও প্রাণে মায়া, তত্রাচ মৃত্যুতে ভয়? পাপী যে মরিতে চায় না,—কে জানে যে তাহার কষ্ট মৃত্যুর পর দ্বিগুণিত না হইবে? ভীমাকার পুরুষদ্বয় আমাকে একটা খাটের উপর তুলিল, তৎপরে দুই জনে ধরাধরি করিয়া আমাকে লইয়া চলিল। আমি দেখিলাম যে, পূর্ব্বে আমি যে বাড়ীতে যে পালঙ্কে শয়ন করিয়াছিলাম, তাহারা আমাকে আনিয়া সেই পালঙ্কে শয়ন করাইল। আমি বুঝিলাম, আমার জীবনের তবে একটু আশা আছে। এত যন্ত্রণার ভিতর ও এই চিন্তায় যেন প্রাণে কেমন একটু আনন্দ দেখা দিল। এখনই আমার মৃত্যু হইবে কেন? আমার তো পাপের প্রায়শ্চিত্ত এখন সম্পূর্ণ হয় নাই।

দশম পরিচ্ছেদ।

—*—

ক্রমে আমি আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলাম। একটু একটু করিয়া আমার পীড়া আরোগ্য হইতে লাগিল। নিতান্ত পরমায়ু না থাকিলে কেহ হাঁসপাতাল হইতে বাঁচিয়া ফেরে না, নিয়মিত সময়ে ঔষধ পাই না,—রাত্রে যাহারা ঔষধ খাওয়াইবার জন্য থাকে, তাহাদের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখিতে পাই না,—দিনের বেলাও ঐরূপ। ঔষধের পরিবর্ত্তে জল সেবন করি, পরে জানিলাম যে ঔষধ চুরি যায়, রোগীর ভাগ্যে কেবল জলই ঘটে। হাঁসপাতালে আছে সকলই, অথচ কিছুই নাই, ভাল ভাল ঔষধ আছে, উত্তম আহারীয় আছে, কিন্তু তাহাতে আসে যায় কি? সাহেব যে ঔষধ রোগীকে দেন, সে ঔষধ বাজারে বিক্রয় হয়; তিনি রোগীর জন্য যে আহারের ব্যবস্থা করেন, তাহার পরিবর্ত্তে জঘন্য আহারীয় সকল দেওয়া হয়;—খাঁটি দুধের পরিবর্ত্তে জল, ভাল রুটীর পরিবর্ত্তে কদর্য্য রুটী,—এইরূপ সকল বিষয়েই ঘটিয়া থাকে।

কেবল ইহাই নহে,—ইহার উপর অত্যাচার আছে। অন্যের কি হয়, বলিতে পারি না,—আমি সুন্দরী ও যুবতী, আমার রোগ যেমন একটু আরোগ্য হইল, আমি যেমন একটু চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে সক্ষম হইলাম, অমনি সকলেরই দৃষ্টি আমার উপর পতিত হইল। আমি পরাধীনা, পরের আশ্রিতা, আমার প্রাণ পরের হাতে;—তাহাতে আমি কুচরিত্রা পাপিয়সী,—সে সকলের মধ্যে পাপাচারণে নিবৃত্ত হইলাম না। একটু যন্ত্রণার লাঘব হইবার আশায় শতগুণ যন্ত্রণা বাড়াইতে লাগি-

লাম। তখন রাত্রে প্রায়ই আমি রোগীদের মধ্যে শয়ন করিয়া থাকিতাম না,—বাবুদের ঘরে যাইয়া রাত্রি যাপন করিতাম। সুতরাং আমার পীড়া কেমন করিয়া সারিবে, পীড়া সারিয়াও সারে না।

এইরূপে ছয়মাস হাঁসপাতালে কাটিয়া গেল,—তখন আর হাঁসপাতাল ভাল লাগে না, তখন আর হাঁসপাতালে থাকা অসহ্য হইয়া উঠিল,—বাবুদের অত্যাচার অসহনীয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল,—এ নরক হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইল, কিন্তু মুক্তির কোনই উপায় নাই,—রোগ আরোগ্য না হইলে রোগীকে হাঁসপাতাল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয় না।

আমার পার্শ্বস্থ পালঙ্কে আর একটী রমণী থাকিত, এ যুবতী না হইলেও প্রৌঢ়া নহে, প্রায় আমরা দুই জনে কথোপকথন করিয়া সময়াতিপাত করিতাম,—সমদুঃখী বলিয়া দুই জনের প্রতি দুই জনের সহানুভূতি হইয়াছিল। একদিন আমি কথায় কথায় তাহার নিকট আমার মনোভাব প্রকাশ করিয়া বলিলাম, সে বলিল, "আমিও ভাই, তাই ভাব্‌চি। এখানে তো আর থাক্‌তে পারা যায় না?"

আমি। কেমন করে পালাই বল দেখি?

রমণী। তাই তো ভাব্‌চি; তাতে হয়েছি কি জান বেটারা তোমাকে ছাড়্‌তে চায় না, তোমাকে চোকে চোকে রেখেছে।

আমি। রাতে আস্তে আস্তে পালান যায় না?

রমণী। তা হয় না। তবে একটা উপায় আছে।

আমি। কি?

রমণী। এক বেটা মেথরকে হাত কর্‌তে পার্লে হয়। সে

বেটা ইচ্ছে কর্লে আমাদের রাতে আস্তে আস্তে ছেড়ে দিতে পারে।

আমি। কেমন করে তাকে হাত কর্ব্বে?

রমণী। হয়, যদি তুমি একটু রাজি হও?

আমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। হায়, হায়, আমার কি শেষে এতদূর অধঃপতন হইয়াছে?

রমণী আমাকে কত বুঝাইতে লাগিল, বলিল "দেখ একবার এখান থেকে যেতে পার্লে নরকযন্ত্রণা হতে মুক্তি হয়;—এর জন্যে সব কর্ত্তে পারা যায়, আর আমরা বেশ্যা বইতো নই, আমাদের আবার বাচবিচার কি?"

যাহা হউক মেথরের সাহায্যে একদিন আমরা নিঃশব্দে দুইজনে হাঁসপাতাল হইতে পালাইলাম। নরাধম বলিল, "তোমরা আমার জন্যে মোড়ে গিয়ে একটু দেরী কর, আমি যাচ্চি।" রমণী কহিল, "কর্ব্বো বই কি,—কিন্তু দেখ যেন বেশী দেরি হয় না।"

যেই সে চলিয়া গেল, অমনি রমণী কহিল "শালার আস্পর্দ্ধা দেখেছ,—কুকুরকে নাই দিলে মাথায় উঠে; এখন এস আমরা পালাই। আর আমাদের পায়ের আঙ্গুলও বেটা এ জন্মে দেখ্‌তে পাবে না।" আমরা দুই জনে একরূপ ছুটিতে ছুটিতে চলিলাম; পাহারাওলা দেখিয়া রাস্তার অপর দিকে গিয়া অন্ধকারে লুকাইলাম। আমার অন্য কোন স্থানে যাইবার স্থান ছিল না, নতুবা আমি এ রমণীর সহগামিনী হইতাম না। পূর্ব্বে দুই জন রমণীর করকবলে পড়িয়াই আমার যত কষ্ট হইয়াছিল,—তাহাদের হাতে না পড়িলে অবশ্যই আমার টাকার অভাব হইত না, সুতরাং

অনেক কষ্টেরও লাঘব হইত। কিন্তু আজ, ইহার সহিত না যাইয়া যাই কোথা? সকলই অদৃষ্টে করে।

আমরা একটা খোলার ঘরে আসিয়া কড়া নাড়িলাম, তাহাতে কেহ উত্তর দিল না, তখন রমণী "দিদি, দিদি" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে রমণীকণ্ঠে ভিতর হইতে উত্তর হইল, "কে গা" রমণী বলিল 'দিদি আমি, দরজা খোল।" আমরা দুই জনে দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিলাম, বহুক্ষণ কেহ আসিল না, রমণী আবার ডাকিল। তখন একটী প্রৌঢ়া রমণী আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিয়া নিজ হস্তস্থ আলো উত্তোলিত করিয়া আমাদের দেখিল। দেখিয়া বলিল, "লক্ষ্মী যে, তুই এত রাত্রে কোথা থেকে এলি?"

লক্ষ্মী। সে অনেক কথা পরে বল্‌ব।

প্রৌঢ়া। এ কে?

লক্ষ্মী। আমার একটী আলাপী লোক। আমরা তিন জনে গৃহে প্রবিষ্ট হইলাম। তখন প্রৌঢ়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল।

আমি ভাবিয়াছিলাম, পর দিবসই আমাকে উদরের জন্য এই ঘরের সম্মুখে শরীর বিক্রয়ের জন্য দাঁড়াইতে হইবে,—আবার লাঞ্ছনা, অপমান, কষ্ট একে একে সকলে দর্শন দিবে, কিন্তু তাহা হইল না। লক্ষ্মী আমাকে কোন ক্রমে তাহা করিতে দিল না, আমার পীড়া থাকিতে সে কোন্ প্রাণে আমাকে এ বৃত্তি অবলম্বন করিতে দিবে। সে আমাকে কিছুতেই আমার পূর্ব্ব ব্যবসা গ্রহণ করিতে দিল না। সে আমাকে পরম সুখে রাখিল, আমার জন্য ভাল ভাল বস্ত্র কিনিল, আমার জন্য প্রত্যহ ভাল ভাল আহারীয় সংস্থান করিয়া

আনিত, যাহাতে আমার পীড়া আরোগ্য হয়, সহস্র প্রকারে তাহার চেষ্টা করিতে লাগিল;—আমি প্রকৃতই তাহার প্রতি বড় সন্তুষ্ট হইলাম।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ছয় মাসের মধ্যেই লক্ষ্মীর যত্নে আমি সম্পূর্ণ আরোগ্য হইলাম। তখন পূর্ব্বসৌন্দর্য্য আবার ফিরিয়া আসিল, তখন একদিন লক্ষ্মীর ক্ষুদ্র আর্সীতে মুখ দেখিয়া প্রকৃতই হৃদয়ে আনন্দ ও বল দেখাদিল, ভাবিলাম, "আর ভয় কি? আবার কত বেটা রাজা আমার পায় গড়াগড়ি যাইবে।" কিন্তু মনে মনে ইহাও প্রতিজ্ঞা করিলাম এবার কোন ধনীর আশ্রয় পাইলে আর যৌবন সুলভ চপলতায় তাহা ত্যাগ করিব না। তখন পাপ প্রবৃত্তি আমার একরূপ অভ্যস্থ হইয়াগিয়াছিল, পাপের নানা ভাব নানা কৌশল আমি শিক্ষা করিয়াছি,—এখন আর আমি সে পাড়াগেঁয়ে সরলা কাত্যায়নী নাই। কিন্তু ইহাও ভাবিলাম যে এখানে থাকিলে তো কোন রাজার সহিত সাক্ষাৎ আমার ঘটিবে না,—এ স্থান ত্যাগ করিতে হইবে। লক্ষ্মীর অভিসন্ধি আমি বুঝিয়াছিলাম, আমার দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করাই তাহার ইচ্ছা,—আমি দুইবার সে ভোগ ভুগিয়াছি, আর কাহারও করতলস্থ হইবার আমার ইচ্ছা নাই। ধূর্ত্তা লক্ষ্মী,—আমা হইতে সে শত গুণ ধূর্ত্ত,—সে আমার মনের ভাব বুঝিয়া

আমাকে বিশেষ চোখে চোখে রাখিল,—আমার আর পালাই-বার সুবিধা হইল না,—আর একাকী পলাইয়া যাইতেও আমার সাহস হইল না।

এক দিন সে আমাকে তাহার মনোভাব প্রকাশ করিল; বলিল, "তোমার যে রকম রূপ, তাতে আমরা দুজনেই এক বছরের মধ্যে বড় লোক হ'তে পার্ব্বো,—আমি একটা বাড়ী ভাড়া কোরেছি, চল আমরা দুজনে সেই খানে যাই।" আমিত তাহাই চাহিতেছিলাম, সুতরাং সম্মত হইলাম।

আবার দোকান খুলিয়া বসিলাম,—আবার সেই কঠোর জীবনী আরম্ভ হইল। হৃদয়ে আগুণ জ্বলিতেছে মুখে হাসি-তেছি. যাহাকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি, তাহাকে প্রিয়তম বলিয়া আলিঙ্গন করিতেছি, শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, তবুও সঙ্গীত করিতেছি। শরীরে আর সহে না, তবুও শরী-রের উপর অত্যাচার করিতেছি। এ সংসারে বারবনিতার ন্যায় দুঃখী কেহ কি আর আছে। হৃদয়ে দয়া মায়ার চিহ্ন নাই,—যাহাকে বাহিরে দেখাইতেছি কত ভালবাসি; অন্তরে তাহারই নিন্দা, তাহাকেই উপহাস বিদ্রূপ, তাহার গলায় ছুরি বসাইতেছি। যাহার মন ভুলাইবার জন্য চোকে আতর দিয়া কাঁদিতেছি, তিনি যাইতে না যাইতে তাহার পশ্চাতে তাহা-কেই বিদ্রূপ করিতেছি,—বারবনিতার মত রাক্ষসী সংসারে আর কেহ কি আছে? জীবনে জীবন নাই, আত্মপর বিবেচনা নাই, আনন্দ চিত্তে আত্মবিসর্জ্জন ও পরের সর্ব্বনাশ করি-তেছি;—উদ্দেশ্য টাকা,—কিন্তু সে টাকা থাকে কই? এই-রূপ কষ্টের জীবন আরও ছয় মাস কাটিল,—যুবা না থাকিলে কখন এ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া প্রাণধারণ করিতে পারিত,

দিবারাত্রি হৃদয়ের যন্ত্রণা অভাগিনীগণ সুরায় নিমগ্ন করিয়া একরূপ অর্দ্ধনিদ্রিতাবস্থায় জীবন কাটাইয়া দেয়।

এক দিন আমি গঙ্গাস্নানে গিয়াছিলাম। যেন স্নান করিয়া উঠিব,—কাহাকে দেখিলাম? যাহার মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল, যাহাকে সহস্র কষ্টের মধ্যেও হৃদয়ে অহোরাত্র পূজা করিতেছিলাম, যাহার জন্য বলিতে গেলে সতীত্ব রত্ন জলাঞ্জলি দিয়াছিলাম, যাহার সাক্ষাৎ প্রত্যাশায় গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলাম, অসহনীয় কষ্টে পড়িয়া যাহাকেই ডাকিতাম—সেই প্রমোদকুমার সম্মুখে। এত দিনে কি আমার দুঃখের রজনীর অবসান হইল?

তিনি আমার দিকে চাহিলেন, চারি চক্ষে মিলিল,—আমি বুঝিলাম তিনি আমাকে চিনিতে পারিলেন না;—আমি তখন হতাশ হইয়া তাঁহার নিকটস্থ হইলাম,—তিনি আমার সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া বোধ হয়, [illegible] দিকে আবার চাহিলেন,—কিন্তু আমি স্পষ্ট বুঝিলাম, [illegible] ায় চিনিতে পারিলেন [illegible]। তিনি এক বৃহৎ শকটারোহণ করিয়া চলিয়া গেলেন, সহসা আমার প্রাণের সমস্ত যেন সে টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেল,—আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিলাম,—আমার হৃদয় একবারে শূন্য হইয়া গেল। তখন কিরূপে কেমন করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছিলাম, তাহা জানি না। কিন্তু বাড়ী আসিয়া প্রমোদের প্রতি ক্রমে রাগ হইতে লাগিল,—"যাহাকে এই তিন বৎসর হৃদয়ে পূজা করিতেছি, সে আমাকে চিনিতে পারিল না,—একবার ফিরিয়াও দেখিল না? বটে,—পুরুষ এমনই নিষ্ঠুর বটে? স্ত্রীলোক কিছু নয়? যার জন্য এত কষ্ট পাইলাম, সেই শেষে

এইরূপ করিল।" প্রমোদের অপরাধ কি, তাহা আমি তখন বুঝিলাম না, ভালবাসার পরিবর্ত্তে তখন হৃদয়ে বিদ্বেষ ও হিংসার উদ্রেক হইল; তখন ভাবিলাম, প্রমোদই আমাকে পথের ভিকারিণী করিয়াছে। কে তাহাকে কাশীতে আমায় বাঁচাতে বলিয়াছিল? কে তাহাকে প্রয়াগে আমায় আশ্রয় দিতে বলিয়াছিল? সেই আমার সকল দুঃখের মূল; এখন চিরদুঃখিনী করিয়া একটু আশ্রয় দিতে নারাজ,—আশ্রয় দেওয়া দূরে থাক্, একবার ফিরিয়াও চাহিয়া দেখিলনা,—চিনিতে পর্য্যন্তও পারিল না। বটে! আমি যেমন ভিখারিণী হইয়াছি, উহাকে তেমনি আমার মত ভিকারি করিতে না পারিলে হৃদয়ের প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ হইবে না, আমার হৃদয় শান্তিলাভ করিবে না। যখন, ও আমারই মত ভিখারি হইবে তখন ফিরিয়া দেখিবে।—এখন,ও রাজা, আমি বেশ্যা,—আমাকে মনে পড়িবে কেন? হৃদয়ে ছয় প্রতিজ্ঞা করিলাম;—যেমন করিয়া পারি, প্রমোদকে আমার পদতলে আনিব; আমার দাসানুদাস করিব; আমার জন্য পাগল করিব;—উহার সর্ব্বস্বান্ত করিব;—অবশেষে আমারই মত ভিখারি করিব,—তখন পরিচয় দিব, তখন চিনাইয়া দিব,—তখন বলিব,—স্ত্রীলোকের মনপ্রাণ হরণ করিয়া তাহাকে তাচ্ছিল্য করিলে সে রাক্ষসী হয়, সে প্রতিহিংসার জন্য পাগল হয়, সে কিছুতেই সে অপরাধ মার্জ্জনা করে না।

তখন ভাবিতে লাগিলাম, কি উপায়ে প্রমোদকে একবার জালে আনিয়া ফেলিতে পারি? কত উপায় ভাবিলাম, কোনটাই মনের মত হইল না,—অবশেষে স্থির করিলাম, যে এক সময়ে, যে গান ও নাচ শিখিয়াছিলাম, এক্ষণে

তাহাই প্রকাশ করিব,—আমার ওস্তাদগণ বলিয়াছিল, আমার মত গায়িকা ও নর্ত্তকী কলিকাতায় কেহ নাই, তাই—তাহা যদি সত্য হয়, তবে আমার নাম প্রচার হইতে অধিক সময় লাগিবে না। প্রমোদ বড় লোক, কোন না কোন সময়ে উঁহাদের বাড়ী একবার বায়না পাইব, তখন দেখিয়া লইব। প্রমোদের কথা গোপন করিয়া লক্ষ্মীকে নিজ মনের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলাম,—সে বড়ই সন্তুষ্ট হইল,—কারণ ইহাতে অর্থ উপার্জ্জন বৃদ্ধি হইবে,—একমাস যাইতে না যাইতে সে সমস্ত আয়োজন ঠিক করিল,—বাদ্যকর ইত্যাদি অন্যান্য সরঞ্জম সমস্ত সংস্থান করিল,—কলিকাতার একজন প্রধান ধনীর পুত্রের বিবাহোপলক্ষে সে আমার বায়নাও জোগাড় করিল।

আসরে নামিলাম। আমার অনুপম রূপ দেখিয়া,—আমার অতুলনীয় সঙ্গীত শুনিয়া, সকলেই বিমুগ্ধ হইলেন,—দেখিতে দেখিতে স্বর্ণবাইয়ের নাম কলিকাতায় গৃহে গৃহে প্রচার হইল। স্বর্ণ কলিকাতার মধ্যে প্রধান বাই বলিয়া গণ্য হইল,—দিন দিন তাহার বায়না হইতে লাগিল, লক্ষ্মীর আর আনন্দ ধরে না।

বলা বাহুল্য আমিই স্বর্ণ নাম গ্রহণ করিয়াছিলাম।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

স্ত্রীলোকে সর্ব্বনাশ করিতে চাহিলে কবে কাহার না সর্ব্বনাশ হইয়াছে? এক্ষণে অদৃষ্ট যেন আমার সুপ্রসন্ন হইল, আমি যে বাড়ী গাইতে যাই, সে বাড়ীতেই প্রমোদকে দেখিতে পাই, কিন্তু তিনি আসরে বসিয়া গান শুনিতে যেন নারাজ। গান শুনিতে সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে, অথচ যেন বারবনিতা কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীত শ্রবণে তাঁহার ঘৃণা! কাজে কাজে আমি তাঁহাকে নিকটে পাই না, সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাঁহার চক্ষে আমার চক্ষু সম্মিলিত করাইতে পারি না। তবে কি আমি হারিলাম,—প্রমোদ জিতিলেন।

এইরূপে একবৎসর কাটিল। অর্থের আমার আর অভাব নাই, এক্ষণে বলিতে গেলে আমি সোণারূপার উপর বসিয়া আছি, কিন্তু তাহাতে হৃদয়ের আগুণ নেবে নাই, বরং দ্বিগুণিত হইয়াছে? আমি বারবনিতাবৃত্তি একেবারে ছাড়িয়াদিয়াছি, কত রাজা রাজড়া আমার বাটী রাত্রি যাপনের জন্য লালায়িত, কতজন লক্ষ্মীকে লক্ষমুদ্রা পর্য্যন্ত দিতে সম্মত,—কিন্তু আমি সম্মত নহি, আমার অর্থে লোভ নাই। আমার হৃদয় ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি, সকল ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া সেই এক ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছি,—কিন্তু অদৃষ্ট প্রসন্ন হইয়াও হইতেছে না।

আমি এক্ষণে কলিকাতায় সমস্ত বড়লোককে চিনিয়াছি; কাহার কয়টী পুত্র, কাহার কত বয়স, কাহার সহিত কি সম্বন্ধ, এ সমস্ত এক্ষণে আমার কণ্ঠস্থ।—আমি আর পূর্ব্বের সে

কাত্যায়নী নাই; এক্ষণে লক্ষ্মী আমার কর্ত্রী নহে, দাসীরও অধম। এক্ষণে আমিই আমার রাণী, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি আর কোনই কার্য্য করি না; হয় তো হৃদয়ে প্রমোদমূর্ত্তি ও ঐ মূর্ত্তির সহিত প্রতিহিংসা বৃত্তির সম্মিলন না হইলে সুখী হইতে পারিতাম, কিন্তু আমার অদৃষ্টে তাহা নাই। আমার এক্ষণে কোনই অভাব নাই, কিন্তু হৃদয়ের আগুণ নেবে নাই।

একদিন দুই প্রহরে লক্ষ্মী আসিয়া আমার পার্শ্বে বসিল; বলিল, "একটা কথা বলিব শুনিবে?"

আমি। ব'ল না, অত আড়ম্বরে আর দরকার কি?

লক্ষ্মী। এক দিন বাগানে যাবে?

লক্ষ্মী জানিত আমি বাগানের মজুরা লইতাম না, কারণ বাগানে গান ব্যতীত ও অন্যান্য কার্য্যে লিপ্ত হইতে হইত, এই জন্য সে নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া ঐ কথাটী জিজ্ঞাসা করিল। আমি বলিলাম, "কার বাগান?"

লক্ষ্মী। কুমার হরিশ্চন্দ্র বাহাদুরের।

আমি জানিয়াছিলাম, কুমার হরিশ্চন্দ্রের সহিত কুমার প্রমোদের বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল, সুতরাং তাঁহার নামটা শুনিয়া আমার একটু কৌতূহলের উদ্দীপন হইল,—মনে মনে একটা অভিসন্ধির ও উদয় হইল. বলিলাম "কত দিতে চায়?"

লক্ষ্মী। তুমি যা চাইবে,—সে টাকার কাঙাল নয়।

আমি। কুমার হরিশের সঙ্গে কুমার প্রমোদের বন্ধুত্ব আছে, যদি কুমার প্রমোদকে বাগানে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যেতে পারে, তবেই আমি যেতে পারি, না হ'লে লাক টাকা দিলেও না। আর এ হ'লে আমি এক পয়সাও নিব না, কুমারকে গান শুনাইয়া আসিব। এই কথা তাঁকে বলো।

লক্ষ্মী। তা বল্‌ব, এ আর শক্ত কথাটা কি?

আমি। আরও ব'ল, যদি আমি দেখি বাগানে কুমার প্রমোদ নাই, তা হ'লে আমি তখনই চলে আস্‌ব,—আর আমি যে যে কথা বলিলাম এ যেন কোন মতে প্রমোদ না জানতে পারেন।

লক্ষ্মী। তাই হবে।

সন্ধ্যার পর লক্ষ্মী আসিয়া সম্বাদ দিল যে, কুমার হরিশ্চন্দ্র আমার কথা মত সমস্ত কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। তিনি প্রমোদকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তিনি প্রথমে বাগানে যাইতে সম্মত হয়েন নাই, কিন্তু পরে সম্মত হইয়াছেন, তবে কেবল ১৫ মিনিট মাত্র থাকিবেন।

১৫ মিনিট সময়, এই সময়ের মধ্যে আমাকে প্রমোদের মন বিমুগ্ধ করিতে হইবে, যদি এরূপ সুবিধা লইয়া কৃতকার্য্য না হই, তবে এ জীবনে আর হইবে না, কিন্তু সময় তো কেবল ১৫ মিনিট! দেখিতে দেখিতে যাইবে। আর এক দিন মাত্র সময় আছে, কাল সন্ধ্যার সময় আমাকে বাগানে যাইতে হইবে।

সে রাত্রিতে মুহূর্ত্তের জন্য আমার নিদ্রা হইল না। সমস্ত রাত্রি আমার মস্তিষ্কের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ ছুটাছুটী করিতে লাগিল, আমার শিরায় শিরায় জ্বলন্ত অগ্নি শিখা ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতে লাগিল,—আমার সর্ব্বাঙ্গে যেন শত শত বৃশ্চিক দংশন করিতে লাগিল। আমি কাল কি কি করিব, সমস্ত রাত্রি তাহাই ভাবিলাম, কত কি ভাবিলাম, কত অভিসন্ধি করিলাম কত মনে মনে গড়িলাম, কিন্তু মনের মত একটীও হইল না,—তখন ভাবিতে ভাবিতে ক্লান্ত হইয়া অবশেষে নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম,—কিন্তু নিদ্রিত হইয়াও শান্তিলাভ করিতে

পারিলাম, নানা বিভীষিকাপূর্ণ স্বপ্ন সকল দেখিতে লাগিলাম।

প্রাতে উঠিয়াই স্নান করিতে গেলাম। দুই তিন খানা উৎকৃষ্ট সাবান গাত্রে মার্জ্জনা করিলাম, তত্রাচ যেন মনের সন্তোষ হইল না,—আরও একখানা নষ্ট করিলাম। আমার ভাব দেখিয়া লক্ষ্মী আশ্চর্য্যান্বিত হইল,—কেহ কখন আমাকে রূপের উৎকর্ষ সাধনার্থে এত যত্ন করিতে দেখে নাই।

আহারাদির পর বেশবিন্যাস করিতে বসিলাম,—চারি ঘণ্টা ধরিয়া বেশভূষা করিলাম। যে বেশ ও যে রূপ দেখিয়া এক দিন দর্পণ সম্মুখে আমি নিজে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, আজও ঠিক সেইরূপ বেশ করিলাম। সেইরূপ বাসন্তি রংএর রেশমি কাপড় পরিধান করিলাম, সেরূপ কৃষ্ণ কেশরাশী আলুলায়িত করিয়া পৃষ্ঠে লম্বমান করিলাম, তৎপরে দর্পণের সম্মুখে যাইয়া এক মনে নিজের রূপ দেখিতে লাগিলাম। কতক্ষণ এরূপে দেখিয়াছিলাম জানি না। যখন লক্ষ্মী আসিয়া বলিল, "গাড়ী আসিয়াছে;" তখন আমার সংজ্ঞা হইল,—আমি তাহার সহিত নীচে চলিলাম।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে গাড়ী আসিয়া বাগানে প্রবিষ্ট হইল। যখন আমি গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইলাম, তখন অস্তমিত রৌদ্রের স্বর্ণ বর্ণ আমার অঙ্গে পতিত হইয়া আমার সৌন্দর্য্যকে দ্বিগুণিত করিল, আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম, বাগানস্থ ব্যক্তিগণ আমার সেই অনুপমেয় রূপে বিমোহিত হইয়া স্তম্ভিতভাবে রহিলেন,—অবশেষে কুমারহরিশ আসিয়া আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, "আমার বাগান আজ পবিত্র হ'ল। পৃথিবীর সমস্ত ভাল ভাল জিনিস এ বাগানে সাজাইয়াছিলাম,

কিন্তু এই সোণার প্রতিমা ব্যতীত এ বাগানের সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণই অসম্পূর্ণ ছিল।" আমি উত্তর করিলাম, "আমি আপনাদিগের অনুগতা দাসী ভিন্ন আর কিছুই নই। দাসীকে অনুগ্রহ করেন বলিয়াই দাসীর এত প্রশংসা করিতেছেন।"

আমরা সকলে বাগানের সুন্দর প্রাসাদে প্রবিষ্ট হইলাম।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

-**-

প্রথম হইতেই আমার দৃষ্টি প্রমোদের দিকে ছিল। আমি দেখিলাম, তিনি আমাকে বিশেষ করিয়া যেন লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছেন,—যেন আমায় চেন চেন করিতেছেন, কিন্তু আমি তাঁহার দিকে বক্রদৃষ্টি ভিন্ন স্পষ্ট তাঁহার মুখের দিকে চাহিতেছিলাম না। তিনি প্রাসাদে প্রবেশ করিয়াই কুমার হরিশচন্দ্রকে মৃদু স্বরে কহিলেন, "তবে ভাই, আমাকে এখন বিদায় দেও।"

হরিশ। সে কি? একটা গান শুনে যাও, এখনও তো তোমার ১৫ মিনিট হয় নি ভাই!

প্রমোদ। তা না হ'ক—আমি যাই। আমায় ক্ষমা কর,—আমি থাকিলে তোমাদের কেবল আমোদের ব্যাঘাত ঘটিবে বই তো নয়।

হরিশ। একটা গান শুনে যাও, তার পর আর তোমায় থাক্‌তে বলবো না। এ অনুরোধ যদি না রাখ, তবে সত্য সত্য বড়ই দুঃখিত হব।

তখন প্রমোদ নীরবে সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। একটী সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ মধ্যে আসিয়া সকলে উপবিষ্ট হইলেন, কিন্তু আমি বসিলাম না। কুমার হরিশ আমাকে বসিতে অনুরোধ করিলেন এবং নিজের পার্শ্বে স্থান প্রস্তুত করিলেন, কিন্তু আমি মৃদু হাসিয়া ঘাড় নাড়িলাম। তখন সকলেরই নিজ নিজ ইচ্ছা আমি তাহাদের পার্শ্বে বসি,—সকলেই প্রকাশ্যভাবে এ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন, কিন্তু আমি মৃদু হাস্য করিয়া সকলেরই প্রস্তাবে অসম্মত হইলাম,—কেবল কথা কহিলেন না প্রমোদ; আমি তিন চারি বার তাঁহার দিকে চাহিলাম,—কিন্তু তিনি আমার দিকে চাহিলেন না। ইহাতে আমার অভিমান শত গুণ বৃদ্ধি হইল,—প্রতিহিংসা বৃত্তি সহস্র প্রকারে হৃদয়ে উত্তেজিত হইল,—আমি ক্ষোভে ওষ্ঠ দংশন করিলাম। তখন কুমার হরিশ বলিলেন, "তবে কি বসিবে না?" আমি হাসিয়া বলিলাম, "আপনারা কেহই ভাল মানুষ নহেন,—এঁকে ভাল মানুষ বোলে বোধ হ'চ্চে, আমি এঁর পাশেই বসিব।" এই বলিয়া আমি প্রমোদের পার্শ্বে বসিলাম, তিনি সঙ্কোচিত হইয়া সরিয়া বসিলেন,—তখন বাদ্যোদ্যম আরম্ভ হইল, আমি সঙ্গীত আরম্ভ করিবার উদ্যম করিলাম,—সহসা আমি প্রমোদের হস্ত ধারণ করিয়া অতি মৃদুস্বরে,—অতি কোমল স্বরে, অতি প্রেমপূর্ণ স্বরে বলিলাম,—"আপনার এ আংটীটীতো বড় সুন্দর।"—প্রমোদ ভিন্ন বাদ্যোদ্যমের মধ্যে এ কথা আর কেহই শুনিতে পাইল না। প্রমোদ শুনিলেন, শুনিয়া চমকিত হইয়া তিনি আমার দিকে চাহিলেন,—আমি আমার সমস্ত সৌন্দর্য্য, সমস্ত লালিত্য, সমস্ত মধুরতা,—আমার নয়ন প্রান্তে আনিয়া ব্যাকুলতাসহকারে তাঁহার দিকে চাহিলাম। তাঁহার চক্ষের সহিত আমার চক্ষু

মিলিত হইল ;—তিনি যেন বাণবিদ্ধ হইলেন,—তিনি সলজ্জ-ভাবে মস্তক অবনত করিলেন। আমি যেন তাহার হাত ছাড়িয়া দিতে ভুলিয়া গেলাম ; তখন আমার দুই হস্ত মধ্যে সাদরে তাঁহার হাত সম্বদ্ধকরিয়া আমি গান ধরিলাম। তিনি এত নিষ্ঠুর নহেন যে, আমার হাত হইতে হাত ছাড়াইয়া চলিয়া যাইবেন। আমি প্রায় একটা গান অর্দ্ধ ঘটিকা গাই-লাম—ইচ্ছা করিয়া তাঁহার নিকট তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করিয়া বসিলাম। আমি বুঝিলাম, তিনি কতকটা মুগ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু আমি যেই গান বন্ধ করিলাম, অমনি তিনি উঠি-বার চেষ্টা করিলেন,—কিন্তু আমি তখনও তাঁহার হাত ছাড়ি নাই। তাঁহার দিকে আমি এমনই ব্যাকুলভাবে চাহি-লাম যে, তিনি স্থির হইয়া বসিলেন,—আমি অমনি গান ধরিলাম।

গানের উপর গান চলিল,—শেষ আমি বুঝিলাম, আর ভয় নাই, আর প্রমোদ যাইবেন না,—এখন তাহার প্রাণ আমার সঙ্গীতে—আমার সৌন্দর্য্যে মগ্ন হইয়া গিয়াছে। ইহাতে আমার প্রাণে যে কি আনন্দ হইল, তাহা বলিতে পারি না ; বোধ হয় জীবনে এরূপ আনন্দ কখন আমি উপভোগ করি নাই। আমার হৃদয়ের আনন্দ আমার বদনে প্রতি-ভাত হইল,—আমি বুঝিলাম যে, আমার সৌন্দর্য্য তাহাতে শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে,—প্রমোদ অনিমিষনয়নে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

এদিকে রাত্রি অধিক হইল। সঙ্গীত বাদ্য বাস্ বাস্ হইয়া তখন আহারের জন্য আমরা সকলে উঠিলাম। আমি তখনও প্রমোদের হাত ছাড়ি নাই—অন্যান্য সকলে

সুরাপানার্থে অন্য এক প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রমোদ সুরাপান করিবেন না; অবসর বুঝিয়া আমি প্রমোদকে বলিলাম, "আসুন ততক্ষণ আমরা একটু বাহিরে বেড়াই, বড় গরম।" আমি তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া বাহিরে আসিলাম।

এই তো অবসর! রমণী সৌন্দর্য্যে ঋষির ধ্যান ভঙ্গ হইয়াছে, আর সামান্য একটা যুবার মন মুগ্ধ হইবে না?

আমারই জিত হইল, প্রমোদ হারিলেন। আমরা দুইজনে হাসিতে হাসিতে গলা জড়াজড়ি করিতে করিতে প্রাসাদে প্রবিষ্ট হইলাম। এতদিন পরে আমার হৃদয়ের বাঞ্ছা পূর্ণ হইল। যদি কখনও আমি জীবনে সুখ বোধ করিয়া থাকি, তবে সে অদ্য। আমার সে রাত্রি বড় সুখেই কাটিয়া গেল। প্রায় রাত্রি ১টার সময় আমি গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

প্রমোদ পর দিবস আমার বাটী আসিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন; আমি তাঁহার আগমনের দুই তিন ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতেই বেশবিন্যাসে নিযুক্ত হইলাম। আমাদের মত নৃশংস আর কে? একটী সচ্চরিত্র যুবাপুরুষকে অধঃপাতের পথে লইয়া যাইতেছি,—তাহার সর্ব্বনাশের আয়োজন করিতেছি, আর তাহাতেই পূর্ণ মনস্কাম হইবার জন্য সহস্র উপায় অবলম্বন করিতেছি,—এ

পাপের প্রতিফল পাইয়াছিলাম। আমার মত সকল হতভাগিনীই পাইয়া থাকে!

কিন্তু আমি আশায় নিরাশ হইলাম। প্রমোদ সে দিন আসিলেন না। আমি গাড়ীর শব্দ হইলেই ছুটিয়া গবাক্ষে আসিতে লাগিলাম। প্রতি মূহূর্ত্তে স্পন্দিত হৃদয়ে আমি তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম,—কিন্তু সন্ধ্যা হইল, রাত্রি হইল, তত্রাচ প্রমোদের দেখা নাই। তখন আমার হৃদয়ে যে অগ্নি কতকটা উপশমিত ছিল, তাহা আবার শতগুণ হইয়া জ্বলিয়া উঠিল;—আহার করিতে পারিলাম না, হৃদয় শান্ত করিতে পারিলাম না,—সমস্ত রাত্রি পাগলিনীর ন্যায় ছটফট করিলাম। কাল কি করিব? কেমন করিয়া তাহার সহিত আবার দেখা করিব, আর একবার দেখা পাইলে এবার স্পষ্ট মনের ভাব খুলিয়া বলিব, কিন্তু কেমন করিয়া আর একবারটী মাত্র দেখা পাই! সমস্ত রাত্রি কত কি ভাবিলাম, তাহার স্থিরতা নাই;—সমস্ত রাত্রি নিদ্রা না হওয়ায় প্রাতে নিতান্ত অসুস্থ হইয়া শয়ন করিলাম,—তখনও গাড়ীর শব্দে চমকিত হইয়া উঠিতেছিলাম। এইরূপ যন্ত্রণায়,—এইরূপ ছটফট করিয়া ৭। ৮ দিন কাটিয়া গেল; আমি লক্ষ্মীকে দিনের মধ্যে ৮। ১০ বার প্রমোদের সন্ধানে পাঠাইলাম,—সে একবার আসিয়া বলে কুমার বাহাদুর এই বাহির হইয়া গেলেন, একবার বলে তিনি নিদ্রা যাইতেছেন, কোনবার বা বলে তিনি বন্ধুবান্ধব লইয়া বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। কিন্তু পরে জানিয়াছিলাম, লক্ষ্মী আমাকে মিথ্যা কথা বলিয়াছিল, সে কুমারের কোন সম্বাদই পায় নাই।

এইরূপে একমাস কাটিল; একমাসের মধ্যে আমি

কাহারই সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম না; কুমার হরিশ প্রত্যহ আসিয়া ফিরিয়া যাইতে লাগিলেন,—একমাসের মধ্যে আমি একটী বায়নাও গ্রহণ করিলাম না, ইহাতে লক্ষ্মী বিরক্ত হইয়া গোঁজ গোঁজ করিতে লাগিল; আমার সম্মুখে কোন কথা বলিতে সাহস করে না, তবে আমার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া বলে, "হুঁ এত দিনে প্রায় ৫। ৬ হাজার টাকা পাওয়া যেত।" আমি তাহার কথা শুনিয়াও শুনিতাম না। আমার কি হয়েছে সে বুঝিতে না পারিয়া নিতান্ত অস্থির হইয়া বেড়াইত। অব-শেষে এক দিন সাহস করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল। তখন আমার যন্ত্রণার এক শেষ হইয়াছিল,—তখন আমার হৃদয় পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছিল,—মনের দুঃখ এক জনকে মন খুলিয়া বলিতে পারিলে অনেক শান্তি জন্মে, তাহাই আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও সকল কথা লক্ষ্মীকে খুলিয়া বলিলাম। সে শুনিয়া বলিল, "এর জন্যে এত, আর দিনকত দেরি কর, সে আস্‌বেই আস্‌বে।" লক্ষ্মীর কথায় আমার হৃদয়ের যন্ত্র-ণার উপশম হইল না,—আমার মন প্রবোধ মানে না। তখন আমি স্বয়ং একবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে মনস্থ করিলাম।

সন্ধান করিয়া জানিলাম যে, তিনি গরমের জন্য বাগানে বাস করিতেছেন;—জানিলাম তিনি একাকী আছেন। ভাবি-লাম এইতো সুবিধা,—আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব, এই আমার শেষ চেষ্টা।

আমি পর দিবস ঠিক দুই প্রহরের সময় কুমারের বাগানের নিকট উপস্থিত হইলাম। ধীরে ধীরে গাড়ী হইতে নামিয়া একাকী উদ্যানে প্রবেশ করিলাম। ভৃত্যগণ আমাকে দেখিয়া

যেন একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইল, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কুমার বাহাদুর কোথায় ?" তাহারা উত্তর করিল,—"নিচেই আছেন, খবর দি।"

আমি। না খবর দিতে হবে না, আমি নিজেই যাব। তাঁর সঙ্গে আর কে আছে ?

ভৃত্য। এখন আর কেউ নেই।

আমি নিঃশব্দে পা টিপিয়া টিপিয়া অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। বারবনিতা ভিন্ন এত সাহস কার ?

আমি দেখিলাম, একখানি কৌঁচে অর্দ্ধশায়িত হইয়া কুমার কি পুস্তক পাঠ করিতেছেন,—পুস্তকে তিনি এতই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, যে আমার পদ শব্দ শুনিতে পাইলেন না। আমি অতি সাবধানে নিঃশব্দে তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলাম ; সম্মুখে একখানি বৃহৎ দর্পণ, ঐ দর্পণে আমার অপরূপ রূপ প্রতিবিম্বিত হইল,—অঙ্গের বস্ত্রাদি অপসারিত করিয়া দিয়া যাহাতে আমার সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি হয়, তাহাও আমি করিলাম,—বক্ষ হইতে বস্ত্র প্রায় অপসারিত করিয়া অঞ্চল ভূমিতে লুণ্ঠিত করিলাম, আমার সুগোল নবনীসদৃশ বাহুদ্বয় হইতেও বস্ত্রাপসারিত করিলাম ;—আমি তখন আমার নিজের রূপ দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া ভাবিলাম, "আমি স্ত্রীলোক, আমার মন এ রূপে মোহিত হয়, আর এই লোকটা অবিচলিতভাবে থাকে ! আজ দেখা যাবে কার ক্ষমতা অধিক ?"

সহসা কুমারের দৃষ্টি দর্পণে পতিত হইল, তিনি চমকিত হইয়া মস্তক তুলিলেন, কয়েক মুহূর্ত্ত অনিমিষনয়নে সেই মূর্ত্তি দর্শন করিলেন, তৎপরে চমকিত হইয়া আমার দিকে ফিরিলেন, আমার কাণে আতর ছিল, আমি প্রস্তুত হইয়া

ছিলাম, তিনি যেই আমার দিকে ফিরিলেন, অমনি আমি সুকৌশলে আতর চোকে লাগাইয়া দিলাম; অমনি দরবিগলিত ধারে নয়নাশ্রু বহিল, তিনি উঠিয়া বসিলেন; এমন সুন্দরী যুবতীকে সম্মুখে কাঁদিতে দেখিলে পাষাণও বিগলিত হয়, কুমার প্রমোদত রক্ত মাংস নির্ম্মিত মানুষ; তিনি শীঘ্র উঠিয়া আমার হাত ধরিয়া আমাকে পার্শ্বে বসাইলেন, আমার চক্ষু জল মুছাইতে মুছাইতে বলিলেন, "আপনি কাঁদেন কেন? এতে আমার প্রাণে বড়ই কষ্ট হয়।" আমি চোখে আবার আতর দিয়াছি, আমার ক্রন্দন আর থামে না। তিনি বলি-লেন, "আমি বড় লজ্জিত আছি,—আমার বড় অসুখ, না হ'লে নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে দেখা করিতাম।" আমি কাঁদিয়া তাঁহার হৃদয়ে মুখ লুকাইলাম, কাঁদিতে কাঁদিতে বলি-লাম, "দাসীকে আপনার মনে পড়িবে কেন?"

প্রমোদ। আমাকে আর লজ্জা দিবেন না, আমায় ক্ষমা করুন।

আমি। আপনি আমায় ক্ষমা করুন। হৃদয় বুঝে না, তাই নিতান্ত অবোধের মত সাহস করে এখানে এসেছি। যদি বুক চিরিয়া দেখাবার হত—

প্রমোদ। এখানে কেও আস্‌বে,—চলুন উপরে যাই,—তখন সকল কথা হবে—

আমিও তাহাই চাহিলাম। দুইজনে হাত ধরাধরি করিয়া উপরের শয়ন ঘরে আসিলাম।

পূর্ব্বের ন্যায় আমিই জিতিলাম,—কুমার হারিলেন। কিন্তু এবার আর তাঁহাকে আমার হাতছাড়া করিবার ইচ্ছা নাই। সে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বেই করিয়াছিলাম।

সন্ধ্যার পর আমি প্রমোদকে লইয়া তাঁহারই গাড়ীতে আমার বাটী উপস্থিত হইলাম। সাতদিন মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহাকে আমি ছাড়ি নাই।

আমি বুঝিয়াছিলাম; প্রমোদের হৃদয় প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করিতে জানে, সুতরাং তাঁর হৃদয়ের সে বলটুকু নষ্ট করিতে না পারিলে, আমার সহস্র চেষ্টা নিষ্ফল হইবে, এই ভাবিয়া আমি কুমারকে সুরাপান করিতে শিখাইলাম। সাত দিবস দিন রাত্র তাঁহাকে সুরাপান করাইলাম। প্রকৃত পক্ষে তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইলাম।

বিড়াল যেমন ইন্দুরকে অর্দ্ধমৃত করিয়া ছাড়িয়া দেয়, ও নিকটে বসিয়া তাহার যন্ত্রণা দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে থাকে, আমিও ঠিক সেইরূপ আনন্দের সঙ্গে প্রমোদের অধঃপতন দর্শন করিতে লাগিলাম। যাহার হস্ত পাইলে আমি একদিন কৃতার্থ মনে করিতাম, এক্ষণে তাহাকেই আমি পদাঘাত করিতেছি, কুকুরের ন্যায় ব্যবহার করিতেছি, আর সেই এক্ষণে পাগল হইয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বেড়াইতেছে! সাবধান! রমণীমায়াজালে কেহ পড়িও না, তাহা হইলে ইহকাল পরকাল সকলই যাইবে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সাতদিবস পরে প্রমোদ গৃহে প্রত্যাগমন করিল, কিন্তু গৃহে গিয়া আর কতক্ষণ থাকিবেন? তিনিই দুই ঘণ্টা যাইতে না যাইতে আবার আমার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত;—তখন তিনিতো আমার করকবলিত হইয়াছেন, তখন তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য আমি অন্য মূর্ত্তি ধারণ করিলাম,—আমার বদনে আর সে হাসি নাই, আমার হৃদয়ে আর সে আনন্দ নাই,—আমি বিষণ্ণ ও মলিন! তাঁহাকে আর আমার অঙ্গস্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে দিই না; তিনি পাগলের মত হইলেন, আমার কত সাধ্য সাধনা করিতে লাগিলেন,—আমার পাষাণ হৃদয় কিছুতেই বিচলিত হইল না। তখন তিনি আমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বহুমূল্য অলঙ্কার আনিলেন, কত মূল্যবান নানা আসবাব আনিলেন,—আমার জন্য ভাল ভাল গাড়ী ঘোড়া কিনিলেন,—আমার মন তবুও তিনি পান না। তিনি বাড়ী যাওয়া একেবারে ছাড়িয়া দিয়া আমারই বাড়ী পড়িয়া রহিলেন। তখন বুঝিলাম আর ভয় নাই,—আর কখনও প্রমোদ আমার করকবল হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না। এতদিন পরে আমার প্রতিহিংসা বৃত্তি নিবৃত্ত হইল। সত্য কথা বলিতে কি,—প্রমোদের প্রতি আমার ভালবাসার পরিবর্ত্তে একরূপ রাক্ষসী বিদ্বেষ জন্মিল। তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া প্রকৃতই আমার হৃদয়ে বড় আনন্দ হইল। ভাবিলাম, যেমন করিয়াই হউক এত দিন পরে আমি সুখের মূর্ত্তি দেখি-

য়াছি; যাহা যাহা চাহিতাম এক্ষণে একে একে সকলই পাই-য়াছি, তবে জীবন আনন্দে কাটাইয়া যাই না কেন? যদি আমি প্রকৃত সুখী হইতাম, তাহা হইলে প্রমোদকে পাইয়াই স্বর্গসুখ উপলব্ধি করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতাম, কিন্তু আমি মনে মনে জানিতাম, প্রমোদ আমায় ভালবাসে না, আমি কেবল তাহাকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছি,—আজ হউক, আর কালই হউক, তাঁহার সে মায়া ভঙ্গ হইবে,—তখন আমার অবস্থা কি হইবে। যখন সময় পাইয়াছি, তখন আমোদে সময় কাটানই উচিত। এই ভাবিয়া আমি একেবারে জীবন, আমোদ সাগরে ভাসাইয়া দিলাম।

অর্থের অভাব নাই! আমি এক্ষণে গোলাপ জল ভিন্ন অন্য জলে স্নান করি না,—সৌগন্ধ দ্রব্যে ভূষিত হইয়া দিবা রাত্রি থাকি,—গাড়ী, ঘোড়া, পাখী, কুকুর—যখন যাহা ইচ্ছা তাহাই ক্রয় করিতেছি, কত নূতন নূতন অলঙ্কার কিনিতেছি,—পুরাতন বিতরণ করিয়া দিতেছি। আমি বিলাসিতার চূড়ান্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছি। সুরা ইত্যাদি নানা ব্যয়ে প্রতি রাত্রে এমন কি দুই তিন হাজার টাকা ব্যয় করিয়া ফেলি। টাকার দরকার হইলে প্রমোদ আছেন। সকল কথা লিখিবার আব-শ্যক নাই,—একদিন লক্ষ টাকা দিয়া প্রমোদ আমার নিকট হইতে একটী চুম্বন লাভ করিয়াছিলেন।

এক এক শনিবারে যে কত টাকা ব্যয় হইয়া যাইত, তাহার কিছুই স্থিরতা ছিল না;—কিসে যে এত টাকা ব্যয় হইত, তাহা আমিও ভাবিয়া পাইতাম না। কলিকাতা সহরে প্রমোদ, গাড়ী ঘোড়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া রাজ পথ কাঁপাইয়া চলিত, প্রমোদও আমি প্রকাশ্যভাবে একত্রে গাড়ী করিয়া

ঘোড়দৌড়ে যাইতাম। আমার লজ্জা সরম বিন্দুমাত্র ছিল না।

এইরূপ মাতামাতিতে দুই বৎসর কাটিল; তখন আমি দেখিলাম প্রমোদবদনে কালিমার রেখা পড়িয়াছে,—ক্রমে সেই কালিমার রেখা বৃদ্ধি পাইতেছে, প্রমোদ এক মুহূর্ত্তও আর সুরাপান না করিয়া থাকেন না,—দিনরাত তিনি সুরায় ডুবিয়া থাকেন। তখন আমি তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। যে সন্দেহ আমার মনে হইয়াছিল, তাহা সত্য কি না, জানিবার জন্য লক্ষ্মীকে নিযুক্ত করিলাম। কিয়ৎদিন পরে লক্ষ্মী আসিয়া আমাকে এক দিন বলিল, "তুমি যা ভাবিয়াছিলে তাই, প্রমোদের সমস্ত বিষয় বাঁধা পড়েছে,—লোকে বলে তার ১০। ১২ লাক টাকা ধার হয়েছে। এখন বিষয় বিক্রি হয়ে গেলে এক পয়সাও থাকিবে না।"

শুনিয়া,—আমি কালামুখি,—আমার আনন্দ হইল। এত দিনে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। ভাবিলাম, "যেমন তুমি আমাকে পথের কাঙ্গাল করেছিলে, আমিও তোমাকে এতদিনে তাই করেছি। এখন দুই জনে সমানে সমান। এখন আমার যা আছে,—কিছু না থাকে, গহনা গুলা বিক্রয় কল্লেও তিন চার লাক টাকা হবে,—তাই নিয়ে দুজনে সুখে থাক্‌ব। এখন বাবুগিরি ছেড়ে, পাপ কলিকাতা ছেড়ে,—পাড়াগাঁয়ে দুজনে থাক্‌ব। এখন তোমাকে আমি আবার পূর্ব্ব পরিচয় দিব।" মনে মনে এই স্থির করিয়া অবসর খুঁজিতে লাগিলাম,—কিন্তু প্রমোদ এক মুহূর্ত্তের জন্যও প্রকৃতিস্থ নহেন, সর্ব্বদাই সুরায় মত্ত। কাজে কাজে আমি তাহাকে এক দিন সুরা হইতে

নিরস্ত রাখিতে মনস্থ করিলাম;—অনেক কষ্টে তবে অবশেষে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল।

জ্যোৎস্নার আলোকে আমরা দুইজনে সুশীতল সমীরণে বাটীর ছাতের উপর বসিয়া আছি, নানা কথার পর সহসা আমি প্রমোদের হাত ধরিয়া বলিলাম, "প্রমোদ, আমাকে আগে কখনও দেখেছিলে বলে বোধ হয়।"

প্রমোদ। আগে কবে?

আমি। এই কলিকাতায় দেখা ছাড়া আগে অন্য কোন স্থানে দেখেছিলে?

প্রমোদ একটু ভাবিয়া বলিলেন,—"কই না"।

আমি। তোমার কাত্যায়নীর কথা মনে পড়ে?

সহসা সর্প দেখিলে মানুষ যেরূপ চমকিত হয়, প্রমোদ সেইরূপ চমকিত হইয়া আমার দিকে ফিরিলেন, বিস্ফারিত নয়নে বহুক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "না,—না,—সে মেয়ে এমন কখন হ'তে পারে না। সে সতী লক্ষ্মী-দেবী।"

আমার দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল, হৃদয়ে যেন শেল বিদ্ধ হইল, বলিলাম "বল যদি এমন হইয়া থাকে, তবে সে তোমারই জন্যে?"

কাত্যায়নীকে যে প্রমোদ ভুলেন নাই, ইহা শুনিয়া আমার হৃদয়ে প্রকৃতই বড় আনন্দ হইল। দুই জনে বহুক্ষণ আমরা নীরবে বসিয়া থাকিলাম। পরে তিনি কোন কথা কহেন না দেখিয়া বলিলাম, "প্রমোদ, কাশীতে মণিকর্ণিকার ঘাটে আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলে মনে পড়ে, এলাহাবাদের কথা মনে পড়ে, তারপর দুই জনে নৌকায় আসিয়াছিলাম তা

মনে পড়ে?—যদি সময়ে দেখা দিতে, তবে আমি এমন হই-তাম না।"

প্রমোদ নীরব। একটীও কথা নাই। আমি আবার বলি-লাম, "নিজে অধঃপাতে গেলাম, তোমাকে সেখানে না আনিলে তোমাকে পাই না, তাই তোমাকেও অধঃপাতে আনিলাম,—এ দোষের জন্য ক্ষমা করিবে কি?"

প্রমোদ। আমার বড় অসুখ কর্চ্ছে,—কাল আবার এ সব কথা হবে। এখন আমি শুইব।

আমি সাদরে তাঁহাকে শয্যায় শয়ন করিতে অনুরোধ করিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে আসিয়া দেখি প্রমোদ শয্যায় নাই; তখন তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম, তিনি বাটীতে নাই। তাঁহার জন্য আমার বড়ই ভাবনা হইল, ভয়ও হইল,—ভাবি-লাম, কেন পরিচয় দিলাম, হয় তো তাহাতে তাঁহার কি মনে হইল। তখন অস্থির হইয়া চারিদিকে তাঁহার অনুসন্ধানার্থে লোক পাঠাইলাম,—তাঁহার বাড়ীতেও লোক পাঠাইলাম। যত ক্ষণ না তাহারা ফিরিল, ততক্ষণ যেন আমি জলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ হইতে লাগিলাম।

রাত্রি প্রায় দুইটার সময় একজন ভৃত্য আসিয়া বলিল, "বিবিসাহেব মহারাজা বাড়ী গেছেন, কিন্তু তখনই জনকতক লোক সঙ্গে নিয়ে তাড়াতাড়ি দেশে চলে গেছেন।" শুনিয়া আমার হৃদয় যেন ভস্ম হইয়া খসিয়া পড়িল, আমার মন বলিল,—পাখী উড়িয়াছে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

—•:•—

লোকে পাগল হয় কেমন করিয়া তাহা কি তোমরা জান ? সমস্ত শরীর হইতে যেন একরূপ জলন্ত বিদ্যুৎ আমার মাথায় উঠিল লাগিল, আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম,—বুক ফাটিয়া যায় তবুও কাঁদিতে পারি না,—আমি বুঝিলাম আমি পাগল হইতেছি। যাহা হউক কোনরূপে রাত্ত কাটিল। পর দিবস লক্ষ্মীকে সঙ্গে লইয়া নগদ টাকা কিছু হাতে করিয়া বহির্গত হইলাম। সকল দ্রব্যাদি চাবি দিয়া রাখিয়া বাড়ীতে দ্বারবানকে সকল দ্রব্যের ভার দিয়া আমি প্রমোদের সন্ধানে বহির্গত হইলাম।

তাঁহার বাড়ী পৌঁছিতে প্রায় এক সপ্তাহ লাগিল। প্রথম সন্ধান লইবার জন্য লক্ষ্মীকে পাঠাইলাম,—সে কিয়ৎক্ষণ পরে আসিয়া বলিল, "তিনি বাড়ী এসেছিলেন বটে, কিন্তু এক দিন বাড়ী থেকে, পশ্চিমে তীর্থে গেছেন।" শুনিয়া আমার বোধ হইল যেন আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল,—আমি স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম। কতক্ষণ এরূপ অবস্থায় ছিলাম জানি না, লক্ষ্মীর কথায় জ্ঞানোদয় হইল; সে বলিল "তবে এখন কি করিবে ?" আমি বলিলাম, "ফিরে চল।" আমরা ফিরিয়া আসিলাম।

কলিকাতায় পৌঁছিতে যে কয় দিন লাগিল, তাহার মধ্যে আমি একটীও কথা কহি নাই, আমার ভাব দেখিয়া লক্ষ্মীও সাহস করিয়া আমাকে কোন কথা বলিতে পারে নাই। যে

একবার পাপ পথে পদার্পণ করিয়াছে, তাহার আর কিছুতেই হৃদয়ে সুখ শান্তি লাভের আশা নাই। আমি ব্যাকুলভাবে আবার গৃহে ফিরিয়া গিয়া, মায়ের গলা জড়াইয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে চাহি; ভাবি, তাহা হইলে বোধ হয়, আমার প্রাণে শান্তি জন্মিবে,—কিন্তু হায়! যে একবার কুলত্যাগ করিয়াছে, সে, আর কিছুতেই কুলে ফিরিতে পারে না, ইচ্ছা থাকিলেও পারে না।

কলিকাতায় আসিয়াও আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না, এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করিয়া লক্ষ্মীকে লইয়া তীর্থযাত্রা করিলাম। লোকে পাপস্খলনের জন্য তীর্থে যায়, আমি পাপ প্রবৃত্তির চরিতার্থ বা সম্পাদনের জন্য তীর্থে চলিলাম। বাণবিদ্ধা হরিণীর ন্যায় ছট ফট করিতে করিতে,—উত্তপ্ত কটাহস্থিত মৎস্যের ন্যায় যন্ত্রণায় পাগল হইয়া,—সমস্ত তীর্থে তীর্থে ঘুরিলাম, কিন্তু প্রমোদের সাক্ষাৎ পাইলাম না। তখন আমার পূর্ব্ব অভিমান জাগ্রত হইয়া উঠিল,—সমস্ত পুরুষ জাতির উপর ক্রোধ জন্মিল, পৃথিবীর উপর অত্যন্ত রাগ হইল। আমি রাগত হইয়া কলিকাতায় ফিরিলাম, হৃদয়ের যন্ত্রণা নিবাইবার জন্য সুরাপান আরম্ভ করিলাম।

"কাহার জন্য আমি পাগল হইয়া বেড়াই? সে কে আমার? আমার রূপ আছে, যৌবন আছে, অর্থ আছে; অমন কত প্রমোদ আমার পদলেহন করিতে পাইলে কৃতকৃতার্থ মনে করে। আমি কিনা মূর্খের মত একটা পাগলের অনুসন্ধানে ঘুরিতেছি। আর কাহার উপর মায়া দয়া? আর কাহার উপর সহৃদয়তা?—যেমন দশ জনে আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, যেমন বাপ মা আমার বাল্যকালে বিবাহ দিয়া

পরে আমাকে বিধবা করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন,—যেমন প্রমোদ আমার মন মুগ্ধ করিয়া আমাকে কুপথগামী করিয়াছিল, তেমনই আমিও এ জগতের যাহাকে পাইব তাহারই সর্ব্বনাশ করিব,—তাহাতে বিন্দুমাত্র দয়া মমতা করিব না।" এই রাক্ষসী ইচ্ছা পূর্ণ করিবার মানসে কলিকাতায় আসিয়া আবার দোকান খুলিয়া বসিলাম।

কাহার সর্ব্বনাশ করিব? হইয়াছে,—সর্ব্ব প্রথম কুমার হরিশের, কারণ ঐ আমাকে প্রমোদের সহিত সাক্ষাৎ ঘটাইয়াছিল; যদি প্রমোদের সহিত সাক্ষাৎ না হইত, তবে আমার এমন হইত না, আগে ঐ ছোঁড়ার সর্ব্বনাশ আমাকে করিতে হইবে।

আমি পত্র লিখিতে বসিলাম। কুমার হরিশ্চন্দ্রকে এক খানি পত্র লিখিতে বসিলাম। কত দুঃখ জানাইলাম, হৃদয়ের কত উদাসীনতা প্রকাশ করিলাম, প্রমোদের নিষ্ঠুরতার জন্য কাঁদিলাম; অবশেষে লিখিলাম, "এ সংসারে নিরাশ্রয়া অনাথা স্বর্ণের আপনি ব্যতীত আর প্রকৃত বন্ধু কে আছে? একবার অনুগ্রহ করিয়া আসিবেন,—একবারের অধিক আপনাকে দাসীর বাড়ীতে আসিতে অনুরোধ করিতে সাহস করি না। অতীকৃত কথা আপনাকে বলিয়া মনের আগুন একটু নিবাইব। যদি শীঘ্র না আইসেন, তবে কবে কি হয় জানি না, আমার মনের অবস্থা বড়ই খারাপ।"

পল্লিগ্রামস্থ সামান্য গরিব ব্রাহ্মণের কন্যা যে এত শীঘ্র এত কপটী হইয়াছে, ইহা ভাবিয়া আমি মনে মনে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

বলা বাহুল্য হরিশ্চন্দ্র সেই দিবসই আমার আলয়ে দেখা

দিলেন। আমি প্রমোদের কথা একটীও না বলিয়া সঙ্গীত ও নৃত্য আরম্ভ করিলাম। হরিশ্চন্দ্রও প্রমোদের কথা ভুলিয়া গিয়া আমোদে মত্ত হইলেন। ইহাও বলা বাহুল্য যে, পর দিবস হরিশ্চন্দ্র স্বর্ণময় হইয়া গৃহে ফিরিলেন,—সুতরাং আর গৃহে কতক্ষণ থাকিতে পারেন? তিনি নিয়মিত রূপ, পর দিবস আসিলেন। আমি প্রমোদের কথা হৃদয়ে চাপিয়া রাখিয়া, হৃদয়ের জ্বলন্ত অগ্নি নির্ব্বাপিত করিবার জন্য আবার আমোদ সাগরে মত্ত হইলাম। প্রমোদের সহিত যাহা করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহার শত গুণ অধিক করিতে লাগিলাম। লোকে এক দিন আমাকে প্রমোদের সহিত যেরূপ মহাদর্পে শকটারোহণে যাইতে দেখিয়াছে, ঠিক এক্ষণে আবার সেইরূপ আমাকে হরিশ্চন্দ্রের সহিত দেখিতে লাগিল।

সংসারে সুখের দ্রব্য ও সুখের কার্য্য বলিয়া যাহা কথিত আছে, সে সকল বিলাসিতার একটুও আমি ভোগ করিতে বিস্মৃত হইলাম না,—লোকে হয় তো ভাবিত, আমার ন্যায় সুখী আর কে? আমি মকমল মণ্ডিত শয্যায় শয়ন করি, হীরক খচিত অলঙ্কার পরিধান করি, মুক্তা পুড়াইয়া চূণ প্রস্তুত করিয়া সেই চূণে পান খাই, ভাল ভাল গাড়ী চড়ি,—আমার মত সুখী আর কে? কিন্তু একটী পক্ষীকে স্বর্ণ পিঞ্জরে রাখিয়া যদি অগ্নি দিয়া তাহাকে দগ্ধ করা যায়, তবে কি সে সুখী হয়? অনেক সময়ে আমার যন্ত্রণা এত বাড়িত, যে আমি পথের ভিখারির সহিত আমার অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে মনে মনে ইচ্ছা করিতাম।

যাহাকে হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করি, তাহাকে প্রিয়তম বলিয়া আলিঙ্গন করিতেছি, যাহার মুখ দেখিলে সর্ব্ব শরীর জ্বলিয়া

খায়, তাহাকে সাদরে চুম্বন করিতেছি,—ইহাপেক্ষা দণ্ড রমণী জীবনে আর কিছুই হইতে পারে না। জ্বলন্ত অগ্নিতে বরং দগ্ধ হওয়া ভাল, তত্রাচ এ সকল কপটীর কার্য্য অসহ্য।

এক বৎসর এইরূপে কাটিল। এক বৎসরের মধ্যে হরিশ-চন্দ্রের সমস্ত বিষয়াদি বিক্রয় হইয়া গেল, তিনি কপর্দ্দক শূন্য ভিখারি হইলেন। আমি এ কথা শুনিলাম,—সেই দিন আমারও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল, আমারও পরিবর্ত্তন ঘটিল। আমি, তখন শয়ন করিয়াছিলাম,—বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "তুমি এখানে কেন?"

হরিশ। আর কোথায় যাব?

আমি উঠিয়া বসিলাম, বলিলাম, "কেন যাবার কি আর যায়গা নেই?—যমের বাড়ীত আছে।" বলিব কি, হরিশ বাবু কাঁদিয়া আমার পা জড়াইয়া ধরিলেন, বলিলেন, "স্বর্ণ, তোমার জন্যে আমি সর্ব্বস্বান্ত হয়েছি, তাতে আমার দুঃখ নাই, আমাকে চরণে একটু স্থান দাও; তুমি জান না আমি তোমায় কত ভাল বাসি।"

আমি রাগত হইয়া বলিলাম, "প্রেম কর্ত্তে ঘরে যাও, স্ত্রী আছে। আমাকে বিরক্ত ক'র না।" এই বলিয়া সত্য সত্যই আমি হরিশকে পদাঘাত করিলাম। সে পড়িয়া গেল, তখন আমি দ্বারবান ডাকিয়া তাহাকে গলহস্ত প্রদান পূর্ব্বক বাটী হইতে বাহির করিয়া দিলাম।

আমি তখন রাক্ষসী,—মানুষের সর্ব্বনাশ করিবার জন্যই আমি জন্মিয়াছিলাম।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

হরিশ বাবু গেলেন;—অন্য আর একজন তো চাই;—এক্ষণে বাবুগিরি আমার অভ্যস্থ হইয়া গিয়াছিল। মানুষের যাহা অভ্যাস হইয়া যায়, তাহা মানুষ না পাইলে তাহার কিছুতেই চলে না। আমি যেরূপ বাবুগিরিতে বাস করিতাম, তাহা এক্ষণে তো চাহি, কিন্তু ইহাতে অর্থের আবশ্যক, সে অর্থ আমায় কে দেয়? আমি অন্য কাহারও সর্ব্বনাশে কৃতসঙ্কল্প হইলাম।

অনেক দেশ হইতে অনেকেই কলিকাতায় মরিতে আইসেন,—আমার মত অনেক রাক্ষসীও তাহাদের গ্রাস করিবার জন্য প্রস্তুত আছে; সুতরাং আর একজনকে পাঠাইতে বড় বিলম্ব হইল না।

এ সকল বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিখিয়া আর পুস্তক বাড়াইব না। যাহা হউক ক্রমে ক্রমে আমি সাতটী বড় বড় জমিদারকে "ফেল" করিয়া পথের ভিখারি করিলাম। এইরূপ বাবুগিরিতে, আমোদ প্রমোদে, কপটাচারে, সুরাপানে প্রায় ২০ বৎসর কাটিয়া গেল; তখন যৌবনও ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইল। অথচ লালসাবৃত্তি এতই অভ্যস্থ হইয়া প্রখরা হইয়াছে যে, উহা একরূপ অন্যান্য নেশার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। তখন আমার আর পাপ পুণ্যের বিচার নাই। এত দিন আমি পরের উপরে রাজত্ব করিয়াছি, এক্ষণে অন্যে আমার উপর রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিল। কেমন হৃদয় সর্ব্বদা শূন্য, যন্ত্রণাময়,—

কিছুতেই সে যন্ত্রণা যায় না ; যেন আর একটা কাজ করিলে সকল শেষ হয়। যেমন এ কথা মনে হইল, অমনি কেমন আমারই একটা ভৃত্যের উপর আমার একটু টান হইল, ক্রমে যেন বোধ হইল যে, তাহার উপর আমার ভালবাসা জন্মিল,—আমি মরিলাম ; বৃদ্ধ বয়সে পরের দাসানুদাস হইলাম।

আমার সমস্ত সম্পত্তির সেই কর্ত্তা হইল, ক্রমে সে আমাকে ভৎর্সনা করিতে আরম্ভ করিল, ক্রমে সুরাপানে মত্ত হইয়া কোন কোন দিন প্রহারও করিল ; কিন্তু আমি সকলই নীরবে সহ্য করিতে লাগিলাম,—কারণ তাহার সহিত বসবাসই যেন আমার এ সংসারে একটু সুখের বিষয়। সকলই অসহ্য যন্ত্রণা, যেন কেবল সেই আমার একটু সুখের বিষয়। সুতরাং তাহার অত্যাচার সকলই নীরবে সহ্য করিতে লাগিলাম। আর যে কিছুতেই সুখ ও শান্তি পাই না। সকলই যেন জ্বলন্ত অগ্নি, কেবল তাহাকে ভাল বাসিয়াই যেন আমার একটু সুখ,—এ সুখটুকু আমি কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিলাম না। সুতরাং সামান্য ভৃত্যের প্রহার পর্য্যন্ত ও দিবারাতি সহ্য করিতে হইল।

সে আমাপেক্ষা বাবু হইয়া দাঁড়াইল, আমার সম্পত্তি সমস্ত দুই হাতে উড়াইতে লাগিল, আমি সকলই দেখিতেছিলাম ; কিন্তু তাহাকে কিছু বলিতে আমার সাহস হয় নাই, যদি সে চলিয়া যায়, তবে কাহাকে আশ্রয় করিয়া এই হৃদয়ের আগুণে বেষ্টিত হইয়া থাকিব ?

দেখিতে দেখিতে আমার সমস্ত সম্পত্তি নিঃশেষ হইল ; আমি অবশেষে আমার অলঙ্কার দিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিলাম। ক্রমে অলঙ্কারগুলিও গেল। অবশেষে আমি যেমন অপরকে ভিখারি করিয়াছিলাম, বিধাতা যেন আমাকে

তাহারই দণ্ড দিবার জন্য পরকে দিয়া আমায় ভিখারিণী করিলেন। তখন আমার চৈতন্য হইল, তখন বুঝিলাম যে, আমার আর সেরূপ যৌবন নাই, এখন কি করিব? অবশেষে কি অনাহারে মরিব?

দুই মাস সেই নরাধমের প্রহার ও অত্যাচার নীরবে সহ্য করিলাম। এক্ষণে টাকা না পাইয়া সে প্রত্যহই আমাকে দারুণ প্রহার করিত,—শেষ অসহ্য হইল। আমি এক দিন তাহাকে ত্যাগ করিয়া পলাইলাম এবং পাছে আমাকে খুঁজিয়া পায়, এই ভয়ে সহরের অন্য এক অংশে আসিয়া একটী ঘর ভাড়া লইলাম। গাহিতে গিয়া দেখিলাম, নানা কারণে,—বিশেষতঃ বয়সের জন্য আমার গলা গিয়াছে,—এত মোটা হইয়াছে যে আর গান আমার দ্বারা অসম্ভব। তবে হায়! এত সুখের পর অবশেষে কি এই বয়সে আবার বারবনিতা হইয়া রাজপথে বসিতে হইল। আমার মরণ হইল না কেন? যে কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া কঠিন মনে করিয়াছে,—গোলাপ জলে স্নান করিয়াও যে পরিতৃপ্ত হয় নাই, যে টাকার উপর দিয়া হাঁটিয়া গিয়াছে,—তাহারই কি অদৃষ্টে অবশেষে এই হইল? আমি কত কাঁদিলাম,—কাঁদিলে আর হইবে কি? আমি বুঝিলাম এত দিন পরে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

এ সংসারে কেমন করিয়া যে লোক ধনী থাকিয়াও দরিদ্র হয় এবং দরিদ্র থাকিয়াও ধনী হয়, তাহা কেহ বলিতে পারে না। যখন ধন যাইতে আরম্ভ করে, তখন বাঁধচ্যুত স্রোতস্বতীর ন্যায় বেগে চারিদিক দিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে অদৃশ্য, আবার যখন আসিতে আরম্ভ করে,—তখন ঐরূপ বেগে চারিদিক হইতে আসিতে থাকে,—দুই হাতে কুড়াইয়া তুলিতে পারা যায় না। আমি যে কেমন করিয়া দরিদ্র হইলাম, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। যেমন এক বৎসরের মধ্যে আমি টাকার স্তূপের উপর উপবিষ্ট হইয়াছিলাম, তেমন আবার এক বৎসরের মধ্যে পথের ভিখারিণী হইলাম।

যাহার সহিত কথা কহিতে পারিলে রাজপুত্র ধন্য হইতেন, তাহার পক্ষে সামান্য প্রকোষ্ঠে বাস ও অর্থের জন্য বারান্দায় বসিয়া পথবাহী ব্যক্তির মনাকর্ষণ করিবার চেষ্টা করা যে কি কষ্ট, তাহা বর্ণনা করিতে পারা যায় না। অতি নীচপ্রকৃতি ছোট লোক সকলের নিকট সামান্য অর্থের জন্য আমাকে আমার দেহ বিক্রয় করিতে হইল। এ কষ্টের চেয়ে আমার মরণ ভাল, কিন্তু মরণে সাহস হয় কই? মরিতে যে ভয় হয়;—আমি যে পাপীয়সী, মরিয়া যে আমার অদৃষ্টে নরক জলন্ত অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। অথবা পোড়া মরণ হয় কই?—আপনি মরিতে তো পারি না। উদরের জন্য যত অত্যাচার সহ্য করিতে হয়, তাহা সমস্তই হইল;—সকল ইচ্ছা, আশা, ঘৃণা, রুচি পরিত্যাগ করিলাম, কিন্তু তাহাতেও উদরপূর্ণ হয় না।

ক্রমে একবেলা আহার আরম্ভ হইল, বৈকালে যে দিন কেহ অনুগ্রহ করিত, সেই দিন তাহারই অর্থে বাজার হইতে কদর্য্য আহারাদি আনয়ন করিয়া খাইতাম;—হায়! এক দিন আমি সুখাদ্য সকল মুখ হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া দাসদাসীদিগকে গালাগালি দিয়াছি,—আজ তারই প্রতিফল ফলিতেছে। সকালে পান্তাভাত, দুই একটা পেঁয়াজ পোড়া দিয়া খাইয়া একরূপে জীবন ধারণ করিতে লাগিলাম,—কিন্তু তাহাতেও বাড়ীভাড়া দুই এক মাস দিতে পারিলাম না। যাহা পাইতাম তাহা দিয়া সুরাপান করিতাম, কারণ সুরাই আমার সংসারের মধ্যে একমাত্র সুহৃদ; তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিলেই কেবল আমি কতকটা হৃদয়ের জ্বালা নিবাইতে পারি। কিন্তু এরূপে আর কয় দিন চলিবে,—তাহা আমি বুঝিলাম; তখন আমি যে তিন জন প্রৌঢ়া রমণীর হস্তে পড়িয়াছিলাম, এক্ষণে তাহাদের ব্যবসা অবলম্বনের জন্য প্রস্তুত হইলাম। অনেক পুরুষের সর্ব্ব নাশ করিয়াছিলাম, এক্ষণে সরলা বালিকার সর্ব্বনাশে প্রস্তুত হইলাম। তখন প্রত্যহ রাজপথে বাহির হইতে আরম্ভ করিলাম;—চারিদিকে একটী সুন্দর মেয়ের অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম, ঘটকি বলিয়া দুই একটী ভদ্র গৃহেও প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলাম। অর্থের অনাটন হইলে বারবনিতা বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইত,—কিন্তু প্রত্যহই আশা করিতেছিলাম যে, একটী সুন্দর মেয়ে পাইবই পাইব। এইরূপে এক মাস কাটিল, তবুও আমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল না। এ দিকে আমার ক্লেশও ক্রমেই অধিক হইতে আরম্ভ হইল,—কি করি, কোথায় যাই, কিছুই স্থির করিতে পারি না; অথচ লালসাবৃত্তি ও সুরাপান ইচ্ছা আমার এতই প্রবল হইল যে, তাহা না

হইলে নহে,—ইহার জন্য অনেক দিন পথে ভিক্ষা পর্য্যন্ত করিতে হইল,—অতি নীচাশয়কেও নিজ শয্যায় স্থান দান করিতে হইল,—আর অধঃপতনের বাকি কি ?

সহসা আমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল,—আমি একটী ব্রাহ্মণ বাড়ী একদিন একটী সুন্দরী যুবতীকে গবাক্ষে দেখিলাম। ছল করিয়া ঘটকি সাজিয়া ঐ বাড়ী প্রবেশ করিলাম,—ছলে কৌশলে সেটীর সহিত আলাপ করিলাম ;—জানিলাম সে বিধবা। শীকারী শীকার নিশ্চিত মনে করিলে, তাহার যেরূপ আনন্দ হয়, আমারও ঠিক সেইরূপ আনন্দ হইল।

আর পাপ কথা বিশেষ করিয়া বলিব না। কুলত্যাগ কি সুখ তাহা আমিই জানিয়াছিলাম, কিন্তু সে সকল কথা গোপন করিয়া নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য সেই সরলা বালিকার সম্মুখে কত সুখের চিত্রই অঙ্কিত করিতে লাগিলাম। বাবুগিরির এত নেশা হইয়াছিল যে, তাহা পাইবার জন্য আমি অসাধ্য সাধন করিতে প্রস্তুত ছিলাম,—অন্যের সর্ব্বনাশ করা তো সামান্য কথা। তিন মাস যাইতে না যাইতে, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল,—যুবতী গৃহ ত্যাগ করিয়া আমার আশ্রয়ে আসিল,—আমি মহানন্দে দোকান খুলিয়া বসিলাম।

তাহাকে দুটী দুটী পেটে খাইতে দিতাম মাত্র,—তাহার উপার্জ্জনের টাকা সমস্ত আমি নিজে আমোদ করিয়া উড়াইতাম। পাছে সে চালাক হইয়া পড়ে, এই ভয়ে কোন বড় লোকের চোকে তাহাকে পড়িতে দিই নাই ; এমন কি প্রত্যহ সমস্ত রাত্রি তাহাকে বারবনিতাবৃত্তি অবলম্বন করাইয়া যথা সম্ভব অর্থ উপার্জ্জন করিতাম,—তাহার মিনতি শুনিতাম না। সে কত কাঁদিত, তাহার কান্না দেখিলে, আমার আনন্দ হইত ;

আমার আজ্ঞা পালনে অসম্মত হইলে আমি তাহাকে প্রহার করিতাম,—বিন্দুমাত্রও দয়া প্রকাশ করিতাম না। এরূপ অত্যাচার কে কবে, কয় দিন সহ্য করিতে পারে?—এক বৎসর পরে একদিন সে আমার অনুপস্থিতে বাড়ী ছাড়িয়া পলাইল। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও আর তাহার তল্লাস পাইলাম না।

তখন আর একটী বালিকার সন্ধান আরম্ভ করিলাম। যে অর্থ হাতে ছিল, তাহাতেই তিন মাস সুখে সচ্ছন্দে একরূপে চলিল,—কিন্তু সুরায় অর্থ ব্যয় হইলে রাজার রাজত্ব থাকে না;—আমার সামান্য অর্থ কয় দিন থাকিতে পারে?

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

-:0:-

আমার অর্থ শেষ হইল,—কিন্তু অনেক চেষ্টায়ও আর কোন বালিকাকে হস্তগত করিতে পারিলাম না,—তখন আবার বাধ্য হইয়া উদরের জন্য,—কিন্তু আহারের জন্য নহে,—সুরার জন্য পূর্ব্বব্যবসা অবলম্বন করিতে হইল। কিন্তু হায় সে রূপ, সে যৌবন আর নাই। আমার জন্য এক্ষণে আর কেহ অর্থ ব্যয় করিতে প্রস্তুত নহে।

এদিকে বাড়ীর ভাড়া দিতে না পারায়, বাটীওয়ালি এক দিন আমাকে বাড়ী হইতে নিষ্ক্রান্ত করিয়া দিল। আমি অনন্যোপায় হইয়া একটী জঘন্য পল্লীতে এক খানি খোলার ঘরের একটী কুঠরি, মাসিক আট আনা হিসাবে ভাড়া লইলাম।

কোন দিন রাত্রি দুইটা, কোন দিন সমস্ত রাত্রি, রাজপথে দাঁড়াইয়া থাকিতাম,—কেহ আমার দিকে ফিরিয়া চাহিতও না ;—বরং কেহ কেহ আমাকে অত্যধিক মোটা দেখিয়া উপহাস করিয়া যাইত। যাহাদের সামান্য পয়সা ব্যয় ব্যতীত, অধিক ব্যয় করিবার ক্ষমতা নাই, তাহাদেরই কেহ কেহ কখন আমার দিকে চাহিত। ইহাতে আমার কোন দিন আহার জুটিত, কোন দিন জুটিত না ; সুরা পান না করিতে পাইলে আমার বুক যেন ফাটিয়া যাইত,—আমি পাগলের মত হইতাম। কি করি ;—এরূপে আর চলে না। তখন আমি দালালী ব্যবসা আরম্ভ করিলাম। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত রাজপথে ঘুরিতাম ; বাবুদিগকে কদর্য্য স্থানে লইয়া গিয়া দুই চারি আনা পাইতাম,—অমনি ঐ পয়সা লইয়া গিয়া সুরাপান করিয়া হৃদয়ের আগুণ নিবাইতাম। কখন কখন মদের দোকানের পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া সমান্য একটু মদের জন্য মেথর ইত্যাদি নীচ ব্যক্তিকে শরীর দান করিতাম।—সাবধান, সাবধান!—রূপ যৌবন থাকে না, ধন, প্রেম, যত্ন, আদর, কিছুই রহে না ; একবার পাপপথে আসিলে আমারই মত পাপের সর্ব্ব নিম্ন স্তরে আসিয়া কীটানুকীট হইতে হয়।

কোন কোন দিন এইরূপ সুরামত্তদিগের সহিত রাত্রি যাপন করিয়া রাজপথপার্শ্বস্থ নর্দ্দমায় মাতাল হইয়া পড়িয়া থাকিতাম,—কুকুর শৃগাল পর্য্যন্ত দুর্গন্ধে আমার নিকট হইতে পলাইত। মদ, মদ,—মদের জন্য প্রাণ যায়,—অন্ন চাহিনা, অর্থ চাহিনা, এ সংসারে কিছুই চাহিনা,—মদ, মদ! মদের জন্য যাহা করিতে বলিবে তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি। মদ না পাইলে বুক জ্বলিয়া যায়, মাথায় বিদ্যুৎ ছুটে, মদ না

খাইলে সমস্ত জীবনের পাপ কথা মনে পড়ে, সুখের কথা দুঃখের কথা মনে হয়,—আমার জ্ঞান থাকে না;—মদের জন্য আমি কোন দিন কাহাকে খুন করিব।

দুই চারি বার মাতাল বলিয়া আদালতে আনীত হইলাম। দুই এক সপ্তাহ কারাগারে গেলাম,—কারাগারে যাইতে কোন কষ্ট নাই, কিন্তু সেখানে মদ নাই,—ইহাই কষ্ট। মদ না হইলে আমি বাঁচি না। এই জন্য সাবধান হইলাম, আর পুলিশের হাতে পড়িতাম না,—মদের দোকানের এক পার্শ্বে পড়িয়া থাকিতাম; তাহাদের গৃহ পরিষ্কার করিতাম, তাহাদের পরিচর্য্যা করিতাম,—এই জন্য তাহারা আমাকে তাড়াইত না। কিন্তু যে চিরসুখে লালিত পালিত,—যে বাল্যকালে বাপের বড় আদরের মেয়ে ছিল,—যৌবনে অপরূপ সুন্দরী বলিয়া রাজরাণী হইয়াছিল, বিলাসিতায় যাহার জীবন কাটিত,—তাহার এ ক্লেশ কয় দিন সহে? আমি জানি না, আমার কি হইল,—যেন চারি দিকে আগুন ছুটিতেছে দেখিলাম,—যেন সেই আগুণের মধ্যে আমি শাণিত ছুরিকা হস্তে ছুটিতেছি,—যেন আমি একজনের কেশাকর্ষণ করিয়া আমার পদতলে নিক্ষিপ্ত করিলাম,—যেন তাহার বক্ষঃস্থলে আমূল ছুরি বসাইয়া দিলাম,—তাহার পর দেখিলাম সে——। আবার আর একজনের পশ্চাতে ছুটিলাম,—সে নরেশ বাবু। তাহাকেও ধরিয়া তাহার গলায় ছুরি বসাইলাম, তখন সেই রক্ত দুই হস্তে তুলিয়া পান করিতে লাগিলাম, যেন এতদিন পরে আমার হৃদয়ে সুরার তৃষ্ণা নিবারণ হইল। তখন আমি শরীরে বল পাইয়া লম্ফ দিয়া উঠিয়া বলিলাম, "তোরাই দুজন আমার দুঃখের মূল,—তোদের রক্ত না খেলে আমার প্রাণ ঠাণ্ডা

হবে না। আজ সে আশা পূর্ণ হ'ল—কেমন হ'ল তো, হা, হা, হা!"

তাহার পর কি হইয়াছিল আমি জানি না। যখন আমার জ্ঞান লাভ হইল,—তখন আমি দেখিলাম আমি আবার হাঁসপাতালে আসিয়াছি। সাসি সারি খাট ও তদুপরি সারি সারি রোগী দেখিয়া বুঝিলাম হাঁসপাতাল, তবে—যে হাঁসপাতালে আমি একবার ছিলাম, এ সে হাঁসপাতাল নহে। এ একটী সুন্দর বৃহৎ বাটী, এখানে খাটগুলি ভাল, বিছানা ভাল,—এতদ্ব্যতীত হাস্যময়ী কয়েকটী মেম রোগীদের পরিচর্য্যা করেন। তাঁহাদের যত্নে আমি দিন দিন আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলাম।

যখন একটু আরাম হইলাম, তখন শুনিলাম যে আমি পাগল হইয়াছিলাম। পাগল হইয়া ৫ বৎসর আলিপুরের পাগলাগারদে বদ্ধ ছিলাম,—পরে সেই খানেই নানা পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পীড়ার উত্তেজনায় আমার উন্মত্ততা দূর হয়; তখন পাগলা গারদের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ আমাকে এই কলিকাতার প্রধান হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দেন,—এখানে আমি প্রায় তিন মাস অর্দ্ধ মূর্চ্ছিতাবস্থায় থাকিয়া পরে এক্ষণে কথঞ্চিৎ আরোগ্য লাভ করিয়াছি। এক্ষণে আমাকে দেখিলে আর চিনিতে পারা যায় না,—আমার শরীর পরিণত হইয়াছে। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তের মাত্রা বোধ হয় পূর্ণ হইয়াছে।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

—:•:—

এ পর্য্যন্ত আমাকে কেহ কখন উপদেশ দেয় নাই; বোধ হয় উপদেশ পাইলে আমি পাপপঙ্কে মগ্ন হইয়া এত কষ্ট পাইতাম না,—জীবনে এত উত্তেজিত হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতাম না,—দিনরাত এত অসহনীয় যন্ত্রণা সহ্য করিতাম না। আমি যেরূপ যন্ত্রণা পাইয়াছি, এ সংসারে আর যেন কেহ সেরূপ যন্ত্রণা না পায়।

কিন্তু এই হাঁসপাতালস্থ দয়াশীলা রমণীগণ আমাকে যেমন যত্ন করিতে লাগিলেন, তেমনই সময় মত তাঁহারা আমায় যথেষ্ট উপদেশও প্রদান করিতে লাগিলেন। তাহাদের মধ্যস্থ একজন আমাকে এত যত্ন করিতে লাগিলেন যে, আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া স্নেহময়ী জননীর কথা ভাবিতাম, অমনি আমার দুটী চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিত। ক্রমে তাঁহার যত্নে, তাঁহার ভালবাসায়, আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম,—আমি তাঁহাকে মা বলিলাম। তিনি তাহাতে বিরক্ত হইলেন না, আমাকে আরও যত্ন ও শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

এক দিন তাঁহাকে আমার জীবনের সকল কথা বলিলাম, আজ সর্ব্বসমক্ষে যাহা প্রকাশ করিয়া বলিলাম, এক দিন তাঁহার নিকট প্রাণ মন খুলিয়া সকল কথা বলিয়াছিলাম,—তাহাতে মনের কতক যন্ত্রণার যেন লাঘব হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত নিজকৃত পাপের জন্য কখনও অনুতাপ করি নাই, এখন হইতে করিতে আরম্ভ করিলাম।

অনুতাপ ও জলন্ত লৌহখণ্ডের ন্যায় হৃদয়ে আঘাত করিত,—ভয়ে অনুতাপ ত্যাগ করিতে চাহিতাম. কিন্তু তবু যেন কেমন অনুতাপ আসিত, তখন উন্মত্তের ন্যায় হইয়া সুরাপান করিতে ব্যাকুল হইতাম। কিন্তু হায়! কে আমাকে এক্ষণে সেই বিষ দিয়া বাঁচাইবে। কত দিন, কত যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াছি, কিন্তু মরিতে কখন চাহি নাই, মরিতে কখন সাহস হয় নাই,—কিন্তু এক্ষণে আর সে দিন নাই, এখন মরিতে পাইলেই যেন আমি নিষ্কৃতি পাই। যা থাকে অদৃষ্টে তাহাই হইবে, নরকে যাইতে হয় যাইব, যে যন্ত্রণা পাইতেছি, তাহাপেক্ষা নরকের যন্ত্রণা কখনও অধিক হইবে না,—অধিক হইতে পারে না। হা ঈশ্বর! আমাকে এ সংসার হইতে লইয়া যাও, নরকে দিতে হয় দাও,—যন্ত্রণা আমার আর সহ্য হয় না।

মানুষ বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার কোন উপায় না দেখিলে যেমন গা ঝাড়িয়া দেয়, কোন চেষ্টাই আর করে না হাঁসপাতালে থাকিয়া রোগের অবসানে আমারও ঠিক সেইরূপ হইল। যেমন রোগে আমার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল শিথিল হইয়া গিয়াছিল, তেমনি হৃদয় ও মনের বৃত্তি সকলও শিথিল হইয়া কেমন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। আর যেন আমার হৃদয় কষ্ট সহ্য করিতে পারে না, আর যেন মন আমার ভাবিতে পারে না,—কেমন, সকলই যেন অসাড় হইয়া পড়িতেছিল। আমি বুঝিতেছিলাম, আমার মৃত্যু সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে,—কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। আমার মানসিক পুনর্জ্জন্ম ঘটিতেছে।

আমি সকল সময়েই, আমার হাঁসপাতালের মায়ের হাস্যময়ী বদনখানি দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইতাম। যেন তিনি নিকটে

থাকিলে আমার হৃদয়ে বল হয়,—তাঁহার হাতখানি দুই হস্তে ধরিতে পারিলে যেন, হৃদয়ে শান্তি বর্ষণ করে। এক দিন প্রেমে পাগল হইয়া প্রমোদের হাতখানি এইরূপে দুই হস্তে ধরিয়া সুখ উপলব্ধি করিয়াছিলাম, সেও সুখ আর এও সুখ, প্রভেদ এই যে, প্রমোদের হাত ধরিয়া যে সুখ উপলব্ধি করিয়াছিলাম, তাহা চাঁপার কঠোর সৌগন্ধ, আর এক্ষণে আমার "মার" হস্ত ধারণ করিয়া যে সুখ লাভ করিয়াছিলাম, উহা প্রস্ফুটিত গোলাপের কোমল স্নিগ্ধ সৌরভ।

তাঁহার উপদেশগুলি, তাঁহার মুখ নিঃসৃত ধর্ম্ম কথাগুলি, আমার প্রাণে যেন সুধা বর্ষণ করিত। দগ্ধ স্থানে সুস্নিগ্ধ মলম লেপন করিলে যেমন সেই স্থানে পরম সুখ বোধ হয়, তাহার উপদেশগুলি শুনিয়া আমার দগ্ধ প্রাণেও ঠিক সেইরূপ আনন্দ বোধ হইত।

একদিন আমি তাঁহার হাতখানি ধরিয়া কাতরস্বরে বলিলাম, "মা, আমাকে কি ঈশ্বর ক্ষমা করিবেন?"

তিনি কোমল স্নেহপূর্ণস্বরে কহিলেন, "বৎসে তিনি অগতির গতি,—তাঁহার নিকট সকলেরই ক্ষমা হইয়া থাকে। তিনি করুণাময় তাঁহার করুণা লাভের জন্য যে কাতর হইয়া তাঁহাকে ডাকে, তিনি তাঁহাকেই করুণা দান করেন।"

আমি। তবে কি তিনি আমাকে ক্ষমা করিয়া চরণে স্থান দিবেন?

তিনি। দিবেন বই কি? কাতরে তাঁহাকে ডাক, দিন রাত তাঁহাকে ডাক,—তিনি পাপীতাপী সকলেরই রক্ষা কর্ত্তা।

আমার হৃদয়ে আশা হইল, ভাবিলাম তবে তো এ যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি। বিধাতা তো আমাকে ক্ষমা

করিবেন। তিনি যে দয়াময়, তিনি যে পাপীতাপীর উদ্ধার কর্ত্তা ও আশ্রয় দাতা। আমি দিনরাত কাতরে তাঁহাকে ডাকিব।

সেই দিন হইতে আমার প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল। আমি তাঁহাকে ব্যাকুল হইয়া ডাকিতে লাগিলাম। মনের সহিত নিশ্চয়ই শরীরের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। আমার মনে যেরূপ দিন দিন শান্তি জন্মিতে লাগিল, এ দিকে শরীরেও সেইরূপ বল পাইতে লাগিলাম। এইরূপে দিন দিন আমি আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলাম, কিন্তু "এখন কোথায় যাইব, কে আমাকে আশ্রয় দিবে? কোথায় গেলে বিধাতাকে নিশ্চিন্ত মনে ডাকিতে পারিব?" এই সময়ে আমার "মা" আসিয়া আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসে কি ভাবিতেছ?"

আমি আমার মনের ভাব সকল তাঁহাকে বলিলাম, শুনিয়া তিনি বলিলেন, "তবে আমাকে মা বলিলে কেন? যদি অন্যত্রই যাইবে, তবে কেন আমাকে মা বলিয়া ডাকিয়াছিলে? তুমি যাইতে চাহিলেও আমি তোমাকে যাইতে দিব কেন?"

আমি দুই হস্তে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিলাম, কাঁদিয়া তাঁহার হৃদয় ভাসাইয়া দিলাম। কাঁদিব না ভাবি, তবু না কাঁদিয়া থাকিতে পারি না, তিনিও আমাকে ক্রন্দন হইতে নিবৃত্ত করিলেন না। আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিলাম,— কাঁদিয়া কাঁদিয়া যেন আমার হৃদয়ে শান্তি জন্মিল।

সেই দিন আমি তাঁহার সঙ্গে তাঁহার বাটী আসিলাম। তিনি বিধবা, নাম মিসেস স্মিথ, বয়স প্রায় ৫০ হইয়াছিল। তিনি আমাকে খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিতে বা তাঁহাদের আচার

ব্যবহারে থাকিতে, এক দিনের জন্যও অনুরোধ করেন নাই,—আমি স্বতন্ত্র নিজে রাঁধিয়া খাইতাম,—আমার যখন যাহা প্রয়োজন হইত, আমি চাইতে না চাইতে পাইতাম।

এইরূপ সুখে আমি এই স্থানে তিন মাস কাটাইলাম।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

এক দিন সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আমি বাজার হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলাম।—এক্ষণে আমার লোকালয় বা লোক সমাগম ভাল লাগিত না। সাধ্যপক্ষে আমি বাটীর বাহির হইতাম না, নিজ প্রকোষ্ঠে বসিয়া দিবা রাত্রি নিজকৃত পাপের অনুতাপ করিতাম এবং ব্যাকুলভাবে করুণাময় বিধাতাকে ডাকিতাম। অদ্য বাহিরে গিয়া আমার হৃদয়ে আবার আর একটা আঘাত লাগিল,—সে আঘাতে আমার উপকার ভিন্ন অপকার হইল না, কারণ তাহাতে আমার প্রাণ বিধাতার দিকে আরও অধিকতর আকৃষ্ট হইল।

আমি রাজ পথের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে যাইতেছিলাম। সহসা একখানি বৃহৎ গাড়ী,—তাহাতে দুইটা বৃহৎ অশ্ব সংযোজিত, মহা শব্দে সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল। আমি গাড়ী ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে এই ভয়ে, ছুটিয়া পথের এক পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলাম। এক দিন আমিও এইরূপ গাড়ীতে চড়িয়া এইরূপে রাজপথ দিয়া যাইতাম। এ সকল গাড়ী

দেখিলে আমার সেই সকল কথা মনে পড়িত, এই জন্য আমি কখনও এ সকল গাড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিতাম না, কিন্তু আজ কেমন আপনাআপনিই আমার দৃষ্টি গাড়ীর উপর পড়িল,—আমি চমকিত হইয়া উঠিলাম।

দেখিলাম, সুন্দর বেশভূষায় ভূষিত একটী যুবক স্বয়ং গাড়ী হাঁকাইতেছেন,—তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট কে? যে বেশে এক দিন আমি এইরূপে গাড়ীতে হাওয়া খাইতে বহির্গত হইতাম, ঠিক সেই বেশ—সেইরূপ হাস্য বদনে উপবিষ্টা। যাহার সর্ব্বনাশ আমিই করিয়াছিলাম, যাহাকে কত কুপরামর্শ দিয়া কুল ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম,—পরে যাহার উপার্জ্জনে মহা বিলাসিতায় এক বৎসর কাটাইয়াছিলাম, অবশেষে যে আমার অত্যাচারে পলাইয়াছিল,—আজ সেই মহাসুখে জুড়ী চড়িয়া হাওয়া খাইতে বহির্গত হইয়াছে। আমার মনের পূর্ব্বাবস্থা থাকিলে, হয় তো আমি ইহা দেখিয়া ভাবিতাম যে, "মেয়েটা হাতে থাকিলে আমার সুখের পরিসীমা থাকিত না," কিন্তু সে অবস্থা আমার ছিল না, আমার মনের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল,—এই দৃশ্য দেখিয়া আমার হৃদয়ের অন্তস্তম প্রদেশ হইতে একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস বহির্গত হইল, আমি ভাবিলাম হায়! এক দিন আমিও ভাবিয়াছিলাম, এইরূপ সুখে জীবন কাটিয়া যাইবে, কিন্তু পাপীর জীবন সেরূপেতো কাটে না। হায়, হায়, আমি ইহার কি সর্ব্বনাশই করিয়াছি, বিধাতা কি আমাকে ক্ষমা করিবেন, এ পাপের কি ক্ষমা আছে?

এই সময়ে আমি চাবুকের শব্দে চমকিত হইয়া উঠিলাম,—দেখিলাম শকটারোহী বাবু, গাড়ীর সম্মুখে পতিত একটী লোককে, সবলে চাবুকের আঘাত করিলেন, সে লোকটী ছুটিয়া

আসিয়া পথের এক পার্শ্বে পড়িল, গাড়ী মহাশব্দে দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল। ইহা দেখিয়া আমার পূর্ব্বকথা মনে পড়িল, হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে গাড়ীতে হাওয়া খাইতে বহির্গত হইয়া আমি এরূপ দৃশ্য অনেক দেখিয়াছি। হরিশ,গাড়ীর সম্মুখে কেহ পড়িলেই তাহাকে চাবুক মারিয়া ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইতে শিক্ষা দিতেন। তখন এ দৃশ্য দেখিয়া ও আহত ব্যক্তির যন্ত্রণা দেখিয়া, আমরা উভয়েই হাসিতে হাসিতে গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়া যাইতাম; কিন্তু আজ এ দৃশ্যে বোধ হইল, যেন চাবুক আমারই হৃদয়ে পড়িল; আমি ভাবিলাম "হায় হায়, লোকে যৌবনমদে মত্ত হইয়া একেবারে অন্ধ হয়, পরের ভাবনা একটুও ভাবে না।" লোকটা অধিক আঘাত পাইয়াছে কি না দেখিবার জন্য আমি তাহার নিকটস্থ হইলাম। কিন্তু কি দেখিলাম? সহসা সূর্য্যমণ্ডল খসিয়া ভূমে পতিত হইলেও আমি এত স্তম্ভিত হইতাম না। আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিলাম, কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যেই যেন আমার হৃদয়ে বল পুনর্ব্বার দেখা দিল,—আমি চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলাম,—সেই ব্যক্তি আমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান।

তাহার পায় জুতা নাই, একখানি ছিন্ন মলিন বস্ত্র পরিধান,—ঐরূপ একটী উত্তরীয় স্কন্ধে। যে কারণেই হউক—আমার আকৃতি দেখিয়াই হউক বা আমি দয়ার্দ্রভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়াছিলাম ভাবিয়াই হউক,—তিনি বলিতেছিলেন, "তিন দিন খাই নাই, প্রাণ যায়, মা দয়া করে কিছু দাও।"

আমি ভাবিলাম পৃথিবী দ্বিধা হও, আমি তোমাতে প্রবেশ করি,—এ যন্ত্রণা আমার আর সহ্য হয় না; কিন্তু তখনই হৃদয়ে যেন ঈশ্বর আসিয়া আমাকে কি বলিলেন, আমি বল পাইলাম,

আমি আমার সন্দেহ মিটাইবার জন্য সেই লোকটীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কোথায় থাক ?"

লোক। আর মা, থাক্‌বার কথা বলেন কেন ? যেখানে হয় থাকি,—আমি বড় গরিব।

আমি। তোমার এমন অবস্থা হইল কেন ?

লোক। সে অনেক কথা,—অদৃষ্টে দুঃখ ছিল বলে হ'ল।

আমি। তোমায় কোথায় দেখেছি বলে বোধ হয়।

লোক। আশ্চর্য্য নাই। ওসব কথায় আর কাজ নেই, আমার কথা কবার ক্ষমতা নেই,আমি তিন দিন খাই নাই মা—ঈশ্বর তোমার ভাল কর্ব্বেন। আমাকে বাঁচাও,—কিছু দেও।

তখনও আমার সন্দেহ যায় নাই। আমি বলিলাম, "আমাকে যদি তোমার ঠিক নামটা বল, তবে আমি তোমায় একটা টাকা দি।"

একটা টাকার লোভ বড়ই লোভ,—বিশেষতঃ আমি বুঝিলাম, এই ব্যক্তির লোভ হইয়াছে ; কিন্তু প্র থমে একটা নাম তিনি বলিলেন, আমি বলিলাম "না, হ'ল না, যদি ঠিক নাম না বল, তবে আমি চলিলাম।"

এই বলিয়া আমি অগ্রবর্ত্তী হইলাম, তিনি আসিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইলেন, বলিলেন "কেন, বলিলাম তো—তবে কি আপনি আমাকে চিনেন ?"

আমি। না।

তিনি। তবে আমার নাম, ও নাম নয় কেমন ক'রে জান্‌লেন ?

আমি। আমার সন্দেহ হ'ল, তাই বলিলাম। পথ ছেড়ে দেও আমি যাই।

তিনি। আমি বল্‌চি।

আমি। তবে বল।

তিনি একটু ভাবিয়া অবশেষে নিজ নাম বলিলেন; আমার সন্দেহ দূর হইল, আমার নিকট যে একটী টাকা ছিল, আমি সেই টাকাটী তাহাকে দিলাম। তাহাকে আমার প্রাণ দিলেও আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না।

টাকাটী পাইয়া সেই ব্যক্তি সত্বরপদে নিকটস্থ মদের দোকানে প্রবিষ্ট হইলেন,—দেখিয়া আমি চক্ষু মুদিলাম, বলিলাম, "বিধাতা, আমাকে চরণে স্থান দেও,—দয়াময়, আর যে আমার সহ্য হয় না।"

যিনি অদ্য রাজপথে ভিক্ষা করিতেছেন, যিনি অদ্য পরের নিকট চাবুক খাইলেন, যিনি অদ্য আমার নিকট ভিক্ষা করিয়া মদে নিজযন্ত্রণা ডুবাইতে গেলেন,—এক দিন তিনি আমার চরণে সর্ব্বস্ব উপহার দিয়া, আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে—আমার চরণে আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন; আমি পদাঘাত করিয়া তাহাকে দূর করিয়াছিলাম,—আমার মত রাক্ষসীর পাপের কি কখনও ক্ষমা আছে?

আর কি বলিতে হইবে যে ইনি অপর কেহ নহেন,—কুমার হরিশ্চন্দ্র।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

মেম সাহেবের নিকট আরও এক বৎসর কাটিল; তখন কেমন সেস্থানও আমার পক্ষে ক্লেশকর হইয়া উঠিল, মেম সাহেব ইহা বুঝিলেন, আমিও একদিন তাঁহাকে সকল কথা

খুলিয়া বলিলাম; শুনিয়া তিনি বলিলেন, "বুঝিতে পারিয়াছি, কোন কাজ না পাইয়া তোমার মন অস্থির হইতেছে; আচ্ছা আমি দেখি, তোমার জন্য কোন কাজ সন্ধান করিতে পারি কি না।"

আরও একমাস কাটিয়া গেল। তখন একদিন তিনি আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, "তোমাকে ছাড়িতে আমার প্রাণ চাহে না, কিন্তু পাছে এখানে বিনা কাজ কর্ম্মে থাকিয়া আবার তোমার মন খারাপ হয়, কেবল এই জন্যই আমি তোমাকে ছাড়িতে চাহিতেছি।"

আমি। আমার জন্যে কি কোন কাজ সন্ধান কর্ত্তে পেরেছেন?

তিনি। হাঁ, বেশ কাজ। বড় লোকের বাড়ী,—বিশেষ তিনি লোক বড়ই ভাল।

আমি। কি কাজ কর্ত্তে হবে?

তিনি। কিছুই নয়, যে কাজ কল্লে তোমার মন ভাল থাকিবে সেই কাজ।

আমি। সে কি কাজ?

তিনি। তাঁর ছেলে মানুষ কর্ত্তে হবে। এই,—ছেলেকে দুধ খাওয়ান, যত্ন করা, কোলে করে নিয়ে বেড়ান

অনেক দিন থেকে আমার মনে এ ইচ্ছা যেন লুক্কাইত ভাবে ছিল,—কখন কখন মনে হইত আমার যদি একটী ছেলে থাকিত, তাহা হইলে তাহাকে মানুষ করিয়া, বোধ হয় মনকে সুস্থির রাখিতে পারিতাম,—কিন্তু সে আশাতো কখন পূর্ণ হইল না। এক্ষণে মেমসাহেবের কথা শুনিয়া মনে হইল, নিজের ছেলে নাই হইল? ছেলে তো। ছেলে মানুষ করিলে নিশ্চয়

আমার মন সুস্থির থাকিবে। আমি বলিলাম, "আমারও ঠিক এই কাজ কর্‌বার অনেকদিন থেকে ইচ্ছা আছে।"

তিনি। তবে বেশ ভালই হয়েছে।

আমি। আমাকে কবে সেখানে যেতে হবে?

তিনি। কালই।

আমি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম, কিন্তু বিদায় কালে মেমকে ছাড়িয়া যাইতে প্রাণ চাহে না। আমি আমার জননী বিহনে তাঁহাকেই মায়ের মত ভাল বাসিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। আমি দুই হস্তে তাঁহার গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া বলিলাম "মা, আমাকে ভুল না।"

তিনিও কাঁদিতেছিলেন, বলিলেন, "তুমি মধ্যে মধ্যে যখন ইচ্ছে হয় এখানে এস, আমি তাঁকে বলেচি। তিনি এতে কোন আপত্তি কর্‌বেন না।"

আমি চাকরি করিতে যাত্রা করিলাম। অন্য সময় হইলে হয়ত ভাবিতাম, "আমার অদৃষ্টে ইহাও ছিল, যে রাজরাণীর সুখ সচ্ছন্দতা লাভ করিয়াও সন্তুষ্ট হয় নাই, সেই শেষে পরের দাসত্ব করিতে চলিল? কিন্তু এ সকল কথা এখন আর আমার মনে হইল না,—আমি আনন্দিত মনে চাকরি করিতে চলিলাম।

তিনি আমাকে ঠিকানা বলিয়া দিয়াছিলেন, একখানি চিঠিও দিয়াছিলেন। চিঠির উপরে নাম ইংরাজিতে লেখা, সুতরাং আমি পড়িতে পারি নাই; কাহার বাড়ী যাইতে হইবে, তাহাও তিনি আমাকে বলেন নাই। পথে আসিতে আসিতে ভাবিলাম, "কার বাড়ী যাইতেছি, তারাতো আমাকে চিন্‌তে পার্ব্বে না,—না, আমাকে এখন আমিই চিন্‌তে পারিনে,—অন্যে কেমন করে পার্ব্বে?" মেম আমাকে রাস্তার

নাম ও নম্বর বলেছিলেন, কিন্তু আমি আসিতে আসিতে সে কথা ভুলিয়াগিয়াছিলাম,—কেবল কোন্ স্থানে যে রাস্তাটী তাহা মনে ছিল, তাহাতেই কেমন আপনাআপনিই সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, সম্মুখে একটী বৃহৎ সুন্দর অট্টালিকা, ভাবিলাম হয়তো এই বাড়ী, কারণ মেম বলিয়াছিলেন,—তিনি বড় লোক। আমি ধীরে ধীরে বাটীর দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলাম,—দেখিলাম দ্বারে অনেক দ্বারবান বসিয়া আছে, অনেক লোক যাঁতায়াত করিতেছে,—কিন্তু সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিতে আমার সাহস হইল না। আমি একজন পথিককে পত্রখানি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এঁর কোন্ বাড়ী" তিনি অঙ্গুলী দিয়া বৃহৎ অট্টালিকা দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "এই যে।"

আমি তখন ধীরে ধীরে সেই দিকে চলিলাম, কেমন স্বতঃই আমার হৃদয় স্পন্দিত হইতে লাগিল, শরীর কম্পিত হইতে লাগিল, আমি অনেক কষ্টে পত্রখানি লইয়া একজন দ্বারবানের হস্তে দিলাম, সে আমাকে ভিক্ষুক ভাবিয়া ভ্রুকুটী করিয়া রাগতস্বরে কি বলিল, আমি বুঝিতে না পারিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলাম। আর এক জন দ্বারবান আমাকে ধমক দিল, বলিল, "বাহার যাও, বাহার যাও।" আমি ফিরিতেছিলাম, এই সময়ে সেই স্থান দিয়া একটী ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে যাইতেছিলেন, তিনি গোলযোগ দেখিয়া আমার দিকে ফিরিলেন, বলিলেন, "দেখি কার চিঠি।" আমি তাঁহার হস্তে পত্রখানি দিলাম, তিনি দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজার যে! তুমি কোথা থেকে এসেচ?" আমি মেমসাহেবের নাম করিলাম। তিনি বলিলেন, "ওঃ,—একটু এখানে দাঁড়াও,

আনি রাজাকে চিঠি পাঠিয়ে দিচ্ছি।” এই বলিয়া তিনি চিঠি লইয়া চলিয়া গেলেন।

আমি কেমন করিয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিব? যত লোক সেই পথ দিয়া যাইতেছে, আসিতেছে, সকলেই আমার দিকে চাহিতেছে, সকলেই আমাকে ভিক্ষুক মনে করিয়া মুখ ফিরাইতেছে; আমি কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আর পারিলাম না,—পূর্ব্ব কথা একে একে সকল মনে হইতে লাগিল,—আমি ভাবিলাম “এখানে থাকিলে হয়তো আবার পাগল হইব, আমি পালাই।”

যখন এই ইচ্ছা আমি কার্য্যে পরিণত করিতে প্রস্তুত হইতেছিলাম, সেই সময় একটী রমণী আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, “হ্যাঁগা, তুমিই কি চিঠী নিয়ে এসেছিলে গা।

আমি। হ্যাঁ।

রমণী। তবে আমার সঙ্গে এস। মহারাজা তোমায় ডেকেছেন।

মহারাজাকে ভাবিতে ভাবিতে আমি সেই বৃহৎ অট্টালিকায় প্রবেশ করিলাম।

কত বড় বড় ঘর,—প্রতি ঘর কেমন সাজান, এক দিন আমারও বাড়ী ঠিক এমনই সাজান ছিল, কিন্তু আমার বাড়ীতে এত আনন্দ ছিল না,—এত লোক জন চলা ফেরা করিত না। এমন সুন্দর ছেলে মেয়েগুলি খেলা করিয়া বেড়াইত না। দেখিলাম বাটীর বিস্তৃত প্রাঙ্গনে কয়টী ছেলে মেয়ে ছুটাছুটী করিয়া খেলা করিতেছে, তাহাদের বালসুলভ হাস্যধ্বনী চারিদিকে উত্থিত হইয়া সমস্ত প্রাসাদকে মধুময় করিতেছে। তাহাদের হাঁসি আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া যেন সুধাবর্ষণ

করিল। সেই ছেলেগুলিকে কোলে লইয়া আদর করিতে আমার ইচ্ছা হইল—কিন্তু উহারা রাজার ছেলে, আর আমি ভিখারিণী,—আমার কোলে উহারা আসিবে কেন? আমি দাসীর সঙ্গে উপরে চলিলাম।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

একটী সুন্দর সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ,—একপার্শ্বে একখানি বৃহৎ কৌচ, ঐ কৌচের উপর বসিয়া দুই জন,—একজন পুরুষ, অপরা স্ত্রী। তাহার ক্রোড়ে একটী ক্ষুদ্র শিশু। তিনি হাসিতে হাসিতে আদর করিয়া শিশুকে তাহার পিতার ক্রোড়ে দিতে ছিলেন,—আর তিনি আদরে শিশুকে ক্রোড়ে লইতেছিলেন; বলিতেছিলেন, "দেখ, গায় মুতে দেবে না তো?" শিশুর জননী হাসিয়া উত্তর করিলেন, "না হয়, একটু দিলেই বা, তাতে তোমার সোণার অঙ্গ মলিন হবে না।" তিনি হাসিয়া শিশুর মুখচুম্বন করিলেন, আমি দূর হইতে এই দৃশ্য দেখিয়া ভাবিলাম, "কে বলে পৃথিবীতে সুখ নাই—এই তো স্বর্গ।"

আমরা গৃহে প্রবেশ করিলাম, আমাদের পদশব্দে তাঁহারা উভয়েই চমকিত হইয়া মস্তক তুলিলেন,—আমি একবারমাত্র তাঁহার দিকে চাহিলাম, তৎপরে আমার বোধ হইল, যেন আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল,—আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিলাম।

আমি চিনিলাম,—কিন্তু তিনি চিনিলেন না। যে মূর্ত্তি

হৃদয়ে হৃদয়ে গাঁথা ছিল, তাহা কি কখন ভুলা যায়? আমি প্রমোদকে চিনিলাম,—প্রমোদ সেই প্রমোদই আছেন,—কেবল আমি,—সেই আমি নাই। প্রমোদ তো ইচ্ছা করিয়া কোন পাপ করেন নাই,—তাই তিনি আজ এত সুখী,—আর, আর আমি কালামুখী,—এত দুঃখী।

তিনি আমাকে চিনিতে পারিলেন না দেখিয়া, আমার মন কতক প্রকৃতিস্থ হইল,—ভাবিলাম "তবে আর আমার ভয় কি? অন্য খানে থাকাপেক্ষা প্রমোদের এখানে থাকা ভাল। প্রমোদের কাছে থাকিতে পাইলে সে স্থান নরক হইলেও স্বর্গ। হায়, হায়, এখনও আমি প্রমোদকে ভুলি নাই।" আবার ভাবিলাম "প্রমোদের স্ত্রীর সেবা করিলে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কতক হইবে। আর প্রমোদের ছেলে মানুষ করা!—সে তো আমারই ছেলে!"

দাসী আমার পরিচয় বলিলে প্রমোদের স্ত্রী মধুরস্বরে বলিলেন, "বেস্ আমাদের এখানে থাক, নিশ্চয়ই খোকা তোমাকে বড় ভালবাস্‌বে।"

প্রমোদ। একবার ঝির কোলে খোকাকে দেও দেখি,—দেখি কাঁদে কি না?

হায়, হায়, আমার মৃত্যু হইল না কেন? প্রমোদের স্ত্রী উঠিলেন, শিশুকে আমার ক্রোড়ে দিলেন; সে প্রথম কাঁদিয়া উঠিল, কিন্তু আমি তাহাকে এত আদর করিয়া কোলে লইলাম যে, শিশু যেন তাহা বুঝিল,—সে আমার মুখের দিকে চাহিয়া মধুর হাসি হাসিয়া উঠিল। স্বামী স্ত্রী উভয়ে একদৃষ্টে শিশু কি করে তাহাই দেখিতেছিলেন; এক্ষণে তাহাকে হাসিতে দেখিয়া তাঁহারাও হাসিয়া উঠিলেন, আমি লজ্জা সরম ভুলিয়া

গেলাম, আমি আমার অবস্থা বিস্মৃত হইলাম,—আমি সাদরে শিশুর মুখ চুম্বন করিলাম। শিশুর জননী দেখিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঝি, তোমার কটি ছেলে পিলে?" আমি ঘাড় নাড়িলাম, অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল; তিনি তাহা দেখিয়া আমাকে বলিলেন "তবে খোকাকে তুমি নিয়ে যাও, তোমার ঘর টর সব পরে ঠিক করে দেব তখন।" আমিও তাহাই চাহিতেছিলাম,—সত্বর পদে সেই ঘর পরিত্যাগ করিলাম। যাইতে যাইতে শুনিলাম, শিশুর জননী বলিতেছেন,"বোধ হয় এর ছেলেপিলে ছিল, সব কটী মরে গেছে।"

আমি এই কয়টী কথা শুনিয়া, একটু ঘাড় ফিরাইয়া তাঁহাদের দিকে ফিরিলাম,দেখিলাম তাঁহার চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়াছে। তিনি স্বামীর স্কন্ধে মাথা রাখিয়া কাতরস্বরে বলিতেছেন, "যদি ঝির মত আমাদেরও সর্ব্বনাশ হয়——"

প্রমোদ স্ত্রীকে সাদরে চুম্বন করিয়া বলিলেন, "আমাদের সহায় বিধাতা।"

বুঝিলাম ধর্ম্মে ও পাপে প্রভেদ আছে,—বুঝিলাম কুলটায় ও সতীত্বে প্রভেদ আছে,—বুঝিলাম স্ত্রীলোকের সতীত্বই সব। যে একবার এ ধন হারাইয়াছে, সে নরকে নিপতিত হইয়াছে। আর যে ইহা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে, সে সহস্র কষ্টেও পরম সুখী থাকে।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

আমার জীবনের কথা বলা শেষ হইয়াছে। আর কি বলিব? আর একটু না বলিলে যেন প্রাণের সন্তোষ হয় না, তাই বলিতে হইল।

প্রমোদের বাটী এক বৎসর দাসীবৃত্তি করিলাম,—জীবনে এত দিন পরে সুখী হইয়াছিলাম। প্রমোদের স্ত্রীর ন্যায় দয়াশীলা স্নেহময়ী গৃহিণী হয় না। তিনি আমাকে বড়ই যত্নে রাখিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার অত্যধিক যত্নে কখন কখন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। যখন ভাবিতাম, আমি ইহারই এক দিন সর্ব্বনাশ করিয়াছিলাম,—তখন আমি যন্ত্রণায় অস্থির হইতাম,—শত সহস্র প্রকারে তাঁহার সেবা করিয়া, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চেষ্টা পাইতাম।

প্রমোদের সহিত অধিক সাক্ষাৎ হইত না,—কখন কখন হইত। তিনি আমার সহিত প্রায় কথা কহিতেন না;—কখনও আমাকে ছেলে লইয়া নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিতেন, কখন বা আমার কোল হইতে ছেলে লইতেন। আমার সৌভাগ্য বশতঃই হউক বা আমার দুর্ভাগ্য বশতঃই হউক এক দিন দুই প্রহরের সময় কর্ত্রী ঠাকুরাণী আমাকে বলিলেন, "ঝি তুমি একটু এঁর পা টেপ, আমি একটু কাজে যাই।" তিনি স্বামীর পদসেবা করিতেছিলেন। প্রমোদ অনভিমত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই আমি তাঁহার পা ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া বসিলাম,—এক দিন তিনি আমার পদসেবা করিতে পাইলে চরিতার্থ হইতেন,—এক দিন তিনি ইহার জন্যই আমাকে এক সুট জড়োয়া গহনা দিয়াছিলেন। কার প্রাণে এত সয়?

আমি আর হৃদয়কে দমন করিতে পারিলাম না,—আমার চক্ষু জলে পূর্ণ হইল, আমি চক্ষু জল সম্বরণ করিতে আর পারিলাম না, আমার অজ্ঞাতসারে উষ্ণ চক্ষু জল প্রমোদের চরণে পতিত হইল। তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিদ্রিত হইবার চেষ্টা করিতে ছিলেন, কিন্তু আমার চক্ষু জল তাঁহার চরণে পতিত হইলে তিনি চমকিত হইয়া চক্ষুরুন্মীলন করিলেন,—আমিও লজ্জিত হইয়া চক্ষুজল ক্ষিপ্রহস্তে মুছিয়া ফেলিলাম। তিনি উঠিয়া বসিলেন, অনেকক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন,—"ঝি তুমি কাঁদ্‌চ?" আমার মুখ যেন কে চাপিয়া ধরিল, আমি কেবলমাত্র উত্তর করিলাম "না"। তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না, বলিলেন "না, তুমি কাঁদ্‌চ।"আমি আবার বলিলাম,"না" তিনি আবার বহুক্ষণ এক দৃষ্টে আমার দিকে চহিয়া রহিলেন, আমি আর তাঁহার সম্মুখে বসিতে পারিলাম না, আমি উঠিয়া পলাইতেছিলাম,—তিনি বলিলেন "বস।" আমি উঠিতে পারিলাম না, কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় সেই স্থানে বসিয়া রহিলাম। তিনি আবার আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন, পরে সহসা আমার নিকটস্থ হইয়া এত শীঘ্র দুই হস্তে আমার মুখ তুলিয়া ধরিলেন যে, তিনি কি করিতেছেন বুঝিতে না পারিয়া, তাঁহার কার্য্যের প্রতিবন্ধক হইতে পারিলাম না। তিনি রুদ্ধকণ্ঠে অস্পষ্ট স্বরে কহিলেন; "তুমি স্বর্ণ।" আমি আর ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিলাম না,—ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম।

এই সময়ে কর্ত্রীঠাকুরাণী গৃহে প্রবেশ করিলেন। আমার তৎকালীন অবস্থা আর কাহাকেও বর্ণনা করিব না,—তাহা বর্ণনা করা যায় না।

প্রমোদ উঠিয়া স্ত্রীর নিকট গেলেন, তখন গৃহের এক

পার্শ্বে গিয়া তাঁহারা দুই জনে কি কথোপকথন করিতে লাগিলেন। আমি উঠিতেও পারি না—বসিয়াও থাকিতে পারি না। শুনিয়াছি, শূলে দিলে লোকের অসহ্য যন্ত্রণা হয়,—কিন্তু আমার সেই সময় যে যন্ত্রণা হইয়াছিল, তাহাপেক্ষা অধিক যন্ত্রণা সংসারে আর কাহারও কখন হইতে পারে না।

অবশেষে তাঁহাদের কথোপকথন শেষ হইল। কর্ত্রীঠাকুরাণী হাসিতে হাসিতে আসিয়া আমার হাত ধরিলেন,—আদরে আমার চক্ষু জল মুছাইয়া দিলেন, বলিলেন, "আজ হ'তে তুমি আমার দিদি, তিনি আমাকে সকল কথা বলেছেন। তাঁহাকে তুমি ভাল বাসিতে, তা আমায় এসে কেন বলনি দিদি? তা হ'লে আমারও এত কষ্ট হ'ত না, তিনিও এত কষ্ট পেতেন না,—তুমিও এত কষ্ট পেতে না। যা হবার তা হ'য়ে গেছে—এখন তুমি আমার বড়দিদি।"

পূর্ব্বে এক দিন যেমন আমার সমস্ত শরীর হইতে অগ্নি মস্তিষ্কে উঠিয়াছিল, আজও ঠিক তেমনই হইল,—আমি বুঝিলাম আমি পাগল হইতেছি। আমি কাঁদিয়া তাঁহার দুই পা জড়াইয়া ধরিলাম, বলিলাম,—"আপনি দেবী আমি রাক্ষসী,—আমায় ক্ষমা করুন আমায় ক্ষমা করুন।"

হায়, হায়, কুলটায় ও সতীলক্ষ্মীতে আকাশ পাতাল প্রভেদ!

সে দিন কাটিয়া গেল, সেই যে প্রমোদকে দেখিয়াছিলাম, আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। তাঁহাকে দেখিতে বড় ইচ্ছা হইত,—কিন্তু সে ইচ্ছা হৃদয়ে দমন করিতাম।

কিন্তু আর তো আমি সে বাড়ীতে থাকিতে পারি না। আমার যে যন্ত্রণা অসহ্য হইয়াছে,—আমি যে আবার পাগল হইতেছি। আমি এক দিন প্রমোদের স্ত্রীকে আমার মনের ভাব বলিলাম। তিনি শুনিয়া আদর করিয়া আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, "তিনি তা আগেই বুঝেছেন। তোমার জন্য তিনি কাশীতে বাড়ী ঠিক করেছেন,তুমি কাশীতে থেকে, ধর্ম্মকর্ম্ম করে সময় কাটাবে।"

আমি ব্যগ্র হইয়া বলিলাম, "আমি তাই চাই, আমি তাই চাই।"

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

আমার কাশী যাইবার দিন স্থির হইল। আমি এক দিন মেম সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিলাম। তিনি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, বলিলেন "যেখানেই থাক করুণাময়কে মন প্রাণ খুলিয়া ডাকিতে পারিলেই মনে শান্তি পাইবে।"

অবশেষে আমার কাশী যাত্রার দিন আসিল, আমি একে একে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। একবার প্রমোদকে শেষ দেখিতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু সে ইচ্ছা হৃদয়েই থাকিল, প্রকাশ করিয়া বলিতে সাহস হইল না। প্রমোদের স্ত্রী আমার মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন, "একবার তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবে?" আমি মুখ ফুটিয়া বলিলাম "আপনি আমাকে অনেক অনুগ্রহ করেছেন, এটীও করুন—আর আপনাকে অধিক কি বলিব?"

তিনি প্রমোদকে সম্বাদ দিলেন। প্রমোদ আসিলেন,—বহুদিবস পরে আবার আমরা দুই জনে সম্মুখে সম্মুখে দাঁড়াইলাম,—কিন্তু কাহারই মুখে কথা নাই। দেখিয়া প্রমোদের স্ত্রী গৃহত্যাগ করিয়া যাইতেছিলেন,—তখন আমার মুখ ফুটিল, আমি যাইয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলাম "না, আপনি যাবেন না,—আমি যা বলিব আপনার সম্মুখেই বলিব।" এই বলিয়া আমি লম্ফ দিয়া যাইয়া প্রমোদের সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিলাম,—দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম, "আমি কাশীই যাই, আর যাই করি, তুমি আমাকে ক্ষমা না করিলে আমার মনে শান্তি লাভ হইবে না। প্রমোদ, আমার পাপের যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে, নিজ পাপের জন্য যথেষ্ট দণ্ড পাইয়াছি,—এখন বল, বল, বল যে তুমি আমাকে ক্ষমা করিলে?"

প্রমোদ নীরব নিস্পন্দ,—দেখিয়া তাঁহার স্ত্রী বলিল "নাথ,—এঁর কি অপরাধ? অপরাধ আমাদের অদৃষ্টের।"

প্রমোদ। ঠিক বলেছ, অপরাধ আমাদের অদৃষ্টের, এই বলিয়া তিনি আমাকে হস্ত ধরিয়া তুলিলেন, বলিলেন "তোমা-

হই বা দোষ কি? ভালবাসায় মুগ্ধ হয়ে তুমি যা করিয়াছিলে, তাহা করিয়াছিলে, ইহাতে তোমার দোষ কি, আমি তোমায় ক্ষমা করিলাম। প্রার্থনা করি, অন্তরের সহিত প্রার্থনা করি,—ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা করুন।"

আমি আর দাঁড়াইতে পারিলাম না, ছুটিয়া আসিয়া গাড়ীতে উঠিলাম।

সেই পর্য্যন্ত আমি কাশীতে আছি। প্রমোদ আমাকে একটী সুন্দর বাড়ী দিয়াছেন, আমার ব্যয়ের জন্য মাসিক এক শত করিয়া টাকা দেন, এতদ্ব্যতীত তাঁহার গুণবতী ভার্য্যা মধ্যে মধ্যে আমাকে টাকা ও নানা দ্রব্য পাঠাইয়া দেন। আমি পবিত্র ধাম কাশীধামে বাস করিয়া, গঙ্গাতীরে বসিয়া বিধাতাকে ডাকিতেছি। এত দিনে আশা হইয়াছে, যে করুণাময় করুণা করিলেও করিতে পারেন।

এ জীবন বৃত্তান্ত লিখিতাম না,—কিন্তু এই দূর কাশীধামের পবিত্রতার মধ্যে, দিন দিন পাপের বৃদ্ধি দেখিয়া সন্তপ্ত হইতেছি। আমার জীবনবৃত্তান্ত পড়িয়া অনেক যুবক যুবতী সাবধান হইতে পারিবেন,—অনেকে পাপপথের ভীষণ পরিণাম দেখিয়া ভয়ে পুণ্যপথাবলম্বী হইবেন, এই ভরসায় এই পুস্তক প্রচার করিলাম।

হে বঙ্গীয় যুবক যুবতী! ভুক্তভোগী বলিতেছে সাবধান, সাবধান,—পাপে মগ্ন হইও না। পাপের সুখ আপাতমনোরম, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পাপপথ আগুনের জলন্ত উৎস ভিন্ন আর কিছুই নহে!

উপসংহার।

স্বর্ণ বাইয়ের জীবনের শেষাংশ লিখিবার ভার আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছে। বারবনিতা নাম ভদ্র সমাজে হেয় ও ঘৃণিত; বারবনিতার জীবনে যে কত রহস্য, কত দুঃখ, ও কত শিক্ষা;— তাহা মানুষ ফিরিয়া দেখিতে চাহে না। দেখে না বলিয়াই সংসারে নরনারী দিন দিন এত অধঃপতিত হয়। ব্রাহ্মণ কন্যা কাত্যায়নির মত, কত শত রমণী এ সংসারে দুঃখ পাইতেছে;— কত শত রমণী প্রত্যহ কুপথগামী হইয়া সংসারকে নরকে পরিণত করিতেছে,—কত শত বালবিধবা বালস্বভালসুলভ চপলতা ও নির্বুদ্ধিতা বশতঃ কাত্যায়নীর ন্যায় জীবন পাপসাগরে ভাসাইয়া দিতেছে। হৃদয়ে প্রেম থাকিলে কি হইবে?—হৃদয়ে সরলতা থাকিলে কি হইবে? গরলে উৎকট পীড়া আরোগ্য হয়, আবার গরলেই প্রাণ নষ্ট হয়। যে প্রেমে নরনারীকে দেবপদে অধিষ্ঠিত করে, ঠিক সেই প্রেমেই আবার নরনারীকে পশুর অধম করিয়া ফেলে। স্বর্ণের জীবনে স্বর্ণ যাহা বলিয়াছে, ইহাই তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। স্বর্ণ যদি বিধবা না হইত,—স্বর্ণ যদি প্রমোদকে ভাল না বাসিত; তাহা হইলে তাহার অদৃষ্টে এরূপ ঘটিত না; যদি বা ভাল বাসিল, তবে প্রমোদকে পাইল না কেন? এ সমস্ত এ সংসারে কে ঘটায়, তাহা মানুষ বলিতে পারে না; মানুষ ভাবে এ সমস্ত অদৃষ্টে করে। কাশীতে বসিয়া অনুতাপিনী স্বর্ণও ঠিক এইরূপ ভাবিত। সে বুঝিয়াছিল, এ সংসারের অন্তরালে থাকিয়াইকোন বাজিকর,— কোন অসীম ক্ষমতাশালী অজ্ঞেয় দেবতা—সংসারস্থ নর নারীকে নাচাইতেছে! মানুষ তো তাহার হাতের ক্রীড়ার দ্রব্য।

এক বৎসর কাটিয়া গেল। সত্য কথা বলিতে কি স্বর্ণের ধর্ম্ম-কর্ম্ম কিছুই হইল না! সে প্রমোদকে কখন ভুলিল না। এই কাশীতে সে প্রথম প্রমোদকে দেখিয়াছিল!—এই সেই মণিকর্ণিকার ঘাট। সে কেমন করিয়া জীবনের সকল কথা একবারে ভুলিয়া যাইবে? প্রেম কখন কি ভুলা যায়?

ক্রমেই তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। উচ্চ্ছৃঙ্খল

পর্ব্বতের উপর অজস্র বৃষ্টিপাত হইতে আরম্ভ হইলে, যেমন তাহার উপর হইতে মৃত্তিকা ও প্রস্তর ধীরে ধীরে ভাঙ্গিয়া পড়ে, ঠিক সেইরূপ তাহার হৃদয় মন্দির যেন প্রত্যহ তিল তিল করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। তাহার মানসিক বৃত্তি সকল কেমন ধীরে ধীরে শিথিল হইয়া পড়িতে লাগিল; সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল ও ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। নিদ্রার পূর্ব্বে মনুষ্যের যেরূপ শারিরীক ও মানসিক অবস্থা হয়, ঠিক সেইরূপ অবস্থা স্বর্ণের হইতে লাগিল। সে বুঝিল কাল নিদ্রা সম্মুখে,—আর বিলম্ব নাই। কিন্তু একবার প্রমোদকে দেখিতে বড় ইচ্ছা যায়? ঈশ্বর কি সে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন?

তিনি কোন্ সূত্র ধরিয়া কখন কি করেন, তাহা কে বুঝিবে? যে দিন স্বর্ণের হৃদয়ে প্রমোদ দর্শন অভিলাষ জন্মিল, সেই দিন স্বর্ণ ডাকে একখানি পত্র পাইল। পত্র খানি এই—

দিদি, আমার মহিতের অসুখ; তাহার ম্যালেরিয়া জ্বর হইয়াছে; কত ওষুধ খাইল,—কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ডাক্তারেরা তাহাকে পশ্চিমে বেড়াইতে লইয়া যাইতে পরামর্শ দিয়াছেন। তাই আমরা সকলে পশ্চিমে যাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছি। কাল রওনা হইব। পরশু তোমার ওখানে পৌঁছিব। কত দিন তোমায় দেখিনি;—মনে করেছি দিন কয়েক তোমার কাছে থাকিব। তারপর আমরা কাশী থেকে মুসৌরি পাহাড়ে যাইব মনে করিয়াছি। আর, আর অনেক কথা দেখা হ'লে বলিব ইতি।

তোমার অনুগতা ভগিনী

মৃণাল।

পত্র পাইয়া স্বর্ণের হৃদয়ে যেন পূর্ব্ববল আবার দেখা দিল,—স্বর্ণ একবারে উঠিয়া তাঁহাদের আগমনের জন্য বাড়ী ঘর পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিল। ছেলেদের জন্য আহারাদি, অন্যান্যের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকলেরই আয়োজন করিল। যাহাতে তাঁহাদের কোনরূপ অসুবিধা না হয়, তাহা-

রূই বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। পর দিবস যথাকালে নিজ দাসদাসী দিগকে ষ্টেষণে পাঠাইয়া দিল।

প্রমোদ সপরিবারে স্বর্ণের বাড়ী আসিলেন। মৃণাল স্বর্ণকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিলেন। স্বর্ণ কখনই এ দেবীর সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিতেন না। মৃণালের সতীত্বের অনুপমেয় জ্যোতিঃ;—তাহার দেবোপমভাব যেন, তাহার পাপ জীবনকে দগ্ধ করিয়া ফেলিত। সে অদ্যও মৃণালের দেবোপম ব্যবহারে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়া চক্ষুজল সম্বরণ করিতে পারিল না, বলিল, "তুমি দেবি, আমি পিশাচি,—তোমাকে স্পর্শ করিতে আমার ইচ্ছা করে।" মৃণাল সে কথা কাণে না করিয়া ছেলেগুলিকে টানিয়া আনিয়া স্বর্ণের সম্মুখে ধরিল; স্বর্ণ একে একে তাহাদিগের মুখ চুম্বন করিয়া তাহাদিগকে কোলে করিলেন।

২

সেই রাত্রে, তখন প্রায় রাত্রি দুই প্রহর, একজন দাসী আসিয়া প্রমোদের গৃহের দ্বারে আঘাত করিল। চমকিত হইয়া প্রমোদ ও মৃণাল উভয়েই জাগরিত হইলেন। মৃণাল দ্বার উন্মুক্ত করিলে দাসী কহিল, "মা ঠাকরূণের কি ব্যামো হয়েছে, তিনি কেমন কচ্চেন। একবার এসে দেখুন।" মৃণাল প্রমোদকে বৃত্তান্ত বলিলেন; তখন তিনি বলিলেন, "যাও, দেখে এস।"

মৃণাল যাইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তিনি একবারে স্তম্ভিত হইলেন। স্বর্ণ ভূমিশয্যায় শায়িতা, তাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত, তাহার চক্ষু কপালে উঠিয়াছে, নিঃশ্বাস বেগে বহিতেছে,—তাহার সংজ্ঞা নাই। মৃণাল ছুটিয়া আসিয়া স্বামীকে সম্বাদ দিলেন, তখন দুইজনে আবার সত্বর পদে স্বর্ণের গৃহে আসিলেন। দেখিয়া প্রমোদও ভীত হইলেন,—তিনি নাড়ী দেখিবার জন্য স্বর্ণের একখানি হাত ধরিলেন।

অর্দ্ধ মৃত সর্পকে অগ্নির উত্তাপ দিলে সে যেমন লম্ফ দিয়া উঠে, প্রমোদের মায়াময় স্পর্শে স্বর্ণও ঠিক সেইরূপ চমকিত হইয়া মস্তক তুলিল,—একবার চারিদিকে চাহিল,—তৎপরে তাহার মলিন বদনে হাসির উদ্রেক হইল। তখন সে ক্ষীণ

আর সময় নাই, বিধাতার কাছে বলিয়াছিলাম, "বিধাতা! একবার মৃত্যুকালে প্রমোদকে দেখিতে দিও। তিনি দাসীর কথা শুনিয়াছেন। প্রমোদ, আমার মাথার উপর তোমার পা রাখ, বল, বল, আমায় ক্ষমা করিলে?" এই বলিয়া স্বর্ণ নিজ মস্তকে প্রমোদের পদ নিক্ষিপ্ত করিয়া দুই হস্তে পা জড়াইয়া ধরিল। প্রমোদ আর পা ছাড়াইতে পারিলেন না; তখন স্বর্ণ আবার বলিতে লাগিল, "বল, বল, তুমি আমায় ক্ষমা করিলে?" প্রমোদ কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, "তোমায় তো অনেক দিনই বলিয়াছি যে, তোমায় ক্ষমা করিয়াছি। আর ক্ষমাই বা কি? তোমার অপরাধ কি স্বর্ণ?" আবার স্বর্ণ আহত হইয়া মস্তক তুলিল, স্বর্ণ বলিল, "স্বর্ণ কে? প্রমোদ! স্বর্ণ আর নাই, আমি কাতি, আমার নাম কাত্যায়ণী।"

কিয়ৎক্ষণ সকলেই নীরব। তৎপরে স্বর্ণ আবার বলিল, "আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু তোমার কাছে একটী ভিক্ষা আছে।"

প্রমোদ। বল, তুমি যা বলিবে তাই করিব।

স্বর্ণ। আমাকে এক লাক টাকা দান কর।

প্রমোদ। করিলাম।

স্বর্ণ। আর সময় নাই—আর আমি বেশী কথা কহিতে পার্ব্বো না। এই টাকা আর আমার যা কিছু আছে কুমার হরিশ্চন্দ্রকে দিও।

এই বলিয়া স্বর্ণ আর একবার মস্তক তুলিয়া চারিদিকে চাহিল, তৎপরে মৃণালকে দেখিয়া তাঁহাকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিল। তিনি নিকটে আসিয়া বসিলে, সে তাঁহার হাত ধরিয়া বলিল, "আমি অনেক ভুগিয়া শিখিয়াছি—বোন্ সতীত্বের চেয়ে স্ত্রীলোকের আর ধর্ম্ম নেই,—ঈশ্বর—তোমাদের সুখী——করুন।"

আবার স্বর্ণের মস্তক প্রমোদের পদতলে পতিত হইল। প্রমোদ সত্বর মস্তক তুলিয়া দেখিলেন স্বর্ণ আর নাই।

কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া প্রমোদ হরিশ্চন্দ্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর জানি-

গেল হরিশ আর নাই, মদ খাইয়া খাইয়া মরিয়া গিয়াছে।” একদিন রাজপথে তাহার মৃতদেহ পাওয়া যায়, পুলিশ তাহার মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া পরে পুড়াইয়া ফেলে।

হরিশের পরিণাম শুনিয়া প্রমোদের হৃদয় শিহরিয়া উঠিল, তিনি ভাবিলেন, “আমাকে ঈশ্বর রক্ষা করিয়াছেন, নতুবা আমারও দশা ঠিক এইরূপ হইত।” যে রমণীমায়ায় মুগ্ধ হইয়া আত্মজ্ঞান হারায়, তাহারই দশা হরিশের ন্যায় হয়।

প্রমোদ তখন হরিশের স্ত্রীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনেক অনুসন্ধানে তাহাদের সন্ধান পাইলেন। তখন তিনি স্বয়ং তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, কিন্তু যাইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। হায়! রাজার মহিষী, রাজার জননীর এই দশা! কেন এ দুর্দ্দশা? কারণ মূর্খ হরিশ বারবনিতার মায়ায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন! হে বঙ্গীয় যুবকগণ, একদিন স্বর্ণ যেরূপ বলিয়াছিল, আমি, প্রেমদাস ভিখারিও বলি, সাবধান! সাবধান!!

প্রমোদ দেখিলেন, একটী ক্ষুদ্র কুটীর,—ঐ কুটীরের দ্বারের নিকট বসিয়া একটী বৃদ্ধা চট সেলাই করিতেছেন, ইনি কুমার হরিশ্চন্দ্রের জননী,—রাণী অন্নদামোহিনী। কুটীর মধ্যে দুইটী শিশু ও একটী কন্যা “মা খাবার দে; পেট জ্বলে গেল।” বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে একটী ছিন্ন বসন পরিহিতা মলিন বসনা যুবতীকে জড়াইয়া ধরিয়াছে, তিনি হেটবদনে উনান জ্বালিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু দরবিগলিত ধারে নয়নাশ্রু বহিয়া উনান নিবাইয়া ফেলিতেছে। এ দৃশ্য দেখিয়া কাহার না হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া চক্ষুজল নির্গত হয়? স্বামী ও পুত্রের কুপথগামী হইবার এই পরিণাম! রাজার জননী, রাজমহিষীর, এই ভিখারিণীর অবস্থা হইতেও অধম অবস্থা! হায়! হায়! ইহাতেও লোকে সাবধান হয় না!

আর কি বলিব? স্বর্ণ প্রদত্ত অর্থে হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রী পরিবারের দারিদ্র্য কষ্ট দূর হইল! স্বর্ণ লক্ষ টাকা দিতে বলিয়াছিল। প্রমোদ, মৃণালের অনুরোধে দুই লক্ষ টাকা দিলেন।

সম্পূর্ণ।